BENGALI FAMILY LIBRARY.

গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সঙ্গ্রহ। ৭২

এলিজিবেথ।

অথবা

এলিজিবেথ কর্ত্তৃক পিতার বিবাসন মোচন।

শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন

কর্ত্তৃক

ইংরাজী ভাষাহইতে অনুবাদিত।

CALCUTTA

PRINTED AND PUBLISHED BY ORDER OF THE CALCUTTA SCHOOL BOOK AND VERNACULAR LITERATURE SOCIETY, AND SOLD AT THEIR DEPOSITORY, 12, LALL BAZAR

1864.

রহস্য-সন্দর্ভ নামে অনেক চিত্রযুক্ত একখানি মাসিকপত্র প্র হইয়া থাকে, ইহাতে নীতিগর্ভ, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, জীবচ নূতন গ্রন্থ সমালোচন প্রভৃতি নানা বিষয় প্রকাশিত হয়। ই বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২ দুই টাকামাত্র।

যাহার প্রয়োজন হইবেক, লালবাজার ১২ নম্বর ভবনে স্কু সোসাইটীর সেক্রেটরের নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবে

ভূমিকা।

একসাইলস আব্ সাইবীরিয়া, নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজী পুস্তক ইউরোপের সর্ব্বত্র বহুকালাবধি সমাদৃত ও প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান, 'এলিজিবেথ' নামক এই ক্ষুদ্র বাঙ্গলা পুস্তকখানি তাহারই অনুবাদ। ইহাতে এলিজিবেথ নাম্নী এক কুমারীর চরিত ও অন্যান্য যে যে প্রধান বিষয় বর্ণিত আছে, তাহার কিছুমাত্র অমূলক নহে। বিশেষতঃ ইহার ইতিহাস পাঠ করিলেও চিত্ত আর্দ্র হয়। মহাভারতীয় সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতির উপাখ্যান পাঠে যেমন পুরাকালীন নারীগণের সতীত্ব ও সুচরিত প্রকাশ পায়, প্রস্তাবিত গ্রন্থখানি ইদানীন্তন নারীচরিতের পক্ষেও তদ্রূপ।

ভারতবর্ষীয় সমাজের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত যে সমস্ত সুনিয়ম স্থাপন ও সদুপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহার মধ্যে দেশীয় নারীগণের আচার ব্যবহার মার্জিত ও শোধিত করিবার চেষ্টা পাওয়াও এক প্রধান উপায় বলিয়া গণ্য। সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র নারীরা অতি মহৎ সৎকার্য্য সমাধান করিতে যে কি পর্য্যন্ত ক্ষমতা প্রকাশ করে ও তাহা সমাহিত করিয়া কত দূর পর্য্যন্ত প্রশংসিত হয়, এই 'এলিজিবেথ' ও ইহার তুল্য পুস্তক সকলই তাহার নিদর্শন স্থল।

ই, বি, কাউয়েল্।

PREFACE.

The present little volume has long been a great favourite in Europe. It is founded on fact and its simple narrative will always be read with interest. In the ancient books of the Hindoos the histories of Savitri and Damayanti tell us what female devotedness could effect in former times; and the present narrative is a modern instance of the same truth.

To raise the native female character is one of the great social needs of India; and such books as the "Exiles of Siberia" can shew us how worthy of admiration some women have proved themselves to be, and how they have repaid the culture bestowed upon them.

E. B. COWELL.

এলিজিবেথ

অথবা

এলিজিবেথকর্তৃক পিতার বিবাসনমোচন।

রুশিয়া রাজ্যের যে অংশ আশিয়ার অন্তর্গত, তাহার নাম সাইবীরিয়া। তাহার রাজধানীর নাম তবলস্ক। ঐ নগর ইর্টিস্ নদীর তীরে অবস্থিত। উহার উত্তরে হিম-সাগর পর্য্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ক্রোশ বিস্তৃত এক মহারণ্য। ঐ অরণ্যের স্থানে স্থানে অতিশয় উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত সকল হিমানীতে আবৃত হইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে এমনি সকল ভয়ানক বালুকাময় মরুভূমি হিমসংহতিতে সংহত হইয়া থাকে যে, গ্রীষ্মকালেও তাহার বালিতে পদচিহ্ন পতিত হয় না। নদী ও হ্রদ সকল সর্ব্বদা প্রবাহ-হীন ও স্থিরভাবে থাকে, এজন্য ঐ দেশের উদ্যানের বৃক্ষ ও ক্ষেত্রাদির শস্যের পক্ষে কোন উপকার দর্শে না।

সেই মহারণ্যের উত্তর অংশে গমন করিলে দেবদারু প্রভৃতি উচ্চ বৃক্ষ প্রায় দৃষ্টিগোচরই হয় না। কেবল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্ম সকল অতি বিরলভাবে জন্মিয়া থাকে। তাহার উত্তরে আর তৃণাদি উদ্ভিজ্জের কিছুমাত্র চিহ্ন দর্শন হয় না। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিক্ই জলাময় ও শৈবালাবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। এবং বোধ হয় যেন প্রকৃতির চেষ্টা সকল এককালেই ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে। ইহার পরে প্রকৃতিজাত উদ্ভিজ্জ জাতির কোন

কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল নিরন্তর হিমবর্ষণ হয় এবং সর্ব্বদা নভোমণ্ডল ঘোর ও মেঘাচ্ছন্নের মত বোধ হইতে থাকে।

সর্ব্বদা উত্তর দিক্‌হইতে "আরোরা বোরিয়েলিস্" নামক এক প্রকার অনতিদীপ্ত আলোক উৎপন্ন হয়, সেই আলোকের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলে অপূর্ব্ব অর্দ্ধমণ্ডলাকার ধনুকের মত একটী প্রভা প্রত্যক্ষ হয়। তাহা দেখিতে যেমন সুন্দর তেমনি মনোহর। যাহা হউক তথাকার তাদৃশ ভাব দক্ষিণাঞ্চলের লোকদিগের জ্ঞাতসার নহে, এবং এবিষয় তাহাদের সহসা হৃদ্গত করাও সহজ ব্যাপার নহে।

তবলস্কের দক্ষিণে ইশিম প্রদেশ। ঐ স্থানের অধিকাংশ সমাধিমণ্ডলে মণ্ডিত মধ্যে এক কদর্য্য হ্রদ থাকাতে তদ্দেশীয়দিগের সহিত কওইস নামক এক পর্য্যটক পৌত্তলিক জাতির সংসর্গ হইতে পারে না। ইশিমের ঠিক বাম দিগে ইর্টিস্ নদী। এই ইর্টিস চীন রাজ্যের সম্মুখ দিয়া অবি নদীতে সঙ্গত হইয়াছে। দক্ষিণে তবল নদী। এই নদীর তীরে কোন বৃক্ষাদি নাই। তাহা নিতান্ত মরুভূমি। তথায় উপর্য্যুপরি রাশীকৃত প্রস্তরখণ্ড দৃষ্টিগোচর হয় এই মাত্র। কদাচিৎ কোন কোন স্থলে ঐ প্রস্তররাশির ধারে দুই একটা এক প্রকার জঙ্গলি ঝাউ গাছও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ শৈলরাশির উপান্তবর্ত্তি এক স্থান উক্ত নদীর গতিতে কোণাকার হইয়া গিয়াছে। সেইম্‌কা নামক একটী গ্রাম সেই স্থানেই স্থাপিত। তবলস্ক ও সেইম্‌কার মধ্যে তিন শত ক্রোশ ব্যবধান হইবেক। উক্ত গ্রামটী যে স্থলে অবস্থিত, তাহা সম্পূর্ণ মরুভূমি। ইহার উপান্তবর্ত্তি স্থান সকল যেমন দুর্গম তেমনি ভয়ঙ্কর।

তথাপি সাইবীরিয়া দেশের মধ্যে ইশিম্ ইউরোপ খণ্ডের ইটালীর ন্যায় সুখজনক। এই স্থানে চারি মাস কাল গ্রীষ্ম

অনুভব করা যায়, অবশিষ্ট আট মাস অত্যন্ত শীত। শীত ঋতুতে দিবানিশি উত্তর দিক্‌হইতে বায়ু বহিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে হিমকণা সকল বর্ষণ হয়। সেই হিম এত তীক্ষ্ণ যে আশ্বিন মাসের মধ্যেই তবল নদীর জল এককালে সংহত হইতে থাকে। হিমানী এত অধিক পরিমাণে পতিত হয়, যে তাহা জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত দ্রব না হইয়া সমান ভাবে থাকে। ঐ মাসের শেষে তাহা গলিতে আরম্ভ হয়। তখন বৃক্ষ সকল নবমঞ্জরীতে সুশোভিত হয়। রবিশস্যে ক্ষেত্রের শোভার আর ইয়ত্তা থাকে না। এই রূপে দুই তিন দিন কাল ক্রমাগত সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত হইলে ভূর্জ গাছ সকল মুকুলিত এবং প্রফুল্ল সুরভি কুসুমের সৌরভে দিক্‌ সকল আমোদিত হইতে থাকে। জলাময় ভূমিতে যে সকল শৈবালাদি জন্মে, তখন সে সকলও ফুল ধরিতে থাকে। রাজহংস, বন্যহংস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ দ্রবীভূত হ্রদের উপরি সন্তরণ করিতে আরম্ভ করে। বক, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি পক্ষিরা নানা স্থানহইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ সকল আহরণ করিয়া আপন আপন কুলায় নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়। বনমধ্যে কাঠবিড়াল সকল বৃক্ষহইতে বৃক্ষান্তরে লাফাইয়া যায়, এবং তাহার পত্র ও মুকুল প্রভৃতি ভক্ষণ করে। এতাদৃশ হিমপ্রধান দেশের নিবাসি লোকেরা পরম সুখে কাল যাপন করে। কিন্তু হতভাগ্য নির্ব্বাসিতগণের পক্ষে তথায় কাল যাপন করা যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশকর, তাহা বর্ণন করিয়া ব্যক্ত করা দুর্ঘট।

তবলস্ক ও ইশিমের মধ্যে তবল নদীর ধারে ধারে যে সকল গ্রাম আছে, নির্ব্বাসিতগণের অধিকাংশই সেই স্থানে বাস করে, অবশিষ্টেরা প্রান্তরের যেখানে সেখানে কুটীর বাঁধিয়া অবস্থিতি করে। ঐ সকল লোকের মধ্যে কতকগুলি লোক কেবল রাজার আনুকূল্যে জীবন যাপন করে। অপ-

করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। শীতকাল উপস্থিত হইলে তাহারা মৃগয়াদ্বারা যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারে, সংবৎসর কাল কেবল তাহারই অবলম্বনে তাহাদের প্রাণ ধারণ হয়। ফলে তাহাদিগের তাদৃশ ক্লেশ ভাবিয়া দেখিলে সকলেরই মনে ক্লেশ বোধ হয়। নির্ব্বাসিতেরা যৎপরোনাস্তি অসহ্য ক্লেশ সহ্য করে বলিয়া তাহারা তথায় হতভাগা বলিয়া বিখ্যাত।

সেইম্‌কাহইতে দেড় ক্রোশ পথ অন্তরে একটা বৃহৎ জলা আছে। তাহার মধ্যস্থলে একটা প্রকাণ্ড মণ্ডলাকার হ্রদ। পূর্ব্বকালে সেই হ্রদের ধারে এক হতভাগা গৃহস্থের বসতি ছিল। তাহারা সংসারের মধ্যে তিনটী প্রাণী, গৃহস্থ আপনি, ও তাহার স্ত্রী, এবং একটী পরমসুন্দরী যুবতী কন্যা। এই তিন জন সেই নির্জ্জনে বাস করিয়া যৎ-পরোনাস্তি কষ্টে কাল যাপন করিত। কস্মিন্ কালেও জন-মানবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারিত না। প্রাণ ধা-রণের নিমিত্তে গৃহস্থ ব্যক্তিকেই একাকী শিকার করিতে যাইতে হইত। সেইম্‌কার মধ্যে লোকালয় ছিল বটে, কিন্তু সেই তিন জনের কাহাকেও সেই স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইত না। আর তাহাদের কুটীরে কেবল তাহারা ও এক জন তাতারদেশীয় ভৃত্য ভিন্ন অন্য কেহ কখন প্রবেশ করিত না।

সেই হতভাগা নির্ব্বাসিতদিগের এমনি দুর্গতি যে, তাহা-রা, কে, কোথায় জন্মিয়াছে, কোথায় বা আসিয়াছে, এবং এই রূপ স্থানে আসিবার ও থাকিবার কারণই বা কি? তা-হার কিছুমাত্র অবগত ছিল না। রুশিয়াধিরাজের প্রেরিত তবলস্কের শাসনকর্ত্তাই কেবল ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানি-তেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার প্রতিনিধি, যিনি সেইম্‌কায় থা-কিয়া শাসন করিতেন, তাঁহাকেও তিনি বিশ্বাস করিয়া এ

বিষয় সবিশেষ কহেন নাই। সেই প্রতিনিধির নিকট ইৎ-কালে এই পরিবারেরা নির্ব্বাসিত হইয়া সেইস্থানকায় আগমন করে, তৎকালে সেই শাসনাধিপতি এই কহিয়া দিয়াছিলেন যে, এই তিন জন নির্ব্বাসিত যাহাতে অন্ন বস্ত্রের কোন ক্লেশ না পায়, তাহার যত্ন করিতে হইবেক, এবং উহাদের বাসের জন্য একটী উপযুক্ত বাড়ী ও তাহার সম্মুখে একটী উদ্যান প্রস্তুত করিয়া দিতে যেন বিলম্ব না হয়। পরন্তু সর্ব্বদা সাবধান, যেন উহারা কোন চিঠী পত্রাদি দেখিতে না পায় এবং কাহার সহিত আলাপ পরিচয় বা কোন সংস্রব করিয়া রুশিয়াধিরাজের নিকট কোন আবেদন করিতে না পারে।

এই রূপে তাহাদের প্রতি দয়া এবং নিষ্ঠুরতা উভয়ই প্রকাশ পাইয়াছিল। এক পক্ষে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে যেমন সুবিবেচনা করা হইত, অন্য পক্ষে যাহাতে তাহাদের প্রচার না হয়, তাহার চেষ্টারও ত্রুটি করা হইত না। সুতরাং এই প্রকার বিরুদ্ধ ভাব দেখিয়া সকলের মনে বিলক্ষণ সন্দেহ হইতে লাগিল, বোধ করিল এই গৃহস্থটী সামান্য ব্যক্তি নয়, এ অবশ্যই রুশিয়ার কোন মহামহিম লোকের সন্তান হইবেক, নির্ব্বাসন কালে ইহার যে পিটর স্প্রিঙ্গর এই সামান্য নাম প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাও ইহার প্রকৃত নাম না হইতে পারে, ইহার অপর কোন ভদ্র নাম অবশ্যই থাকিবেক সন্দেহ নাই। এ ব্যক্তি যে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, তাহার কারণ ইহার দুরদৃষ্টই হউক বা ইহার স্বকৃত দোষই হউক অথবা অধিরাজের অবিচারই হউক, একটা নয় একটা অবশ্যই হইবেক, কিন্তু ইহার প্রকৃত নাম গোপন করাতে সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্ত কারণও বুঝিবার সম্ভাবনা নাই।

অনেকেই এই নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য অনেক প্রকার

চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল দর্শে নাই। সকল উদ্‌যোগ ও সকল কৌশল ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া পড়িল। তাহাদিগকে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যাইত না এই বলিয়া তাহাদের বিষয় ও কথা কাহার মনেও থাকিত না। যদি কখন কোন শিকারী শিকার করিতে আসিত, এবং সেই হ্রদের নিকটহইতে "কুটীরে কে আছ" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিত, তাহা হইলে তাহারা "আমরা এখানে তিন জন হতভাগা নির্ব্বাসিত হইয়া রহিয়াছি" বলিয়া উত্তর করিত। শিকারী ব্যক্তি সেই কথায় অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া ব্যগ্রতার সহিত পরমেশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিত যে "হে অনাথনাথ দয়াময় জগদীশ! আপনি কৃপা করিয়া এই কয়েক জনকে স্বদেশে উপনীত এবং বন্ধু বান্ধবের সহিত মিলিত করুন।"

পিটর স্প্রিঙ্গর যে কুটীরে থাকিতেন, তাহা তিনি তক্তা দিয়া স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং ছাদ খড় ও তৃণসমূহে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। নিকটবর্ত্তি হ্রদের বন্যা ও শীতকালীন উত্তরদিকের বাতাস এই উভয়হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, কুটীরের চতুর্দ্দিকে রাশীকৃত পাষাণখণ্ড একত্রিত করিয়া, ভিত্তির মত রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। নিজ্ হ্রদের দক্ষিণেই এক অনাবৃত অতি প্রশস্ত প্রান্তর আছে। তন্মধ্যে স্থানে স্থানে অতি বিরল জঙ্গল। জঙ্গলের পর ক্রমাগত কতক দূর পর্য্যন্ত কেবল শবসমূহের সমাধিতে পরিপূর্ণ। ঐ সকল সমাধির অধিকাংশ চোরগণ কর্ত্তৃক লুটিত ও তন্মধ্যস্থ শবসমূহের অস্থি সকল ইতস্ততঃ বিস্তৃত। দেখিলেই বোধ হয়, তাহারা অতি প্রাচীন কালের লোক। তাহাদের অঙ্গের স্বর্ণ ও রত্নালঙ্কার লইবার জন্য যদি চোরেরা এরূপ করিয়া সমাধি খনন না করিত, তাহা হইলে তাহাদের কথা আর কাহারও স্মরণপথে আসিবার সম্ভাবনা

থাকিত না। সেই বিস্তারিত প্রান্তরের পূর্ব্বদিকে একটী দারুময় ভজনালয় আছে। বহুকাল পূর্ব্বে কতিপয় খ্রীষ্টীয়ান লোক সেইটী নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ঐ ভজনালয়ের নিকট যে কয়েকটী সমাধি আছে, তাহা আর ধর্ম্মভয়ে কেহই লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই।

পিটর স্প্রিঙ্গর সুদীর্ঘ শীত ঋতু উপস্থিত হইলে, প্রাতঃকালে সেই স্থানের নিকটে শিকার করিতে যাইতেন এবং নানাজাতীয় মৃগ সকল মৃগয়া করিয়া লইয়া আসিতেন। পশুদিগের চর্ম্ম সকল তবলস্কে বিক্রীত হইত এবং তাহাতে যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পাইতেন তাহার দ্বারা প্রায় তাঁহার স্ত্রীর প্রয়োজনীয় অধিকাংশ দ্রব্য সামগ্রী এবং কন্যাটীর পাঠের নিমিত্ত উপযুক্ত পুস্তক সকল ক্রয় করিয়া লইয়া আসিতেন।

স্প্রিঙ্গর প্রায় প্রতিদিন বৈকাল বেলায় আপন কন্যা এলিজিবেথকে শিক্ষা দিতে বসিতেন। এলিজিবেথ জনক ও জননীর নিকটে বসিয়া তাঁহাদিগের আজ্ঞানুসারে উচ্চৈঃস্বরে ইতিহাসের পুস্তক সকল পাঠ করিতে আরম্ভ করিতেন। স্প্রিঙ্গর সেই পাঠের সময়ে এমন সকল স্থানবিশেষের উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন যে, তাহাতে এলিজিবেথের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইত যে সাহস ও দানশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অতি প্রধান গুণ। তাঁহার জননী ফেডোরা, যে যে স্থানে ধর্ম্ম ও দয়ার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে তাহার উল্লেখ করিয়া যথামতি ব্যাখ্যা ও প্রশংসা করিতেন। এই রূপে কখন কখন পিতা গৌরব ও বীরতার মহিমা বর্ণন করিতেন, মাতা অমনি পবিত্রতা ও দয়ার গুণ কীর্ত্তন করিতে থাকিতেন। পিতা যখন ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে আরম্ভ করিতেন, মাতা সেই সময়ে তদনুষ্ঠানে যে কি পর্য্যন্ত শান্তি ও স্বচ্ছন্দ লাভ হয় তাহা বিবরণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। পিতা এই পৃথি-

স্বীর মধ্যে কাহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও কাহাকেই বা গৌরব ও মান্য করিয়া চলিতে হইবেক তাহার বিষয়ে উপদেশ দিতেন। মাতা কেবল কাহাকে পালন ও কাহার স্বভাবের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য তাহার বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেন।

এই রূপে জনক ও জননী উভয়ের নিকট উপদেশ ও শিক্ষা পাওয়াতে এলিজিবেথের এই ফল হইল যে, তিনি দাক্ষিণ্য, সুকুমারতা প্রভৃতি সমুদায় মাতৃগুণের অধিকারিণী হইলেন। মান অপমানের বোধ থাকিলে যত দূর পর্য্যন্ত সাহসী ও অদ্ভুতকার্য্যকারী হইবার সম্ভাবনা, পিতৃগুণে তাঁহাতে সে সকল গুণও উৎপন্ন হইল এবং স্নেহপাশে বদ্ধ থাকিলে যে প্রকার মৃদু ও কোমল ভাব উৎপন্ন হয়, তাহা জন্মিতেও ত্রুটি হইল না। সুতরাং পরস্পর বিরোধি গুণগণ সেই একাধারে অবিবাদেই উৎপন্ন হইল।

গ্রীষ্মের আরম্ভে হিমানী সকল গলিতে আরম্ভ হইলে স্প্রিঙ্গর সপরিবারে আপনাদের উদ্যানে কৃষিকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিতেন। তিনি স্বহস্তে মাটি কোদলাইয়া চৌকা সকল প্রস্তুত করিতেন। তাঁহার স্ত্রী নিয়মমত বীজ সকল প্রস্তুত করিয়া দিতেন। এবং এলিজিবেথ আপন হস্তে সেই সকল স্থানে নানাজাতীয় বীজ বপন করিতেন। ঐ স্থান সাইবীরিয়া দেশের প্রথানুসারে আবৃত ও সুরক্ষিত হইত।

যে সকল ফল ফুলের গাছ কেবল উষ্ণ দেশেই জন্মিয়া থাকে, হিমপ্রধান দেশে তাহা কদাচ জন্মিতে পারে না, এই হেতু স্প্রিঙ্গর সেই উদ্যানের মধ্যস্থলে উষ্ণঘর বলিয়া একটী ঘর বাঁধিয়াছিলেন। ঐ ঘরে সর্ব্বদা অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিত এবং তন্মধ্যে নানাজাতীয় পুষ্প ও সুমধুর ফলের বৃক্ষ সকল রোপিত হইত। অগ্নির তাপে সেই বৃক্ষ সকলের পক্ষে আর কিছুমাত্র হানি হইত না। বিশেষতঃ ঐ

গৃহের মধ্যে এমন একটী বিশেষ পুষ্পের গাছ যত্নপূর্ব্বক রোপিত হইত যে, তাহা মুকুলিত হইবামাত্র সৌরভে দিক্ সকল আমোদিত হইতে পারে। ঐ পুষ্প প্রফুল্ল হইলে পর স্প্রিঙ্গর অতি যত্নপূর্ব্বক তাহা ফেডোরার নিকটে লইয়া আসিতেন এবং "এই ফুলে এলিজিবেথের মস্তক সাজাইয়া দেও" বলিয়া তাঁহার হস্তে দিয়া কন্যাকে কহিতেন, আহা! এলিজিবেথ! দেখিতেছ ইহা তোমার স্বদেশের পুষ্প, তোমাতে ও এই পুষ্পেতে কিছুমাত্র ইতরবিশেষ নাই, তুমিও এই পুষ্পের মত পরকীয় দেশে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছ। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর করুন যেন তোমার ইহার পর ইহা অপেক্ষা অধিক সুখে যাবজ্জীবন যাপিত হয়।

এই কথা বলিবার সময়ে আপনাদের দুর্ভাগ্য ও দুঃখের বিষয় মনে পড়িলে তিনি ক্ষণকাল কেবল চুপ করিয়া থাকিতেন। কখন কখন তজ্জন্য চিন্তাসাগরে এমনি নিমগ্ন হইতেন যে তাঁহার স্ত্রী আসিয়া সান্ত্বনা করিলেও তাঁহার মনে শান্তি এবং সেই প্রাণাধিক প্রিয়তমা কন্যার দর্শনেও কিছুমাত্র উল্লাস হইত না বরং অধিক দুঃখিত হইতেন। স্প্রিঙ্গর যখন তখন কন্যাটীকে ক্রোড়ে করিয়া লইতেন এবং সন্তান-স্পর্শ-সুখ অনুভব হইলে তাঁহার বক্ষঃস্থলও শীতল হইত। কিন্তু তাঁহাকে অধিক ক্ষণ রাখিতে পারিতেন না। অবিলম্বেই তাঁহাকে তাঁহার মাতার ক্রোড়ে দিয়া কহিতেন, ধর ধর প্রেয়সি! তোমার কন্যাকে ধর, তুমি ইহাকে আমার সম্মুখহইতে লইয়া যাও। তোমাদের দুজনের দুর্ভাগ্য মনে পড়িলে আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়। হায় হায়! কেনই বা তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলে? যদি তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে, যদি তুমি আমার এ দুঃখের ভাগিনী না হইতে, যদি তুমি স্বদেশে থাকিয়া সুখ স্বচ্ছন্দ ভোগ করিতে, বোধ করি তাহা

হইলে আমি এই নির্ব্বাসিত অবস্থায় পরম সন্তোষে কাল যাপন করিতাম, তোমাদের দুরবস্থা দর্শনে আর এ দুঃসহ দুঃখভোগ করিতে হইত না।

পতিপরায়ণা ফেডোরা এই কথা শুনিয়া আর কিছুমাত্র উত্তর করিতে পারিতেন না। কেবল নয়নজলধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে থাকিত। পতির প্রতি তাঁহার যে অচল প্রণয় ছিল, তাহা তাঁহার আকার প্রকার কথোকথন ও ভাব ভঙ্গিতেই প্রকাশ পাইত। ফলে তিনি পতিহইতে পৃথক্ থাকিলে তাঁহার প্রাণরক্ষা করাই ভার হইত। পূর্ব্বে প্রচুর ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া পশ্চাৎ যে দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন তাহার জন্য তিনি কিছুমাত্র অনুতাপ করিতেন না। তিনি যখন তখন মনে ভাবিয়া দেখিতেন, আমার পতি যদি এরূপ না হইয়া স্বদেশে থাকিতেন, তাহা হইলে কদাচিৎ এমন ঘটিলেও ঘটিতে পারিত যে, তিনি কোন বিশেষ মান সম্ভ্রম লাভের প্রত্যাশায় আমাকে ছাড়িয়াও দেশান্তরে যাইতে পারিতেন। এক্ষণে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, আর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে যাইতে পারিবেন না। ফলে কেবল স্প্রিঙ্গরের মনে যদি দুঃখবোধ না হইত, তাহা হইলে সেই পরিবারদিগের পক্ষে সাইবীরিয়ায় নির্ব্বাসিত হওয়াতেও কিছুমাত্র অসন্তোষ থাকিত না।

ফেডোরার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের অধিক হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার সৌন্দর্য্য ও সুকুমারতার কিছুমাত্র অপচয় হয় নাই। তাঁহার পরমেশ্বরে ভক্তি এবং পতির প্রতি প্রীতি যৎপরোনাস্তি ছিল। আর সন্তানবাৎসল্যও কোন অংশে ন্যূন ছিল না। তাঁহার মুখশ্রী দেখিলে বোধ হইত, যেন তাঁহার ধর্ম্ম-নিষ্ঠা কদাচ অন্যথা হইবার নহে। আকৃতিদ্বারা প্রকাশ পাইত যে, তাঁহার অন্তঃকরণ সুমধুর দয়ারসে

সর্ব্বদা আর্দ্র হইয়া রহিয়াছে। ফলে যে দেখিয়াছে, সেই মনে করিয়াছে যে, বিধাতা তাঁহাকে অতিশয় যত্ন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বামী যে যে বস্তু ভোজন করিলে তৃপ্ত ও প্রীত বুঝিতে পারিতেন; তিনি প্রতিনিয়ত অতি যত্ন-পূর্ব্বক সেই সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করিয়া দিতেন, এবং সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন যে তিনি কখন্ কি ইচ্ছা এবং কোন্ সময়ে কি আজ্ঞা করেন। সংসার ধর্ম্মের যে সমস্ত কার্য্য করা উচিত, অর্থাৎ শৃঙ্খলাপূর্ব্বক দ্রব্যাদি সুসজ্জিত করা, গৃহ-সামগ্রী সমস্ত পরিষ্কৃত করিয়া রাখা, আগামি দিবসের প্র-য়োজনীয় দ্রব্যজাত অগ্রেই আহরণ করা এবং সামঞ্জস্য রূপে নিয়মিত ব্যয়াদি করা এই সমুদায়ই সেই গৃহিণীদ্বারা সুন্দর রূপে সমাহিত হইত।

তাঁহাদের যে কয়েক খানি কুটীর ছিল তন্মধ্যে প্রধান কুটীরে তাঁহারা দুই স্ত্রীপুরুষে শয়ন করিতেন। সতত উষ্ণ রাখিবার জন্য তথায় একটা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত থা-কিত। ঐ গৃহের কাষ্ঠময় ভিত্তিতে ফেডোরা ও তাঁহার কন্যা নানা প্রকার চিত্রদ্বারা এমন শোভা বিস্তার করিয়াছিলেন যে সে দেশে তেমন শোভা আর কুত্রাপি দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না। চিত্রাদি প্রস্তুত করিবার জন্য যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর আবশ্যক তাহা স্প্রিঙ্গরের মৃগয়ার লাভেই আ-হরণ করা হইত। ইহা ব্যতীত আর দুখানি ছোট ঘর ছিল। এক খানিতে এলিজিবেথ নিজে থাকিতেন। অন্য খানিতে এক জন তাঁহার দেশীয় চাকর থাকিত। এই চাকরের ঘরে পাকাদির বাসন ও চাসবাসের দ্রব্য সামগ্রী সমুদায় রক্ষিত হইত।

সপ্তাহের প্রতিদিন তাঁহারা এই রূপ সংসার ধর্ম্মের কাজ কর্ম্ম করিয়া কাল যাপন করিতেন। ফেডোরা সাংসারিক নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া প্রতিদিন পরমেশ্বরের উপাসনা

করিতে পারিতেন না বলিয়া অনেক আক্ষেপ করিতেন; কিন্তু রবিবারের দিন উপস্থিত হইলে, দৃঢ়তর ভক্তিপূর্ব্বক কেবল পরমেশ্বরের আরাধনাতেই কালক্ষেপ করিতেন। যদি তিনি প্রতিদিন এই রূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময় পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পতির আর কিছুমাত্র শোক সন্তাপ থাকিত না।

এলিজিবেথ চারি বৎসর বয়ঃক্রম অবধি এই বিজনবনে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। জ্ঞানের উদয় হইয়া অবধি তিনি আর কোন দেশ দেখেন নাই। এই মরুদেশের যে প্রাকৃত শোভা তাহাই মাত্র অবলোকন করিতেন। তাহাতেই তাঁহার যথেষ্ট সন্তোষ জন্মিত। যে জন কখন পাপের মুখাবলোকন করে নাই তাহার পক্ষে, কি লোকালয়, কি নিরালয়, সর্ব্বত্রই সমান সুখ উৎপন্ন হয়। হ্রদের ধারে যে পাহাড় আছে গ্রীষ্মকালে বাজ ও গৃধ্র পক্ষি সকল তাহার উপরি কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, এলিজিবেথ সেই পক্ষিদিগের ডিম্ব পাড়িবার জন্য আমোদ করিয়া পাহাড় বহিয়া উঠিতেন। কখন কখন তিনি জাল ও ফাঁদ পাতিয়া বনের গোলা-পায়রা সকল ধরিতেন এবং ধরিয়া তাহাদিগকে পুষিবার জন্য আপনার চিড়িয়াখানায় রাখিয়া দিতেন। ইচ্ছা হইলে কখন কখন তিনি সেই হ্রদে ছিপ দিয়া মৎস্য ধরিতেও বসিতেন।

এলিজিবেথ এই রূপ পরমসুখে বাল্য কাল যাপন করিতে করিতে মনে করিতেন যে আমার তুল্য সুখী আর কেহ কুত্রাপি নাই। তিনি যে দেশে বাস করিতেন, তথাকার তীক্ষ্ণ বায়ু সেবন করাতে দিন দিন তাঁহার দৈহিক ধাতু সকল সমর্থ, শরীরে বলাধান এবং মুখের লাবণ্য বর্দ্ধমান হইতে লাগিল। জনমানব-বিহীন অতি নিরাশ্রয় স্থানে সেই কুমারীর অসামান্য রূপ লাবণ্য দর্শন করিয়া তৃপ্ত হয় এমন কেহই ছিল

না। থাকিবার মধ্যে কেবল তাঁহার পিতা মাতা ছিলেন; তাঁহারাই দেখিতেন এবং দেখিয়া তাঁহারাই অসীম আনন্দে পুলকিত হইতেন এই মাত্র। বনপুষ্পের শোভা কেবল সূর্য্যই দেখিতে পান, এবং যে পুষ্পের শোভা বা চাক্‌চক্য অধিক হয়, তাহাতে তাঁহারই দৃষ্টিকে অধিক আকর্ষণ করে।

মনুষ্যের স্নেহ যদি অল্প বিষয়ের উপর থাকে তবে তাহা যেমন তীক্ষ্ণ ও দৃঢ় হয়, তেমন অধিক বিষয়ের উপর কদাচ হয় না। এলিজিবেথ পিতা ও মাতা বই আর কাহাকেও জানিতেন না। বস্তুতঃ তাঁহারা ভিন্ন তাঁহার অন্য কেহ স্নেহের পাত্র ছিল না। পিতা মাতার পক্ষে তিনি যেমন ছিলেন তাঁহার পক্ষেও তাঁহারা তেমনি। অভিভাবকও তাঁহারা, আহ্লাদ আমোদের সঙ্গীও তাঁহারা। ফলতঃ জনসমাজে থাকিলে যে যে ফল হয়, তাঁহাদের দ্বারাই তাঁহার সেই ফল হইত। সুতরাং তাঁহারাই তাঁহার সকল। তাঁহারা যাহা যাহা শিখাইতেন তিনি তাহাই শিখিতেন, তাঁহারা ভিন্ন তাঁহাকে শিক্ষা করায় এমন আর কেহই ছিল না। এলিজিবেথ পিতা ও মাতাকে বোধ করিতেন যেন তাঁহারাই তাঁহার তৃপ্তির মূলকারণ, তাঁহারাই তাঁহার উপদেশের নিদান, তাঁহারাই তাঁহার বুদ্ধির উৎপাদক এবং তাঁহারাই তাঁহার সর্ব্বস্ব। তিনি সর্ব্বদা ভাবিয়া দেখিতেন যে আপনার যাহা কিছু আছে সে সকলই পিতা ও মাতাহইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যদি তাঁহারা না থাকিতেন তাহা হইলে তিনি আর কিছুই ভোগ করিতে পারিতেন না। পিতা ও মাতার অধীনে থাকিয়া যে প্রকার সুচারু ফল জন্মিয়াছিল, তাহাতে তিনি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

এই রূপে যখন তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে গাঢ় হইয়া উঠিল, এবং শৈশব অবস্থার পর কৌমারাবস্থাও উপস্থিত

হইল, তখন তিনি, কি জন্যই বা পিতা এত শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন, কেনই বা মাতা যখন তখন ব্যাকুল হইয়া রোদন করেন, তাহার কারণ জানিতে ইচ্ছুক হইলেন। সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন কিন্তু তাঁহারা কিছু-মাত্র উত্তর দিতেন না। কেবল এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিতেন আহা! আমরা কোন্ দেশে ছিলাম কোথায় আসিয়া পড়িয়া রহিয়াছি, এই মাত্র, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নয়নজলধারাতে সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিতেন। কিন্তু সেই দেশের নাম কি এবং সেখানে তাঁহারা কে ছিলেন, এ কথা তাঁহারা প্রাণান্তেও মুখ দিয়া বাহির করিতেন না। কারণ তাঁহারা মনে মনে এই আশঙ্কা করিতেন, যদি এই দুঃসহ দুর্গতির কথা কন্যাকে জানান যায়, তাহা হইলে, কি জানি, তাঁহার অপরিপক্ক মনে সাতিশয় যাতনা বোধ হইয়া, একটা মহা অনিষ্ট ঘটিলেও ঘটিতে পারিবেক।

যাহা হউক এই রূপ জিজ্ঞাসাবাদ ও অনুসন্ধান করিতে করিতে এলিজিবেথ ক্রমে ক্রমে পিতা মাতার ক্লেশ ও মনোদুঃখ বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া অবধি, তাঁহার অন্তঃকরণহইতে আমোদ প্রমোদ করিবার ইচ্ছা সকল এককালে লুপ্ত হইয়া পড়িল। যে সমস্ত প্রাকৃত শোভা তাঁহার মন মোহিত করিত, এখন সেই সকল শোভার আর সে মোহিনী শক্তি রহিল না। প্রতিদিন চিড়িয়াখানার তত্ত্বাবধান করা রহিত হইয়া পড়িল। ফল ও ফুলের প্রতি যত্ন করা আর কিছুমাত্র মনে রহিল না। পূর্ব্বে পক্ষীদিগকে যে এত ভাল বাসিতেন তাহা এককালেই স্থগিত হইল। হ্রদের ধারে বেড়াইতে গেলেই তাঁহার ডিঙ্গীতে চড়িতে বড়ই সাধ হইত, কত বার আমোদ করিয়া তাহাতে চড়িতেন এবং খানিক দূরে চালাইতেন। এখন আর সে ভাবে সে দিকে যাইতেন না। যখন যাইতেন, তখন, তাঁহার মন যে

ভাবনায় ব্রতী হইয়াছিল, তাহাহইতে আর তাঁহাকে অন্য দিকে যাইতে দিত না; বেড়াইতে বেড়াইতে শ্রান্ত হইয়া উচ্চ তীরভূমির উপরি বসিতেন এবং ক্রমাগত হ্রদের সেই নির্ম্মল জলে অনিমিষ নয়নে দৃষ্টি দিয়া থাকিতেন। খানিক ক্ষণ সেই ভাবে থাকিতে থাকিতে তাঁহার জনক জননীর ক্লেশের কথা মনে পড়িত এবং কি রূপে তাঁহাদিগের সেই ক্লেশ দূর হইবেক মনে মনে কেবল তাহার উপায়ই চিন্তা করিতেন। পিতা ও মাতা কেবল স্বদেশের জন্যেই রোদন করিতেন কিন্তু এলিজিবেথ তাহার নাম জানিতেন না, পিতা ও মাতা স্বদেশহইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন বলিয়াই যৎপরোনাস্তি অসুখী ছিলেন। এজন্য এলিজিবেথ তাঁহা-দিগকে কি রূপে তথায় লইয়া যাইবেন এই চেষ্টাই সর্ব্বদা করিতেন। এক এক দিন তিনি ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া বসিয়া ভা-বিতেন এবং পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন। সেই সময়ে তন্মনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে তিনি এমনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইতেন যে উত্তরীয় বাতাসে বরফের অণু সকল পতিত হইয়া তাঁহার চক্ষুর উপরি রাশীকৃত হইলেও তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র উদ্বোধ হইত না। ফলে তাদৃশ ক্লেশেও তাঁহার সেই ধ্যান ভঙ্গ হইত না। কিন্তু সেই সময়ে যদি তাঁহার পিতা ও মাতা তাঁহাকে ডাকিতেন এবং সেই শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইত, তাহা হইলে তিনি তৎ-ক্ষণাৎ সে স্থানহইতে গাত্রোত্থান করিতেন এবং তাঁহারা কি জন্য ডাকিতেছেন, তাহা শুনিতে যাইতেন। যদি কিছু সাংসারিক কার্য্যে তাঁহাদিগের সহায়তা করিতে হইত, তাহা তখনি অম্লান বদনে করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। একা-কীই হউক বা তাঁহাদের সঙ্গেই হউক যখন তিনি অধ্য-য়ন বা কোন শিল্প কর্ম্ম করিতে বসিতেন, তখন তাঁহার মনের ভিতর সেই প্রকার ভাবের উদয় হইত। যেমনি

উদয় হইত, তেমনি তাহা মনেতেই সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতেন। পাছে অন্য কেহ তাহা জানিতে পারে এই আশঙ্কায় সেই সময়ে প্রতিজ্ঞা করিতেন যাবৎ তিনি পিতা মাতার নিকটহইতে পৃথক্ না হইবেন তাবৎ তাহা কদাচ কাহার নিকট প্রকাশ করিবেন না।

এলিজিবেথ মনে মনে এই রূপ স্থির করিলেন, যে পিতা ও মাতার মায়াজাল ছেদ করিয়া বাহির হইতে না পারিলে আর এ বিষয়ের কোন উপায় হইতে পারিবেক না। অনন্তর তিনি সেই সন্ততিবৎসল জনক ও জননীকে পরিত্যাগ করিয়া, রুশিয়াধিনাথের নিকট তাঁহাদের ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য, সেন্টপিটর্সবর্গ নগরে যাইতে মনস্থ করিলেন। এলিজিবেথ এত অল্প বয়সে কিছু নিতান্ত নির্ভয় ছিলেন, এমত নহে, তথাপি তাঁহার এই প্রকার সাহসিক ইচ্ছা, এবং এমনি দুঃসাধ্য অদ্ভুত কার্য্য সমাধা করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। তিনি মনে মনে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই বৃহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে গেলে অনেক ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা, এমন কি তাহাহইতে উত্তীর্ণ হওয়াও বড় সহজ ব্যাপার নহে। তথাপি তাঁহার ইচ্ছা এমত প্রবল হইয়াছিল ও সাহস এত দূর পর্য্যন্ত বাড়িয়াছিল, এবং পরমেশ্বরে এমনি একান্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে তিনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে যাবতীয় প্রতিবন্ধককে এককালে পরাভব করিতে সমর্থ হইবেন।

এই রূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সেন্টপিটর্সবর্গে যাওয়াই সম্পূর্ণরূপে মত হইল। কিন্তু তিনি কোন দেশের কিছুই অবগত ছিলেন না, এজন্য তাঁহার মনে আপাততঃ ভয় হইতে লাগিল। তিনি আপনাদের কুটীরের নিকটের পথ ঘাটই দেখিয়াছিলেন তাহাই জানিতেন, তদ্ব্যতীত সেই

বনভূমিহইতে তিনি অন্য কোন স্থানেই যাইতেন না। সুতরাং তিনি সহসা যে সেন্টপিটর্সবর্গে গমন করেন তাহা কি রূপে সম্ভব হয়? বিশেষতঃ সে দেশের ভাষা স্বতন্ত্র, তথায় উপস্থিত হইলে তথাকার লোকে তাঁহার ভাষা বুঝিতে পারিবেক এমত সম্ভাবনাও ছিল না। সুতরাং তিনি যে তাহাদিগকে কোন উপায়ে আপন মনের ভাব জানাইতে পারিবেন তাহাই বা কি রূপে সম্ভব হয়?

এলিজিবেথ পড়িবার সময়ে মাতার নিকট শুনিতেন যে বিনীত ও নত ভাবে থাকা অতি কর্ত্তব্য। এই হেতু তিনি সর্ব্বদা বিনীত ও নত ভাবে থাকিতেই বাসনা করিতেন। কিন্তু তাঁহার পিতা সর্ব্বদাই কহিতেন, মনুষ্যজাতি কদাচ অবনত হইবার পাত্র নহে। সুতরাং এই সকল উপদেশ বাক্য স্মরণ হওয়াতে তিনি অন্যের প্রতি নির্ভর করিয়া নত হওয়া যে আবশ্যক কর্ম্ম তাহা ভাবিয়াও শঙ্কিত হইতে লাগিলেন। যাহা হউক এলিজিবেথ মনে মনে স্থির জানিতে পারিয়াছিলেন যে তিনি যে কর্ম্ম সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন সেই বিষয়ে তাঁহার পিতা ও মাতা স্নেহ প্রযুক্ত কদাচ তাঁহার সহায়তা করিবেন না। এই জন্যে তিনি তাঁহাদের নিকট পরামর্শ লওয়া সঙ্গত বোধ করিলেন না। কিন্তু তাঁহারা ভিন্ন সেই বনভূমিতে এমনই বা কে ছিল যে তিনি তাহার কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিতে বা জানিতে শুনিতে পারিবেন। তাঁহাদের কুটীরে জন মানবের গতিবিধিই ছিল না। বস্তুতঃ তথায় যে কোন ব্যক্তির যাইবার নিষেধও ছিল। সুতরাং এমন স্থলে তাঁহার অন্য আশ্রয় পাইবার সম্ভাবনাই বা কি?

এত নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় হইয়াও সেই উৎসাহশীলা এলিজিবেথের আশা ও ভরসার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। পিতা একান্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া আছেন, যদি কোন রূপে

ইঁহার পরিত্রাণ করা না হয় তাহা হইলে এই উপলক্ষে তাঁহার কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। এই বিষয় অনুক্ষণ স্মরণ করিতে করিতে এলিজিবেথের অন্তঃকরণে এমনি দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে, "পরমেশ্বর দেখিতে পান না এবং শাসন করেন না পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন স্থানই নাই। হতভাগারা যে কোন স্থানহইতে হউক না কেন তাঁহাকে ডাকিলে ও প্রার্থনা করিলেই তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন ও অবিলম্বে তাহার একটা সদুপায় করিয়া দেন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শীতকালের শিকারের সময়ে স্প্রিঙ্গর তবল নদীর ধারে পাহাড়ের উপরে এক ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলেন। তবলস্কের শাসনকর্ত্তার এক যুবা পুত্র স্মোলফ তাঁহাকে সাতিশয় সাহস সহকারে সেই বিপদহইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই যুবক শীতকাল হইলে প্রতি বৎসর ইশিমের প্রান্তর দেখিতে যাইতেন এবং সেইস্কার নিকটে মনোমত পশু সকল শিকার করিয়া বেড়াইতেন। একদা ভালুক শিকার করিবার সময় স্প্রিঙ্গরের বড়ই ভয়ানক বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছিল। দৈবযোগে সেই দিনই স্মোলফের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাহাতেই স্প্রিঙ্গর সেই বিপদহইতে পরিত্রাণ পান। তদবধি তিনি সপরিবারে সেই প্রাণদাতা স্মোলফের নাম উচ্চারণ না করিয়া ও সম্মানপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া জলগ্রহণ করিতেন না।

এই বিষয় মনে পড়িলে এলিজিবেথ ও তাঁহার মাতা মনে মনে বিস্তর ক্ষোভ করিতেন এবং সর্ব্বদাই কহিতেন যে, "এমন উপকারককে আমরা এক বার স্বচক্ষে দেখিতে ও তাঁহার সমক্ষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে পারিলাম না। আমাদের এ নিতান্ত বিড়ম্বনা।" করিবেন কি; দেখা করি-

বার কোন উপায় ছিল না। কেবল পরমেশ্বরের নিকট সর্ব্বদা এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেন যে, “আমাদের এমন হিতকারীর যেন কখন কোন হানি না হয়।” প্রতি বৎসর শীতকাল আইলে যখন শিকার করিতে আরম্ভ হয় তখন তাঁহারা মনে মনে আশা ও প্রার্থনা করিতেন যদি দৈবযোগে সেই মহাত্মা আমাদের এই কুটীরে এক বার আইসেন তাহা হইলে আমাদের মানস পূর্ণ হয়, কিন্তু সে আশার কিছুমাত্র ফল হইত না। কারণ তাঁহাদের সেই স্থানে যাইতে অপর সাধারণ সকলেরি নিষেধ ছিল, এজন্য স্মোলফ সেই নিষেধ কদাচ অবহেলা করিতে চাহিতেন না এবং পারিতেনও না। আর তিনি সবিশেষ জানিতেনও না যে সেই সামান্য কুটীরের মধ্যে কি অপূর্ব্ব রত্নই গুপ্ত করা রহিয়াছে।

বুদ্ধিমতী এলিজিবেথ যখন বিলক্ষণ বুঝিয়া দেখিলেন যে তিনি যে কার্য্য সাধন করিতে মনস্থ করিয়াছেন তাহা কোন উত্তরসাধকের সহায়তা ব্যতিরেকে সম্পন্ন হওয়া অতিশয় অসাধ্য হইবেক, তখন কিসে সেই যুবকবর স্মোলফের সহিত সাক্ষাৎ হয়, সতত এই চিন্তাতেই কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনের কথা এই যে এমন উপকারককে সহায় করিতে পারিলে তিনি অবশ্যই অকুতোভয়ে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইবেন। এলিজিবেথ মনে মনে স্থির জানিয়াছিলেন যে সেইম্কাহইতে পিটর্সবর্গে যাইতে হইলে যদি কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই তাহা বলিয়া দিবার উপযুক্ত পাত্র। আর তিনি ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে রুশিয়াধিরাজের নিকট যাইয়া যে প্রকার মনের দুঃখ জানাইতে মানস করিয়াছি, এই যুবক মহাত্মাহইতে তাহারও উত্তম পন্থা ও সদুপায় হইতে পারিবেক। এবং আমাকে

যদি রাজাজ্ঞা ব্যতিরেকে এখানহইতে স্থানান্তরে যাইতে হয় তাহা হইলে তাঁহার পিতা তবলস্কের শাসনকর্ত্তা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইবেন সন্দেহ নাই। তখন সেই মহাশয় পুত্র হইয়া যেমন পিতার কোপ শান্তি করিতে সক্ষম হইবেন, তেমন আর অন্য কাহার হইবার সম্ভাবনা নাই। পুত্রের কথায় আমাদের প্রতি সেই শাসনকর্ত্তার বিশেষ দয়া হইতে পারিবেক এবং পিতা মাতার উদ্ধারের জন্য আমি রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইলেও তাহার সদুপায়, ও আমার অপরাধ মার্জ্জনা, উভয়ই ঘটিতে পারিবেক।

এলিজিবেথ মনে মনে নিশ্চিত জানিতে পারিলেন যে এ প্রকার উপায় অবলম্বন না করিলে আর কোন প্রকারেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহা স্থির করিয়া তিনি পুনর্ব্বার শীতকাল উপস্থিত হইলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এবার যুবক স্মোলফ এই দেশে আছেন কি না তাহার সবিশেষ তত্ত্ব না লইয়া এবং তাঁহার সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ না করিয়া ক্ষান্ত থাকা হইবেক না।

স্প্রিঙ্গর মনে মনে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন ইতিপূর্ব্বে যে বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহার সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছিলেন বলিয়া ফেডোরা ও এলিজিবেথ ইহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হইয়াছেন। ইহাতে তিনি তাহাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন আমি আর ভালুক শিকার করিতে কদাচ যাইব না, কেবল এই বনের বাহিরে গিয়া কাঠবিড়াল প্রভৃতি এবং যে সকল পশুর চর্ম্ম বহুমূল্য এতাদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু শিকার করিব এই মাত্র। স্প্রিঙ্গর যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন ফেডোরা তাহার কিছুই অন্যথা দেখিতে পাইলেন না! তিনি, পাছে কোন বিপদ্ ঘটে এই আশঙ্কায় পতিকে দূরে গিয়া কখনই শিকার করিতে দিতেন

না। যদি স্প্রিঙ্গর কখন বাহির হইতেন, তাহা হইলে যা-বৎ ফিরিয়া না আসিতেন, তাবৎ তাঁহার পত্নীর ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠার আর সীমাপরিশেষ থাকিত না, বস্তুতঃ বিলম্ব হইলেই তাঁহার মনে হইত, হয়ত তিনি আবার কোন ভারী বিপদে পতিত হইয়াছেন।

পৌষ মাসের প্রাতঃকাল, শীতের আর পরিশেষ নাই। বরফ পড়িয়া ভূমিপৃষ্ঠ আচ্ছন্ন হইতেছে, এমন সময়ে স্প্রি-ঙ্গর এক দিন বন্দুক বারুদ এবং ছিটে গুলি প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া শিকার করিতে বাহির হইলেন। বহির্গত হইবার পূর্ব্বে তিনি স্ত্রী ও কন্যার নিকট বিদায় লইয়া কহিলেন, "আমি সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরিয়া আসিতেছি, তোমরা কোন মতে উদ্বিগ্ন হইও না।" ক্রমে ক্রমে দিবা অবসান হইতে লাগিল। সূর্য্য অস্তাচলে বসিলেন, দিঙ্মণ্ডলও অন্ধকা-রাচ্ছন্ন হইতে আরম্ভ হইল, তথাপি স্প্রিঙ্গরের দেখা নাই।

স্প্রিঙ্গর পূর্ব্বে যে মহা বিপদে পড়িয়াছিলেন, তদবধি তিনি কদাচ নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম করিয়া আসিতেন না। সে দিন তাঁহার সেই সময় ব্যতিক্রম হওয়াতে ফেডোরা যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিতা হইতে লাগিলেন। মাতার কাতরতা দেখিয়া এলিজিবেথও নিতান্ত কাতর হই-লেন। তিনি তখন মনে মনে ভাবিলেন এক্ষণে পিতার অন্বেষণে বাহির হওয়া অতি কর্ত্তব্য, কিন্তু তাঁহার মাতা যেরূপ রোদন করিতেছিলেন, তাঁহাকে তখন তদবস্থায় একাকিনী রাখিয়া যাওয়াও তাঁহার অতিশয় কঠিন বোধ হইতে লাগিল।

ফেডোরা স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ এবং শক্ত সমর্থ ছিলেন না। কেবল সেই হ্রদের ধার ভিন্ন তিনি এ পর্য্যন্ত আর কুত্রাপি গমনাগমন করেন নাই, করিতে সমর্থও ছিলেন না, এক্ষণে তাঁহার ব্যাকুলতা এত অধিক হইল যে তিনি পতির অন্বে-

ম্বণে বাহির না হইয়া আর থাকিতে পারিলেন না। এলিজিবেথের সঙ্গিনী হইয়া পতির উদ্দেশে বাহির হইতেই সম্মত ও উদ্যত হইলেন।

অনন্তর এলিজিবেথ ও তাঁহার মাতা উভয়ে বনের ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে প্রান্তরের দিকে যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। ক্রমে ক্রমে গগনমণ্ডল হিম ও শিশিরে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। দেবদারু বৃক্ষ সকল বরফময় বোধ হইতে লাগিল। হিমকণাজালে বৃক্ষের শাখা সকল সুশোভিত হইল। বনভূমি এককালে হিমানীময় হওয়াতে, অন্ধকারে দিক্ সকল নির্ণয় করা দুর্ঘট হইতে লাগিল। এদিকে ভূমিতল বরফে এমনি পিচ্ছল হইল যে ফেডোরা তাহার উপর আর পা রাখিতে পারিতেছেন না। এলিজিবেথ সে দেশে বাল্যাবধি প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, একারণ তিনি আর সে শীতে তত কাতর হইলেন না, অবলীলাক্রমেই মাতাকে হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

ফলে ইহা বড় বিচিত্র নহে। এক দেশের বৃক্ষ যদি দেশান্তরে লইয়া গিয়া রোপণ করা যায়, তাহা হইলে সে বৃক্ষের আর তত উন্নতি ও সতেজ ভাব থাকে না। কিন্তু সেই দেশের জল বায়ুর গুণে তাহার মূলহইতে যে সকল নূতন নূতন শাখা বাহির হয় তাহা যেমন সতেজ তেমনি উন্নত হইয়া থাকে, সংবৎসরের মধ্যে তাহা শাখা পল্লবে সুশোভিত হয়, এবং যাহার মূলহইতে সে সকল বাহির হয়, শেষে তাহাকেও নিস্তেজ করিয়া রাখে।

ফেডোরা যখন মাঠের ধারে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি আর এক পাও চলিতে সমর্থ হইলেন না। এলিজিবেথ তাহা দেখিয়া কহিলেন, "মা তুমিত আর চলিতে পারিতেছ না, অতএব তুমি এখানেই থাক, আমি একা-

কিনী খানিক দূর পর্য্যন্ত আগিয়া যাই এবং পিতাকে দেখিতে পাই কি না তত্ত্ব লইয়া আসি। ইহার পর অধিক অন্ধকার হইলে আর দেখিতে পাওয়া ভার হইবেক।” ফেডোরা একটা দেবদারু গাছ ঠেস দিয়া বসিলেন। এলিজিবেথ শীঘ্র শীঘ্র খানিক অগ্রে গমন করিলেন এবং অবিলম্বেই মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ মাঠের মধ্যে কতকগুলা উচ্চ উচ্চ সমাজস্তম্ভ ছিল। এলিজিবেথ পিতার উদ্দেশ না পাওয়াতে সাতিশয় খিদ্যমান হইয়া রোদন করিতে করিতে তাহার একটার উপরি আরোহণ করিলেন এবং পিতাকে দেখিতে পাইবার আশয়ে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষন করিতে লাগিলেন। নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সর্ব্ব স্থল এককালে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। আর ক্রমশঃ অন্ধকার এমনি নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে যে তাঁহার দৃষ্টিও আর অধিক দূরে যাইতে পারিল না।

এই রূপে খানিক ক্ষণ দৃষ্টি দিয়া থাকিতে থাকিতে এলিজিবেথ শুনিতে পাইলেন, কিঞ্চিৎ দূরে একটা বন্দুকের শব্দ হইল। ইতিপূর্ব্বে এককালে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বন্দুকের শব্দে তাঁহার আশা ভরসারও কিঞ্চিৎ সঞ্চার হইল। স্প্রিঙ্গরের বন্দুকে যে প্রকার শব্দ হইত, এলিজিবেথ তথায় আর কাহারও বন্দুকে তেমন শব্দ শুনেন নাই। এখন শব্দ শুনিবামাত্র বোধ করিলেন, ইহা অবশ্যই আমার পিতার বন্দুকের শব্দ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, এবং শব্দদ্বারা অনুভবও হইতেছে, তিনি বড় অধিক দূরে নাই।

মনে মনে ইহা ভাবিয়া এলিজিবেথ যে দিক্‌হইতে শব্দ পাইয়াছিলেন সেই দিক্ দিয়াই স্তম্ভহইতে অবতরণ করিলেন। এবং অনতিদূরে পাহাড়ের পশ্চাৎ ভাগে দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি আস্তে আস্তে নত হইয়া যাইতেছে

ইহা দেখিয়া এলিজিবেথ মহা আনন্দে তাহাকে পিতৃ সম্বোধনে উচ্চ স্বরে ডাকিতে লাগিলেন, এবং নিকটে গিয়া দেখিলেন যে পিতা নয়; এক জন যুবা পুরুষ, আকার প্রকার অতিশয় ভদ্রের ন্যায়।

ঐ পুরুষ সহসা এলিজিবেথের অলোকসামান্য রূপ লাবণ্য দেখিয়া এককালে বিস্মিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। এলিজিবেথ তাঁহাকে দেখিয়া অতি দুঃখিত ভাবে কহিলেন, "হায়! বাবা এখানে আছেন মনে করিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলাম, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনি হইলেন না।" পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গো মহাশয়! আপনি কি আমার বাবাকে এই মাঠে আসিতে দেখিয়াছেন? কিম্বা বলিতে পারেন, আমি কোন্ পথে গেলে তাঁহাকে দেখিতে পাই?" এলিজিবেথের এই কথায় তিনি উত্তর করিলেন, "আমিত তোমার পিতাকে চিনি না। যাহা হউক তোমার এ কি সাহস! এই অসময়ে তোমার একাকিনী এখানে থাকা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে সকল আপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, তাহাতে তোমার ভয় করা উচিত।"

ঐ ব্যক্তি এই কথা বলিতে না বলিতেই এলিজিবেথ কহিয়া উঠিলেন, "আমারত কাহাকেও কিছুমাত্র ভয় নাই, তবে একমাত্র ভয় এই আছে, পাছে আমার পিতাকে কোথাও দেখিতে না পাই।" এই কথা বলিতে বলিতে এলিজিবেথ এক বার ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া পরমেশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার সেই প্রকার ভঙ্গী দেখিয়া ঐ ব্যক্তির বোধ হইল, তাঁহার যেমন কোমল ভাব, তেমনি সাহস! যেমন দয়া, তেমনি উৎসাহ! যেমন লাবণ্য, তেমনি সৌন্দর্য্য! সকলই সমান। ফলে ভবিষ্যতে তিনি যে এক জন বিশিষ্ট ভাগ্যবতী হইবেন, তাহা তাঁহার আকার প্রকারেই স্পষ্ট প্রকাশ পাইতে লাগিল।

উদাসীন যুবকবর এলিজিবেথের তুল্য রূপ লাবণ্যবতী আর কুত্রাপি কখনই নয়নগোচর করেন নাই, স্বপ্নাবস্থা-তেও কখন এমন রূপ অনুভব হয় নাই। সুতরাং দেখিয়া এককালে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহার তখন বোধ হইতে লাগিল, হয়ত ইহা আমার স্বপ্নদর্শনই হইতেছে। কিঞ্চিৎ পরে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ তোমার পিতার নাম কি, বল দেখি ? এলিজিবেথ উত্তর করিলেন, “আমার পিতার নাম পিটর স্প্রিঙ্গর।” এই কথা শুনিবামাত্র সেই যুবক সসম্ভ্রমে কহিয়া উঠিলেন, “নির্ব্বাসিতগণের মধ্যে যিনি হ্রদের তীরে কুটীরে বাস করেন, তুমি কি তাঁহার কন্যা ? ভয় নাই, উদ্বিগ্ন হইও না, তোমার পিতার কিছুমাত্র হানি হয় নাই, তিনি শারীরিক ভাল আছেন। এক ঘণ্টা কাল এতও হইবেক না, তাঁহাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি হইয়াছি। তিনি একটু ঘুরিয়া আসিতেছেন বলিয়া এত বিলম্ব হই-য়াছে। হয়ত তিনি এত ক্ষণে বাটী উপস্থিত হইয়া থাকিবেন।”

এই কথা শুনিয়া এলিজিবেথ আর ক্ষণমাত্রও দাঁড়াইলেন না। মাতাকে যেখানে একাকিনী ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি সেই স্থানেই গমন করিলেন। এবং কথা শু-নিতে পাইলে আপাততঃ শান্ত হইতে পারিবেন বোধ করি-য়া, দূরহইতে মা মা! বলিয়া উচ্চ স্বরে ডাকিতে লাগি-লেন। অবশেষে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেখানে তাঁহার মাতা নাই, চলিয়া গিয়াছেন। এলিজিবেথ মাতাকে দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন, এবং অতি উচ্চ স্বরে পিতা ও মাতা উভয়কেই ডাকিতে লাগি-লেন। নিঃশব্দ বনভূমি প্রতিধ্বনিতে পরিপূরিত হইতে লা-গিল। এই রূপে অনেক বার ডাকিতে ডাকিতে এলিজি-বেথ শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার পিতা ও মাতা হ্রদের

পরপারহইতে উত্তর দিতেছেন। ইহাতে তিনি আনন্দিত হইয়া অতি দ্রুত পদে কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

ওখানে স্প্রিঙ্গর এলিজিবেথকে ক্রোড়ে লইবার জন্য একেবারে বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন। এলিজিবেথ উপস্থিত হইবামাত্র অমনি ক্রোড়ে লইয়া বার বার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। এবং যে কারণে তাঁহাদিগকে অন্য পথ দিয়া আসিতে হইয়াছিল তাহা আদ্যোপান্ত বিবরণ করিয়া, ঈশ্বরেচ্ছায় যে, সকলের পুনর্ব্বার মিলন হইল, সেই সুখেই আপনাদিগকে সুখী করিয়া মানিতে লাগিলেন।

এলিজিবেথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যে যুবক মহাশয় আসিতেছিলেন, তাহা তিনি এত ক্ষণ পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। স্প্রিঙ্গর তাহাকে বিলক্ষণ চিনিতেন। দেখিবামাত্রই অতি সম্মানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্মোলফ মহাশয়! আপনি যে এমন সময়ে এ দিকে আসিয়াছেন? আপনার আসিতে এত বিলম্ব হইল কারণ কি?” স্প্রিঙ্গরের মুখে ‘স্মোলফ’ এই কথা শুনিবামাত্র এলিজিবেথ ও তাঁহার মাতা “ইনিই কি আপনকার সেই প্রাণদাতা স্মোলফ মহাশয়” এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চরণপ্রান্তে অবনত হইয়া পড়িলেন। তত বড় উপকারকের প্রতি কি প্রকার করিলে ও কি বলিলে প্রকৃতরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইবে, ফেডোরা তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কেবল অনবরত বিগলিত নয়ন জলে তাঁহার চরণকেই অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন।

এলিজিবেথ সবিনয় সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “স্মোলফ মহাশয়! প্রায় তিন বৎসর হইল আপনি আমার পিতাকে প্রাণ দান দিয়াছিলেন। আমরা তদবধিই পরমেশ্বরের নিকট আপনকার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকি।” এই কথা

শুনিয়া স্মোলফ উত্তর করিলেন, "এ কথা কিছু অপ্রমাণ্য নয়, পরমেশ্বর তোমার কথায় কর্ণপাত না করিলে আমার এ পর্য্যন্ত আসা কদাচ ঘটিয়া উঠিত না। তুমি নিজ গুণে আমাকে যা বলিতে চাও বল, কিন্তু আমার সামান্য উপকার কিছু এতাদৃশ মহা পুরস্কারের যোগ্য নয়।"

এই রূপে পরস্পর কথোপকথন হইতেছে, ক্রমে ক্রমে বনভূমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। তৎকালে সেইম্কায় ফিরিয়া যাইতে গেলে যুবক স্মোলফের পথিমধ্যে অনেক বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। এদিকে স্প্রিঙ্গর তবলস্কের শাসনপতির নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি আপনার কুটীরে এক প্রাণীকেও আসিতে দিবেন না। এক্ষণে সহসা তিনি সেই প্রতিজ্ঞাই বা কি রূপে ভঙ্গ ও অবিশ্বাসের কর্ম্ম করিয়া, তাঁহাকে আপন কুটীরে প্রবেশিতে ও সে রাত্রি থাকিতে দেন। এবং কি প্রকারেই বা সেই প্রাণদাতার সম্মুখে কহিবেন আমি তোমাকে এ অসময়েও একটু স্থান দিতে পারিব না। ফলে এ বিষয়ে তিনি মহা সঙ্কটেই পড়িলেন, সুতরাং মহা উৎকণ্ঠিত ও ভাবিত হইয়া অস্থির হইতে লাগিলেন। পরিশেষে স্প্রিঙ্গর স্পষ্ট না বলিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। কহিলেন, "স্মোলফ মহাশয়! আমি একটা মসাল জ্বালিয়া আপনাকে সেইম্কা পর্য্যন্ত আগিয়া রাখিয়া আসিতে সম্মত আছি। এখানকার কোন পথ ঘাট আমার অবিদিত নাই, আমি অনায়াসে আপনাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারিব, এবং আপনাকে নিরাপদে পহুঁছাইয়া দিতেও সমর্থ হইব।"

ফেডোরা পতির কথা শুনিয়া অতিশয় ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্মোলফও সেই সময়ে কহিলেন, "মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া এই রাত্রিটির জন্য এই কুটীরে একটু স্থান দান করুন, নচেৎ আর উপায় নাই। আমার পিতা

যাহা অনুমতি করিয়াছিলেন, তাহা আমি অবগত আছি এবং যে জন্য তোমার প্রতি এই কঠিন আদেশ হয়, তাহাও অবিদিত নাই। কিন্তু আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে এমত স্থলে তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে কোন অনিষ্ট হইবেক না। তুমি আমাকে আশ্রয় দিলে আমি স্বয়ং পিতার নিকট যাইয়া তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে ত্রুটি করিব না।”

স্প্রিঙ্গর এ কথায় আর কোন আপত্তি করিলেন না। মনে মনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া স্মোলফ মহাশয়ের হাত ধরিয়া আনিয়া আপনার গৃহমধ্যে বসাইলেন এবং আপনিও তাঁহার নিকট বসিলেন। ফেডোরা ও তাঁহার কন্যা আনন্দে পুলকিত হইয়া তাঁহার জন্য আহারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। স্মোলফ, এলিজিবেথের অসামান্য রূপ লাবণ্য দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এলিজিবেথও তাঁহাকে দেখিয়া অসীম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। একে তিনি তাঁহার পিতার প্রাণদাতা; দ্বিতীয়তঃ যে কার্য্যে তাঁহার সহায়তা লইবার আবশ্যক হইয়াছিল, তাহাও অতি মহদ্ব্যাপার। সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিকে সমাদর না করিয়া থাকা কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না।

সকলে একত্র ভোজন করিতে বসিয়াছেন এমন সময়ে স্মোলফ তাহাদিগের নিকট কহিতে লাগিলেন, “দেখ! এবারে আমার সেইম্‌কাতে কেবল দিন-তিনেক বই আর থাকা হয় নাই। আসিয়াই শুনিতে পাইলাম বনের মধ্যে কতকগুলা নেকড়িয়া বাঘ আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। এক্ষণে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, দিন কতকের মধ্যে সেগুলাকে সংহার না করিয়া আর কোন কর্ম্মে হস্তার্পণ করিব না।” ফেডোরা এই ভয়ানক সংবাদ শুনিবামাত্র অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া স্বামীকে হাতে ধরিয়া কহিতে

লাগিলেন, "দেখ একটা কথা বলি, তুমি আর এমন দুঃসাহসী কর্ম্মে কদাচ যাইও না। বিনয় করিয়া কহিতেছি, এ ভয়ঙ্কর খেলা করিতে কোন মতেই প্রবৃত্ত হইও না। আমাদের ধন বল, প্রাণ বল, সকলই তোমার জীবনাধীন। অতএব সেই বহুমূল্য জীবন হারাইয়া আমাদিগকে একেবারে ভাসাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইও না।"

আপন প্রিয়তমার মুখে এই কথা শুনিতে শুনিতে স্প্রিঙ্গরের অন্তঃকরণে এমনি দুঃখানুভব হইল যে তিনি তাহা সম্বরণ করিতে সমর্থ হইলেন না, কহিলেন, "প্রিয়ে! তুমি কি কতগুলা অনর্থক কথা কহিতেছ? আমার জীবনে তোমাদের মন্দ বই ভাল কিছুই হয় নাই। যদি আমি না থাকিতাম তাহা হইলে তোমাদিগকে আর এই বিজন বনে থাকিয়া এই মহাকষ্টে দিনপাত করিতে হইত না। তোমার কি সে সব কথা মনে হয় না? আমি মরিলেই তুমি ও তোমার কন্যার এ দশাহইতে মোচন হইবেক এবং তোমরা পূর্ব্বের মত পদস্থ হইবে এ সকল কথা কি তোমার জ্ঞাতসার নয়? ফেডোরা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কতকগুলি ক্ষোভের কথা কহিতে লাগিলেন। এলিজিবেথ অমনি তৎক্ষনাৎ গাত্রোত্থান করিলেন, এবং পিতার নিকটে গিয়া তাঁহাকে হাতে ধরিয়া কহিতে লাগিলেন, "পিতঃ! আমি যে কোন বিদেশবাসিনী নই, এ কথাত তোমার অবিদিত নাই। এই নিরালয় স্থানে তোমার সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করিয়া আমি যেরূপ সুখ ও স্বচ্ছন্দে আছি, আমার মাতাও তদ্রূপ। ফল কথা এই, যদি আমরা দুই জনে তোমাকে ছাড়িয়া নিজ দেশে থাকিতাম তাহা হইলে আমাদের দুঃখের আর সীমা পরিশেষ থাকিত না।"

স্প্রিঙ্গর স্মোলফকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! কন্যাটির পিতৃবাৎসল্যের কথা শুনিলেন? আপনি হয়ত

এখন এমন ভাবিলেও ভাবিতে পারেন যে আমি অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি, এজন্যই ইহারা আমাকে প্রবোধ বাক্যের দ্বারা সান্ত্বনা করিতেছে, অথবা ইহাদের ইহা করাও কর্ত্তব্য, কিন্তু ফলে তাহা নহে। ইহারা আমার বক্ষের শেল হইয়া রহিয়াছে। এবং শেল হইয়া ক্রমে ক্রমে সেই ক্ষতকে আরো বৃদ্ধি করিতেছে। ইহাদের গুণে আমাকে সন্তুষ্ট হইতে হয় বটে, কিন্তু সন্তুষ্ট হইব কি? যখন আমার মনেতে উদয় হয় যে ইহারা এই বনমধ্যেই সমাহিত হইবেক, তখন ইহাদের সেই গুণ স্মরণ করিতে গেলে আমার আর আশা ভরসা কিছুই থাকে না, নৈরাশ্য সাগরে এককালেই মগ্ন হইতে হয়। আমার প্রাণাধিক প্রিয়তমা এলিজিবেথ কাহার জ্ঞাতসার বা প্রণয়ভাজন কিছুই হইল না, এবং যাহার গুণ প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না, তাহার সেই গুণকে কেহ প্রশংসা করিতে পাইল না। আমার এ দুঃখ কি কোথাও রাখিবার স্থান আছে, আপনার জ্বালায় আপনিই জ্বলিয়া মরিতেছি।”

এই কথা শেষ হইতে না হইতেই এলিজিবেথ উত্তর করিলেন, “পিতঃ! এ কি কথা কহিতেছ, যখন আমার বাপ, মা, দুই বর্ত্তমান আছেন, তখন আমাকে ভাল বাসিবার কেহ নাই এ কথা কি রূপে সম্ভব হইল?” স্প্রিঙ্গর এ কথায় আর শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না। পুনর্ব্বার কহিতে আরম্ভ করিলেন, “বাছা! তুমি অতি বালিকা, বুদ্ধির তাদৃশ পরিপাক হয় নাই। আমি এই বলিতেছি যে আমি যেমন তোমাহইতে সুখ স্বচ্ছন্দ ভোগ করিতেছি, তুমি তেমন করিতে পারিবে না। প্রিয়তম সন্তানে যে অস্ফুট শব্দে মা বলিয়া ডাকে তুমি সে অমৃতময় কথা কখনই শুনিতে পাইবে না। অর্থাৎ যাবজ্জীবন তোমাকে এই রূপ কুমারীভাবেই থাকিতে হইবে, প্রিয়তম পতির মিষ্ট কথায় যে অন্তঃ-

করণ শীতল করিবে তাহার সম্ভাবনাই নাই। ফলতঃ স্ত্রী-লোকের পক্ষে পতি ব্যতিরেকে আর কোন পরিবার হই-তেই সুখ হইতে পারে না। বাছা রে! তুমি কোন অংশেই অপরাধিনী নহ, তথাপি তোমাকে এই দুঃসহ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইতেছে। তুমি যে কেমন ধনে বঞ্চিত হইলে এবং কেমন ক্ষমতায় অনধিকারিণী হইলে, তাহা এখন সবিশেষ জানিতে পারিতেছ না, কিন্তু আমি বিলক্ষণ জানিতে পা-রিতেছি। আমাহইতে যে তোমার উত্তর কালে কোন ভাল হইবার আশা রহিল না, ইহা ভাবিতে ভাবিতেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।”

স্প্রিঙ্গরের এই প্রকার খেদোক্তি শ্রবণ করিতে করিতে স্মোলফ আর মনোবেদনা সম্বরণ করিতে পারিলেন না। নয়নজলধারাতে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। প্রবোধ দিবার ছলে কিঞ্চিৎ কহিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু ব্যাকুলতার প্রভাবে এক বারও তাঁহার মুখ দিয়া একটি বাঙ্‌নিষ্পত্তিও হইল না। পরিশেষে সেই ভাব কিঞ্চিৎ স্থগিত হইলে পর, তিনি কহিতে লাগিলেন, “মহাশয়! আমার পিতার হস্তে একটা উৎকট কর্ম্মের ভার অর্পিত আছে বলিয়াই আমাকে এ স্থলে অনবরত লোকের অসহ্য দুঃখভোগ দেখিয়া বেড়াইতে হয়। আমি এই বিস্তারিত প্রদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিয়া থাকি। এই বনের কত কত স্থানে দেখিতে পাই যে, হতভাগা নির্ব্বাসিতেরা আশ্রয়াভাবে এককালে অবসন্ন হইয়া মরিতেছে। কোন কোন স্থলে শুনিতে পাই, তাহারা হা হতোস্মি! মরিলাম রে! গেলাম রে! বলিয়া উচ্চ স্বরে বিলাপ ও আর্ত্তনাদ করিতেছে। কত কত লোক অন্ন বস্ত্রাভাবে মহাক্লেশ ভোগ করিতেছে। অনেককে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাদের আহা বলে এমন কেহই নাই, প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করে এমন

দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। কন্যা নাই যে শ্রদ্ধা ভক্তি করে, স্ত্রী নাই যে স্নেহ ও মমতা প্রকাশ করে। বিধাতা তাহাদিগকে এককালে সর্ব্ব বর্জ্জিত করিয়াই রাখিয়াছেন। যাহাদের দুঃখের সীমা পরিশেষ নাই, যাহাদের ক্লেশের অন্ত নাই, এবং অন্ত হইবার সম্ভাবনাও নাই, তাহারাই যথার্থ নির্ব্বাসিত ও হতভাগ্য।”

ফেডোরা এই কথার উপরিই পতিকে অনুযোগ করিয়া কহিয়া উঠিলেন, “বটেইত পরমেশ্বর যখন তোমাকে এমন কন্যানিধান প্রদান করিয়াছেন, তখন আর তুমি কি দুঃখে এত খেদ করিতেছ, কহিতেছ তোমার কিছুই নাই। তুমি সর্ব্বস্ব হারাইয়া বসিয়াছ, ইহাই বা তোমার কেমন কথা। যদি পরমেশ্বর তোমাকে এ ধনেও বঞ্চিত করিতেন, তাহা হইলে তুমি কি করিতে এবং তোমার কি দশাই বা ঘটিত?”

স্প্রিঙ্গর স্ত্রীর মুখহইতে এই সকল কথা শুনিয়া এককালে চকিত হইয়া উঠিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ অমনি কন্যা ও স্ত্রী উভয়ের দুই খানি হস্ত স্বহস্তে লইয়া আপন বক্ষঃস্থলে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, “আহা! সত্য বটে পরমেশ্বর আমাকে কি না দিয়াছেন, তিনি সকলই দিয়াছেন এবং সকলই দিয়া আমাকে সুখী করিয়াছেন।”

তাঁহাদিগের এই প্রকার কথোপকথন হইতে হইতে রজনী প্রভাতা হইল। স্মোলফ সেই নির্ব্বাসিতদিগের নিকট বিদায় লইলেন। এলিজিবেথ অনেক ক্ষণ অবধি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, যখন স্মোলফ চলিয়া যাইবেন, তখন তিনি তাঁহার নিকটে, কেহ না জানিতে ও শুনিতে পায় এমনি ভাবে, আপনি যে সমস্ত কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা কহিয়া শুনাইবেন এবং যাহা সৎপরামর্শ হয় তাহা গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যখন স্মোলফ চলিয়া যান তখন এলিজিবেথ এমন অবসর পাইলেন না যে গোপনে তাঁহার সন্নি-

ধানে গিয়া সবিশেষ মনের কথা কহেন। তাঁহার পিতা ও মাতা এক বারও গৃহের বাহির হইলেন না, তাঁহাদের সাক্ষাতে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলিতে গেলেই তাঁহাদের গোচর হইয়া পড়ে। সুতরাং সে সময়ে তিনি সে সকল মনের কথা কিছুমাত্র ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। কিন্তু মনে মনে এমত আশা করিতে লাগিলেন, যদি স্মোলফ ত্বরায় বারান্তরে এখানে আগমন করেন তাহা হইলে তিনি সকল মনের কথা তাঁহার সাক্ষাতে নিবেদন করিবেন। এলিজিবেথ মনে মনে এই প্রকার আশা করিয়া ব্যগ্রতা পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনার কি এ স্থানে আর আগমন হইবেক না, যিনি আমার পিতার প্রাণদান করিয়াছেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা কি এই শেষ হইল?"

স্প্রিঙ্গর এই রূপ সম্বোধন ও সম্ভাষণ শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, বিশেষতঃ কন্যার ব্যগ্রতা দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে যৎকিঞ্চিৎ ক্লেশও উৎপন্ন হইল। শাসনাধিপতির আদেশ সকল তৎকালে উদ্বোধ হওয়াতে তাঁহার এমনি বোধ হইল যেন, সেই ব্যবহারটিও তাঁহার অবাধ্যতার আর একটি কর্ম্ম করা হইতেছে। স্মোলফ ভাবদ্বারা জানিতে পারিলেন যে, স্প্রিঙ্গর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। ইহাতে তিনি বিনয় করিয়া কহিতে লাগিলেন, "মহাশয়! এত উৎকণ্ঠিত হইতেছেন কেন, আমি আজিই তবলস্কে যাইয়া প্রার্থনা করিব। নিশ্চয় বোধ হইতেছে ইহা অবশ্যই আমার পিতার অনুমত হইবেক সন্দেহ নাই। আমাকেত অনুগ্রহার্থী হইয়া যাইতেই হইতেছে। যদি আপনার কোন বিশেষ বক্তব্য বা প্রার্থয়িতব্য থাকে তাহা হইলে আমাকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলে কি ভাল হয় না?" স্প্রিঙ্গর উত্তর করিলেন, "না মহাশয়! আমার কিছু এমন

বিশেষ বক্তব্য ও প্রার্থয়িতব্য নাই যে তজ্জন্য আপনাকে এত ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবেক।”

স্মোলফ এই উত্তর শ্রবণ করিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইলেন এবং অধোবদনে ফেডোরাকেও সেই রূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। ফেডোরা কহিলেন, “ মহাশয় ! যদি প্রতি রবিবার সেইম্‌কার ভজনালয়ে গিয়া ভজনা করিবার অনুমতি আনিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে যাহার পর নাই উপকার করা হয়। অধিক কি কহিব তাহা হইলেই আমাদের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয়।” স্মোলফ অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন, “আমি তোমাদের এ বিষয় অবশ্যই শেষ করিয়া দিব। আমি এ বিষয়ে অনুমতি বাহির করিবার ভার লইলাম, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।” এই বলিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে পর, তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। এলিজিবেথের নিতান্ত মনের বাসনা ছিল যে তিনি আর এক বার ত্বরায় ফিরিয়া আসেন, এক্ষণে এই কার্য্য উপলক্ষে তাহাও সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইল।

স্মোলফ এই রূপে প্রস্থান করিলে পর তাঁহার মন কেবল এলিজিবেথের ধ্যানেই তৎপর হইতে লাগিল। অন্তঃকরণে কেবল তাঁহারই চিন্তা বই আর কিছুমাত্র রহিল না। ইতিপূর্ব্বে এলিজিবেথ বনমধ্যে পিতাকে যেরূপ ব্যগ্র হইয়া অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন এবং তৎকালে তাঁহার আকার প্রকার ও মনের ঔৎসুক্য যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল এবং পরে কুটীরে গিয়াও তাঁহাকে পিতার প্রতি যে প্রকার স্নেহ ও ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে দেখিয়াছিলেন, সে সমস্ত ভাব এখন তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল। রূপ, গুণ, আকার, প্রকার, কথা, বার্ত্তা, সম্ভাষণ, বিশেষতঃ শেষে তিনি যে কয়েকটী কথা কহিয়াছিলেন, সে সকল তাঁহার

স্মরণপথে আসিতে লাগিল। ফলে আসিবার সময়ে যদি এলিজিবেথ তাঁহাকে সে রূপ সম্বোধন না করিতেন, তাহা হইলে আর স্মোলফের অন্তঃকরণ তত আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। কেবল তাঁহার পিতৃবাৎসল্য দেখিলে তাঁহার মনে কখনই এমন ভাবের উদয় হইত না। এলিজিবেথ উৎকণ্ঠিতভাবে তাঁহার সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং যে সমস্ত কথা কহিয়াছিলেন সকলই সুমধুর ও অমৃতময়। সুতরাং তাহাতে স্মোলফ মনে মনে এমন আশঙ্কা করিতে পারেন যে, এলিজিবেথ হয়ত আমার প্রতি অনুরাগবতী হইয়া থাকিবেন। ফলে যুবা পুরুষদিগের অন্তঃকরণে যে প্রকার ভাবের উদয় হইয়াথাকে তাঁহারও তদ্রূপ হইতে লাগিল। তিনি তখন এমন বুঝিয়া গেলেন যে তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াছিল বলিয়াই এলিজিবেথের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়েই পরস্পর স্নেহপাশে বদ্ধ হন। কিন্তু দৈবযোগে যে এরূপ ঘটনা ঘটে তাহা কদাচ সম্ভব নয়। এই রূপ কল্পনা করিতে করিতে তাঁহার মনে এমনি প্রত্যয় জন্মিল যে, তাঁহার অভিলাষ ও কামনা সকল এলিজিবেথকে জানাইবার জন্য অত্যন্ত অধীর হইতে লাগিলেন। কিন্তু মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার বিষয়ে বড় সাহস পূর্ব্বক আশা করিতে পারিলেন না। হায়! কি মোহের প্রভাব! এলিজিবেথ তাঁহাকে যেরূপ মনের কথা জানাইতে চাহিয়াছিলেন, স্মোলফ তাহার দিক্ দিয়াও যাইতে পারিলেন না।

এ দিকে স্প্রিঙ্গর স্মোলফকে আপন আলয়ে দেখিয়া অবধি অপার শোকসাগরে নিমগ্ন আছেন। তাঁহার মনোহর রূপ লাবণ্য, অসাধারণ উদারতা, অপরিসীম সাহস প্রভৃতি মহৎ মহৎ গুণ সকল অনবরত স্মরণ হওয়াতে নির্ব্বাসন যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশকর তাহা তিনি বিলক্ষণ বোধ

করিতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে সন্তাপ সাগর এককালে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। কারণ এই যে তিনি লোকালয়ে থাকিলে আপনার প্রাণসমা তনয়ার জন্য তাঁহাকে এই প্রকার সৎপাত্রেরই অন্বেষণ করিতে হইত। দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত এখন তাঁহাকে তাহাতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। কিন্তু ভাগ্যদোষে এমনি ঘটনা হইয়াছে যে তিনি মনেও এ বিষয় আনিতে পারিতেছেন না। সুতরাং এমন দুরবস্থায় তিনি স্মোলফের সহিত যে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আমোদ প্রমোদ করেন তাহাতে তাঁহার প্রবৃত্তি কি রূপে জন্মিতে পারে! আমোদ করা দূরে থাকুক, এ আমোদের কথা ভাবিতে গেলেও ভয়ে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। কারণ তিনি এই মনে করিয়াছিলেন যে স্মোলফের সদা সর্ব্বদা যাতায়াত হইলেই তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তমা এলিজিবেথ তাঁহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইবেন, কিন্তু সেই প্রণয়ে কোন বিশেষ ফল হইবেক না, অথচ তাঁহাকে নিরন্তর কেবল ক্লেশ ভোগ করিতে হইবেক। অতএব পিতা হইয়া সন্তানের যাতনা দেখিতে পারিবেন না, এবং দেখিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিতেও সমর্থ হইবেন না বলিয়াই তিনি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এক দিন বৈকাল বেলায় স্প্রুঙ্গর করার্পিত বদনে অপার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন আছেন। অনবরত অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে এক এক বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। ফেডোরা অনতিদূরহইতে দেখিতে পাইয়া মনে মনে সাতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে এলিজিবেথ সন্তোষ পূর্ব্বক মনে এই ভাবনা করিতে লাগিলেন, যদি পরমেশ্বর কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমি

অচিরাৎ ইহাঁদিগকে এই দুঃসহ যাতনাহইতে মুক্ত করিয়া স্বদেশে লইয়া যাই। ফলে তিনি মনোমধ্যে স্থির জানিতে পারিয়াছিলেন তিনি যে বৃহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, স্মোলফ তাহাতে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ত্রুটি করিবেন না। তাঁহার মনে এমনি দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল, যে দয়ালু স্মোলফ, যত দূর পর্য্যন্ত সহায়তা করা আবশ্যক তাহা করিতে কদাচই বিমুখ হইবেন না। কিন্তু এ কথা উত্থাপন করিতে গেলে পাছে পিতা মাতা তাহাতে অসম্মত হন কেবল এই আশঙ্কাতেই তিনি উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্বদেশের নাম এবং কি অপরাধেই বা তাঁহারা নির্ব্বাসিত হইয়াছেন তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত না হইয়া, যদি তিনি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও কোন ফলের সম্ভাবনা ছিল না।

এলিজিবেথ মনে মনে ভাবিয়া দেখিলেন যে এ কথা কোন না কোন সময়ে উত্থাপন না করিলে আমার এ কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া কদাচই ঘটিয়া উঠিবেক না। অতএব ইঁহারা এখন যে অবস্থায় আছেন দেখিতেছি এ বিষয় উত্থাপন করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। মনে মনে এই প্রকার যুক্তি স্থির করিয়া এলিজিবেথ একান্তচিত্তে পরমেশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে পরমেশ্বর! যেন আমার প্রার্থনা পিতা মাতার সম্মত ও আমার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয়।"

অনন্তর এলিজিবেথ পিতার নিকট ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়া ক্ষণকাল তাঁহার পশ্চাতে নিস্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান থাকিলেন, এবং মনে করিলেন, পিতা অবশ্যই তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিবেন ও তাঁহার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিবেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে কিছুতেই তাঁহার অন্তঃকরণ শান্ত হইতেছে, না, তখন তিনি আর নিস্তব্ধ ভাবে থাকিতে না

পারিয়া কহিয়া উঠিলেন, "পিতঃ! আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আইলাম অনুমতি হইলেই বলিতে পারি।" স্প্রিঙ্গর শুনিয়া মস্তক উন্নত করিয়া কহিতে ইঙ্গিত করিলেন।

এলিজিবেথ বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ! সে দিন স্মোলফ মহাশয় প্রস্থান সময়ে যখন তোমাকে কোন উপকার করিতে হইবে কি না এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তুমি বলিলে আমার কোন উপকার করিতে হইবেক না। তৎকালে এই কথা কহা কি যথার্থ হইয়াছিল? তোমার কি কোন বিষয়ে উপকার পাইবার আবশ্যকতা ছিল না।" স্প্রিঙ্গর কহিলেন, "হাঁ, মিথ্যা নয়, তিনি আমার কোন উপকারই করিতে পারেন না।" এলিজিবেথ কহিলেন, "তবে কি কাহাহইতেও তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে না?" স্প্রিঙ্গর উত্তর করিলেন, "হাঁ! স্বয়ং ধর্ম্ম অবতীর্ণ না হইলে আর কাহাদ্বারা হইতে পারে না।" এলিজিবেথ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই ধর্ম্ম কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়?" স্প্রিঙ্গর উত্তর করিলেন, "বাছা! পৃথিবীমণ্ডলে তাঁহাকে কখনও দেখিতে পাইবার আশা নাই।" এই রূপ কথোপকথন শেষ হইলে পর তিনি পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক বিমর্শ ভাবে ভাবনায় মনোনিবেশ করিলেন।

ক্ষণকাল বিলম্বে এলিজিবেথ কিঞ্চিৎ ব্যাপকতা করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন, "পিতঃ! আমার আর একটা কথা শুন। আজি আমার জন্মদিন। জন্মাবধি গণনায় আজি আমার সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইল। তোমাদিগের প্রসাদেই আমি অদ্যকার দিবসে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি। ঈশ্বর যেমন জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা, আমার পক্ষে তোমরাও সেই রূপ। অতএব আমার জীবন যদি তোমাদের কোন উপকারে

আইসে, তাহা হইলেই সার্থক হইবেক, নচেৎ ইহাতে কোন ফল দেখিতে পাই না। কোন রূপে তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারি এমন সম্ভাবনা নাই। তবে এই একমাত্র উপায় আছে যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও স্নেহ প্রকাশ করিলে তাহার যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদান করা হইতে পারে, কিন্তু যদি সেই কৃতজ্ঞতা দেখাইতে ও যথার্থ স্নেহ প্রকাশ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে সেই কৃতজ্ঞতা ও স্নেহের ফল কি? অতএব প্রার্থনা এই যে, তোমরা আমাকে জন্ম দিয়াছ এবং তোমরাই আমাকে অনুক্ষণ রক্ষা করিয়া আসিতেছ। এক্ষণে আমি এক বার তোমাদের উপকারের চেষ্টা করিয়া জীবন সফল করিতে চাই। যদি ইহা আমার অপরাধ বলিয়া গ্রহণ না কর, এবং ইহার সমাধানে আমাকে অনুমতি দাও তাহা হইলে চরিতার্থ হই। বিশেষতঃ আরো প্রার্থনা করিতেছি তোমাদের যে জন্য এই অপরিসীম দুর্গতিভোগ করিতে হইতেছে, আমাকে তাহার নিগূঢ় কারণ সকলও অবগত করিয়া দাও।”

এলিজিবেথের এই কথা শুনিবামাত্র উত্তর ছলে তাঁহার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ? তোমার মনের কথা কি? তুমি কি জানিতে চাও?” এলিজিবেথ কহিলেন, “আমার পিতৃ-মাতৃভক্তি ও তাঁহাদের প্রতি বাৎসল্য কত দূর পর্য্যন্ত আছে, এখন আমি সেইটি সপ্রমাণ করিতেই বাসনা করিয়াছি। অতএব প্রার্থনা করি যাহাতে তাহা সিদ্ধ করিতে সমর্থ হই, আমাকে তাহারই উপযুক্ত উপায় সকল অবগত করিয়া দাও। যে অভিপ্রায়ে তোমার নিকটে আমাকে এই প্রকার প্রার্থনা করিতে হইতেছে, কেবল পরমেশ্বরই তাহা জানিতে পারিতেছেন, তদ্ভিন্ন অন্য কেহই অবগত নহেন।” এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার বক্ষঃস্থল নয়ন-

জলধারায় প্লাবিত হইতে লাগিল এবং আন্তরিক সাহস ও উৎসাহ প্রকাশ পাইতেও কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না।

স্প্রিঙ্গর তাঁহার তাদৃশ ভাব ও আকার প্রকার নিরীক্ষণ করিয়া, যে জন্য তিনি এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাহা সমুদায়ই জানিতে ও বুঝিতে পারিলেন। জানিবামাত্র তিনিও এমনি উৎকণ্ঠিত হইলেন যে তাঁহার বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া পড়িল, নয়নদ্বয় অশ্রুপাতে অসমর্থ হইল, এবং হৃদয় স্তব্ধ হইল। কেবল জড়ের ন্যায় অস্পন্দ ও অবাক্ হইয়া রহিলেন। ভূত প্রেত প্রভৃতি কোন উপ-দেবতা প্রত্যক্ষ করিলে লোকে যেমন জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়, তাঁহার তখন অবিকল সেই ভাবটিই উপস্থিত হইল। স্প্রিঙ্গর অনেক বার অনেক বিপদে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে এলিজিবেথের বাক্যে তাঁহার যেমন মর্ম্মান্তিক আ-ঘাত লাগিল এমন আর কখনই হয় নাই। তাঁহার মনো-বৃত্তি এত উন্নত ছিল যে কিছুতেই খর্ব্ব হইত না এবং তাহা এত দৃঢ় ছিল যে সহস্র আপদেও তাহার ব্যতিক্রম হইত না। এক্ষণে সেই অন্তঃকরণ তাঁহার সন্তানের কোমল বাক্যে এক বারে অবসন্ন হইয়া পড়িল, এবং নিতান্ত বিহ্বল হইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইল। এই বিহ্বল অন্তঃকরণকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত তিনি অনেক চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুমাত্র ফল দর্শিল না।

স্প্রিঙ্গর বিকল ভাবে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন এমত সময়ে এলিজিবেথ তাঁহার সম্মুখে যাইয়া পাতিতজানু হইয়া করপুটে কহিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মাতা অমনি তাঁহাকে উঠাইবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। ফেডোরা এলিজিবেথের পশ্চাদ্ভাগে বসিয়াছি-লেন এজন্য তিনি কন্যার আকার প্রকার ও ভাব ভঙ্গী বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন নাই। যে ভাবে তাঁ-

হার মনের নূতন ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল ও যাহা দেখিয়া তাঁহার পিতা এত স্তব্ধ ও ব্যাকুল হইয়াছিলেন, ফেডোরা তাহার কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই। কেবল কন্যার মৌখিক আগ্রহ মাত্রই শুনিয়াছিলেন। তিনি তখন পতিকে কহিতে লাগিলেন, "এলিজিবেথ আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ জানিতে চাহিতেছে, তুমি বলই না কেন? তুমি কি উহাকে বালিকা বলিয়া বলিতে চাও না, কিম্বা বোধ করিতেছ যে, এলিজিবেথ আমাদের পূর্ব্বাবস্থাহইতে এই দুরবস্থা হইয়াছে শুনিলেই মনস্তাপে অতিশয় কাতর হইবেক?" স্প্রিঙ্গর কন্যার প্রতি সচকিত নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া ফেডোরাকে কহিলেন, "না গো না, বালিকা বা অসমর্থ অথবা অপটু বলিয়া ভীত হই নাই।"

এলিজিবেথ পিতার মুখহইতে এই উত্তর শুনিয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন যে তিনি তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন। ইহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ পিতার পানিদ্বয় লইয়া এমনি ভাবে চাপিয়া ধরিলেন যেন তাঁহার পিতাই কেবল তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারেন, মাতা বা অন্য কাহার নিকট প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে তাঁহার মাতার অন্তঃকরণ যেমন মৃদু তেমনি কোমল। যদি তিনি এই কল্পনা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার শোক সন্তাপের আর ইয়ত্তা থাকিবেক না। এলিজিবেথ কেবল এই জন্যই তাহা গোপনে রাখিতে চেষ্টা পাইলেন।

স্প্রিঙ্গর কন্যার ভাব বুঝিতে পারিয়া আদৌ পরমেশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে দয়াময়! আপনি আমাকে সর্ব্বশুভবিহীন করিয়াছেন, ভাবিয়া আমি আপনার নিকট যখন তখন বিস্তর প্রার্থনা করিতাম, এবং

কতই বা দুঃখের কথা জানাইয়া বিরক্ত করিতাম। কিন্তু এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি আমার সে সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আপনি আমাকে যে প্রচুর শুভভাজন ও অপরিমেয় মঙ্গলালয় করিয়াছেন, তাহা আমি মূঢ়তা প্রযুক্ত এত দিন বুঝিতে পারি নাই।” অনন্তর কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, “বাছা এলিজিবেথ! ক্রমাগত বার বৎসর কাল পৃথিবীতে আমাদের সুখমাত্রই ছিল না ইহা বোধ করিয়া আসিতেছিলাম, আজি সে সমস্তই দূরীভূত হইল।”

এলিজিবেথ উত্তর করিলেন, “পিতঃ! পৃথিবীতে কিছুই সুখ নাই, একথা আর কখনই কহিবেন না। কারণ সন্তানে যদি এরূপ পিতার মুখহইতে এতাদৃশ অমৃতময় কথা শুনিতে পায়, তাহা হইলে কি তাহার আর সুখের ইয়ত্তা থাকে। আমিতো বোধ করি সেই সন্তানই পৃথিবীর সকল সুখভোগ করে তাহাতে সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক এক্ষণে আমি যাহা প্রার্থনা করিলাম, তাহার কথা বলুন, এবং তাহার উত্তর দেউন। বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, আপনকার প্রকৃত নাম কি? আপনকার পূর্ব্ববাস কোথায় ছিল এবং পরিশেষে আপনকার নির্ব্বাসন ও এত ক্লেশ হইবার কারণই বা কি? এ সমুদায় বিষয় আমার নিকট আদ্যোপান্ত বিবরণ করিয়া বলুন।” স্প্রিঙ্গর উত্তর করিলেন, “বাছা! ক্লেশ কি? আমার আর কিছু মাত্র ক্লেশ নাই! তুমি যেখানে থাকিবে সেই আমার দেশ। আর আমি এলিজিবেথের পিতা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি, অতএব এলিজিবেথের পিতাই আমার প্রকৃত নাম।”

এই কথা বলিতে বলিতে স্প্রিঙ্গর যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া পড়িলেন এবং বাহুদ্বয়ে স্ত্রী ও কন্যা উভয়কে গাঢ়

আলিঙ্গন করিয়া নয়ন জলে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে গদ্গদস্বরে কহিতে লাগিলেন, "হা পরমেশ্বর! আমি মোহপ্রযুক্ত যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছি এবং না বুঝিতে পারিয়া বার বার প্রার্থনা করিয়া তোমাকে যে বিরক্ত করিয়াছি, আমার সে সকল অপরাধ ক্ষমা কর, এবং এই সকল অপরাধ করিয়া আমি যে ঘোরতর দণ্ডের উপযুক্ত হইয়াছি, সে দণ্ডহইতেও পরিত্রাণ কর।"

পরমেশ্বরের নিকট এই প্রকার স্তুতি করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সেই প্রবল শোকাবেগের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে পর স্প্রিঙ্গর কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎসে! এলিজিবেথ! তুমি যে সকল বিষয় জানিতে বাসনা করিয়াছ, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি তোমার নিকট তাহা আদ্যোপান্ত বিবরণ করিয়া কহিব, কিন্তু তোমাকে দিন কতক কাল অপেক্ষা করিতে হইবেক। অন্তঃকরণের যে প্রকার বিকার ও ব্যতিক্রম জন্মিয়াছে দেখিতেছি, তাহাতে আজি বলিতে কোন মতেই সমর্থ নহি। বিশেষতঃ তোমার গুণে আমি সে সমস্ত দুরবস্থার কথা এমনি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি, যে তাহা স্মরণ করিবার জন্যও আমাকে বিশেষ চেষ্টা পাইতে হইবেক।"

ভক্তিমতী এলিজিবেথ পিতার মুখহইতে এই সকল কথা শুনিয়া আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। পিতা যখন ইচ্ছা তখন বলিবেন এই মনে করিয়াই ধৈর্য্য পূর্ব্বক কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু পিতার অনুমতি লাভ দুষ্কর হইয়া উঠিল। কারণ তাঁহার মনের যেটি কল্পনা, তাঁহার পিতা তাহা অবিকল জানিতে পারিয়াছিলেন। এই হেতু স্প্রিঙ্গরের অন্তঃকরণে এই ভয় উপস্থিত হইল যে কন্যার নিকট সেই

সমস্ত গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিলেই তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। বিশেষতঃ স্প্রিঙ্গর এলিজিবেথের তাদৃশ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া এবং কত দূর পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইল তাহা অনুভব করিয়া অনির্ব্বচনীয় বিস্ময় রসে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। এই হেতু তখন তাঁহার মনে মনে কেবল এই চিন্তাই হইতে লাগিল যে এলিজিবেথ তাঁহার নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে এবং কোন বিষয়ে সম্মতি চাহিলে, তিনি তাঁহার সম্মুখে কি বলিয়া এমন কথা কহিবেন যে আমি তোমার প্রার্থনা সফল করিতে এবং তোমার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে চাহি না। ফলে তিনি এলিজিবেথের অভিপ্রেত বিষয়ে কোন্ প্রাণে সম্মতি প্রদান করিবেন, এই ভাবনাতেই তাঁহাকে মহা ব্যাকুল হইতে হইল।

এলিজিবেথ যে কল্পনা করিয়াছিলেন, স্প্রিঙ্গরের পরিত্রাণের পক্ষে কেবল সেই একমাত্রই উপায় ছিল, ইহা সত্য বটে এবং আপনার পরিত্রাণ হইলে পর, তিনি কন্যাকেও পূর্ব্বাবস্থায় পুনঃস্থাপিত করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন তিনি ভাবিয়া দেখিতেন যে কন্যা এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার পরিশ্রমের সীমা পরিশেষ থাকিবেক না, এবং তাঁহার উপরি নানা প্রকার বিপদ্ ঘটিবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা, তখন তাঁহার হৃদয় এককালে বিদীর্ণ হইয়া যাইত এবং শোকে যৎপরোনাস্তি কাতর ও বিহ্বল হইতেন, তিনি পরিবারবর্গকে পূর্ব্বাবস্থায় স্থাপিত করিতে এবং তাহাদিগকে স্বদেশীয় বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত সুখ স্বচ্ছন্দ ভোগ করাইতে অবলীলাক্রমেই আপন প্রাণ পর্য্যন্ত দিতেও সম্মত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তমা এলিজিবেথ যে সেই দুষ্কর কর্ম্ম সমাধা করিতে এত কষ্ট স্বীকার করিবেন, ইহা তিনি কোন মতেই সহ্য করিতে পারিবেন না ইহাও বোধ করিতে লাগিলেন।

এলিজিবেথ যখন দেখিলেন, তাঁহার পিতা কিছুমাত্র উত্তর দিলেন না, তখন তাঁহাকে অগত্যা উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইল। তিনি অনুভবদ্বারা নিশ্চয় জানিতে পারিলেন, যে তিনি যে অভিপ্রায় করিয়াছেন তাঁহার পিতা তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং বুঝিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছেন। যাহা হউক তাঁহার পিতার সম্মতিলাভে যদি তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় থাকিত তাহা হইলে, স্প্রিঙ্গর যত ইচ্ছা তত যত্ন করুন না কেন, এলিজিবেথ মনের কথা না বলিয়া কদাচ থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি মনঃসংযোগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে তিনি যে কল্পনা করিয়াছেন তাহা সাধন করিয়া উঠা বড়ই কঠিন, অতএব পিতা ও মাতার মনে এমন প্রত্যয় জন্মাইয়া দেওয়া উচিত যাহাতে ইহা নিতান্ত দুঃসাধ্য বোধ না হয়। মনে মনে এই রূপ বিবেচনা করিয়া তিনি ইহার যাবতীয় ব্যাঘাত গোপন করিয়া কেবল শুভ ফলের কীর্ত্তন করিতেই মনস্থ করিলেন। তৎকালে তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে এ কর্ম্ম সমাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইতে আমাকে স্মোলক্ষ মহাশয়ের সহিত অবশ্যই পরামর্শ করিতে হইবেক। কিন্তু আমি পিতা ও মাতার নিকট যখন এবিষয়ের প্রস্তাব করিব তখনই ইহা অগ্রাহ্য হইবেক সন্দেহ নাই। অতএব যাবৎ সেই মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ না হয় তাবৎকাল আর অনর্থক কোন কথার উল্লেখ করা উচিত নয়। এই রূপ স্থির করিয়া তিনি কিছু দিন স্থির হইয়া থাকিলেন।

এলিজিবেথ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার পিতা ও মাতা তাঁহার প্রস্থান বিষয়ে যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করিবেন তাহার মধ্যে প্রধান আপত্তি এই যে পৃথিবীর মধ্যে এই প্রদেশ অতিশয় হিমপ্রধান এবং যৎপরোনাস্তি

দুর্গম, ক্রমাগত চারি শত ক্রোশ তাঁহাকে সেই স্থান দিয়া পদব্রজে চলিয়া যাইতে হইবেক। মনে মনে এই রূপ বিবেচনা করিয়া তিনি প্রতিদিন ইশিমের প্রান্তরে গিয়া, কি রূপে অধিক শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারেন এবং কিসে সেই দুর্দ্দান্ত হিম সহ্য করিতে সমর্থ হন, অনবরত কেবল তাহাই অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন ঋতুতেই তাঁহার সেই ব্যায়াম নিবৃত্ত হয় নাই। যখন উত্তর দিক্‌হইতে ক্রমাগত প্রচণ্ড বায়ু বহিতে ও বরফ বৃষ্টি হইতে থাকিত তখনও তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। ঘোরতর নিবিড় কুজ্‌ঝটিকায় দিঙ্‌মণ্ডল ও বস্তু সকল আচ্ছন্ন থাকিলেও সে কর্ম্মে তাঁহার এক দিনের জন্যও বিরাম হইত না। কখন কখন পিতা মাতার অনভিমতেও তথায় যাইতে ছাড়িতেন না। ফলে ক্রমে ক্রমে তাঁহার এমনি অভ্যাস হইয়া উঠিল যে, স্থানের ও কালের তাদৃশ কঠোরতা সহ্য করিতে তাঁহার কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হইত না। বিশেষতঃ পিতা ও মাতার অনভিমত কর্ম্ম করা কখনও অভ্যাস ছিল না, ক্রমে ক্রমে তাহাও অনুশীলিত হইতে লাগিল।

সাইবীরিয়া দেশে শীতকালে অতিশয় ভয়ানক ঝড় হয়, ক্ষণকালের মধ্যে গগণমণ্ডল ঘোরতর মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। মধ্যে মধ্যে বজ্রাঘাত হয় এবং ঘন ঘন বিদ্যুতের জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়। উভয় কেন্দ্রহইতে বায়ু এত বেগে বহিতে আরম্ভ হয় যে অচল বস্তুকেও চপল করিয়া তোলে। ঝড়ের বেগে হিমসাগরহইতে হিমানী সকল উড়িয়া আসিতে থাকে। অন্য দিকে সেই বেগে কাস্পিয়ান সাগরেরও তরঙ্গ সকল তাল প্রমাণে উত্থিত হয় এবং পরস্পর আহত হইবামাত্রই ভগ্ন হইয়া পড়ে। দেবদারু, ঝাউ প্রভৃতি, প্রকাণ্ড তরু সকল সেই প্রবল বেগ সহিতে সমর্থ না হইয়া ধরাতলশায়ী হয়। এই রূপ প্রচণ্ড বায়ুর আঘাতে সকল

বস্তুই লণ্ড ভণ্ড হইয়া বিনষ্ট হয়। পর্ব্বতের শিখর দেশ-হইতে বড় বড় হিমানীখণ্ড সকল ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে, ও তাহা পর্ব্বতেরই কোন অংশে পড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া চূর্ণ হয়। সেই বরফ চূর্ণ হইবামাত্র তখনই বায়ুদ্বারা আ-হত ও স্থানান্তরে নীত হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে কুটীর সকলও উড়িয়া ও পড়িয়া যায়। পশু সকল আশ্রয়াভাবে ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ আশ্রয় অন্বেষিতে বাহির হয় এবং সেই বেগে আহত হইয়া যেখানে সেখানে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে।

একদা মাঘ মাসের প্রাতঃকালে এলিজিবেথ সেই সমা-ধিস্থান ও দারুময় ভজনালয়ের নিকট প্রান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন এমন সময়ে সেই রূপ একটা প্রচণ্ড ঝড়ের উপক্রম হইল। দেখিতে দেখিতে ঘন ঘোরঘটায় আকাশ-মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। এলিজিবেথ এই ভয়ানক আ-কার দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই ভজনালয়ে প্রবেশিয়া পরমেশ্বরের শরণ লইলেন। অবি-লম্বেই সেই দারুময় ভিত্তি প্রবল বায়ুবেগে আহত হইয়া কম্পিত ও প্রতিক্ষণে সমূলে উন্মূলিত হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। এলিজিবেথ চতুর্দ্দিকে সেই মহামারী ব্যাপার সকল নয়নগোচর করিয়াও কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। কেবল জানু পাতিয়া একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বরের নিকট অভয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঈশ্বরে এমত ভক্তি ও তাঁহার আরাধনায় এত দৃঢ়তা ছিল যে, সেই ভয়ঙ্কর সম-য়েও তাঁহার অন্তঃকরণের শান্তি পুর্ব্ববৎ অবিকলই রহিল, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না। তিনি পিতা মাতার কার্য্য করিয়া জীবন সার্থক করিবেন, এই জন্যই তাঁহার মনে এই রূপ উদ্বোধ হইল যে, পরমেশ্বর তাঁহাদের জন্য তাঁহা-কে অবশ্যই রক্ষা করিবেন এবং যাবৎ তাঁহাদের উদ্ধার না

হয় তাবৎ তাঁহাকে কোন মতেই বিনষ্ট করিবেন না। সামান্য লোকে এমন ভাবিলেও ভাবিতে পারে যে এলিজিবেথের কুসংস্কার প্রযুক্তই এই ভাবের উদয় হইয়াছিল, কিন্তু ফলতঃ তাহা নহে। যথার্থ পিতৃ-বাৎসল্যেই এই রূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। এ ভাব সচরাচর সকলের হইবার সম্ভাবনা নাই, কেবল অন্তঃকরণ নির্ম্মল ও পবিত্র হইলেই ঘটিবার সম্ভাবনা। চতুর্দ্দিকে যাবতীয় বস্তুকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়াও এলিজিবেথের শান্তির যে অপচয় হয় নাই তাহারও কারণ এই। সেই উপস্থিত মহাপ্রলয়ে তাঁহার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র শঙ্কা হইল না, কেবল বিশেষ যত্নদ্বারা বেদির নীচে পড়িয়া রহিলেন, এবং একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বরের নিকট আপনার মনোভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই রূপ করিতে করিতে শিশু যেমন জননীর ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যায় এবং ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি যেমন ঈশ্বরসমাধিতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়, তিনিও তেমনি ভাবে সুষুপ্ত হইয়া পড়িলেন।

এদিকে দৈবযোগে সেই দিন স্মোলফ মহাশয়ও তবলস্ক-হইতে ফিরিয়া সেইম্কায় উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার এখানে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে তিনি এক বার সেই নির্ব্বাসিতদিগের গৃহে যাইয়া তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আইসেন। ফেডোরার বড়ই বাসনা ছিল যে তিনি প্রতিরবিবারে সেইম্কার ভজনালয়ে গিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করেন। কিন্তু বিনা অনুমতিতে তথায় যাইতে পারিতেন না বলিয়া যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ করিতেন। স্মোলফ তাঁহার প্রার্থনা অনুসারে তাঁহার ও তাঁহার কন্যার জন্য সেই অনুমতিটি লইয়া আসিয়াছিলেন।

স্মোলফের অনুগ্রহ প্রকাশের কিছু মাত্র ত্রুটি হয় নাই বটে, কিন্তু তাহাতে হতভাগ্য স্প্রিঙ্গরের কোন উপকার

দর্শিল না, বরং এই সঙ্গে আদেশের কঠোরতাই অধিক প্রকাশ পাইয়াছিল। তবলস্কের শাসনাধিপতি পুত্রকে পুনর্ব্বার তাঁহাদের গৃহে যাইতে অনুমতি করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, ইহার যে প্রকার মনের ভাব দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় যে এ বারান্তর তথায় না যাইয়া থাকিতে পারিবে না। মনে মনে এই প্রকার স্থির করিয়া তিনি তাঁহাকে নিজ সমক্ষে এই অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন যে, তিনি যেন বারান্তরে আর তথায় না যান, অর্থাৎ এই যাত্রাই তাঁহার শেষ যাত্রা হয়।

স্মোলফ যে সংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা অতিশয় কঠিন ও যৎপরোনাস্তি কঠোর, মনে মনে ইহা ভাবিয়া তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু যত তিনি এলিজিবেথের আলয়ের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন ততই তাঁহার গ্লানি দূর ও স্ফূর্ত্তির উদয় হইতে লাগিল। এলিজিবেথের সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবেক বলিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে যাদৃশ সন্তোষ হইতেছিল, পিতার আদেশে ও আপনার প্রতিজ্ঞা অনুসারে যে তাঁহাদের নিকট তাঁহাকে কঠিনতর নিদেশ সকল জানাইতে হইবেক, তজ্জন্য তাঁহার তাদৃশ ক্লেশ বোধ হয় নাই।

যৌবনাবস্থার এমনি স্বভাব যে অন্তঃকরণে সুখসম্ভোগের বাসনা ও তাহার বিষয় অনুক্ষণ ধ্যান করিতে গেলে মনের মধ্যে এমনি দৃঢ়তর সংস্কার জন্মিয়া যায়, যে তাহাতে অন্য বিষয় ভাবিতে দেয় না। সুতরাং ভবিষ্যতে যে ঘটনা ঘটিবে তাহাতে আর তাহার কোন অনুধাবনই থাকে না। তৎকালে বর্ত্তমান প্রবল সুখসম্ভোগে এমনি রত ও সেই রসে এত নিমগ্ন হয়, যে মনের মধ্যে ভাবি দুঃখের উদ্বোধই হইতে পায় না। কারণ, যৌবনদশায় সুখভোগের

ইচ্ছা এত তীক্ষ্ণ হয়, যে তাহা অচিরস্থায়ী একথা ক্ষণকালের নিমিত্তও ভাবিতে দেয় না।

অনন্তর স্মোলফ মহাশিয় তাহাদের কুটীরে প্রবেশ করিলেন, এবং এলিজিবেথকে দেখিবার জন্য ইতস্ততঃ সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাকে তথায় দেখিতে পাইলেন না। যখন ভাবিয়া দেখিলেন যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হইলেও তাঁহাকে অবশ্যই প্রস্থান করিতে হইবেক, তখন আর তিনি মনের কথা ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ফেডোরা মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট, স্মোলফকে বিস্তর আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। একে তিনি পূর্ব্বে তাঁহার পতির প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, এখন আবার ভজনালয়ে যাইবার অনুমতি আনিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এ আহ্লাদে তিনি তাঁহাকে কতই সুকোমল সম্ভাষণে তৃপ্ত করিলেন এবং কতই বা তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও ধন্যবাদ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু স্মোলফের পক্ষে তাহা সমস্তই বিরস ও বৃথা বোধ হইতে লাগিল। স্প্রিঙ্গর সেই প্রাণদাতা ও দুঃখহন্তাকে পাইয়া যত দূর পর্য্যন্ত সম্ভব, প্রিয়সম্ভাষণদ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিতে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি করিলেন না।

যুবক স্মোলফ তাঁহাদের তাদৃশ সদয় ভাবে এক বারও মনোনিবেশ করিলেন না। ক্ষণকালের মধ্যে এমনি ভাব হইয়া উঠিল যে, তাঁহার মুখ দিয়া অনবরত এলিজিবেথ বই আর কোন কথাই নির্গত হইল না। অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশে তাঁহার মনের ভাব সকলই ব্যক্ত হইয়া পড়িল। ফেডোরা এরূপ ভাব দেখিয়া মনে মনে আশা করিলেন, যে, তিনি এক দিন অবশ্যই তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র হইতে পারিবেন। প্রিয়তম তনয়া এলিজিবেথের উপরি যে স্মোলফের মন পড়িয়াছে ও প্রীতি হইয়াছে, তা-

হাতে তিনি অহঙ্কার ও আমোদ রাখিতে আর স্থান পাইলেন না।

কিন্তু সুবিচক্ষণ স্প্রিঙ্গর বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে একটা বিজাতীয় মহান্ অনর্থ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এলিজিবেথ যদি ঘুণাক্ষরে একথা জানিতে পারে যে, স্মোলফ তাঁহাতে অনুরক্ত হইয়াছেন, তবে তাঁহার শান্তির পক্ষে যথেষ্ট হানি হইতে পারিবেক। মনে মনে এই রূপ বিবেচনা করিয়া তিনি তাঁহাকে শীঘ্র বিদায় করিবার মানসে তাঁহার হস্ত ধরিয়া এমনি ভাবটি প্রকাশ করিলেন যে তিনি পিতার নিকট যেরূপ অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ করিতে যেন ক্ষণমাত্রও আর কালব্যাজ না হয়। কিন্তু স্মোলফ নানা প্রকার ছলের কথা উত্থাপন করিয়া যাহাতে বিলম্ব হয়, তাহা করিতেই চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

এই রূপে পরস্পর কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে আকাশমণ্ডলে অত্যন্ত ঝড় হইবার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সেই পিতা মাতা সন্তানের জন্য মহা ব্যাকুলিত ও কম্পিত হইতে লাগিলেন। ফেডোরা, হায়! আমার বাছা এলিজিবেথের কি দশা হইল, এ সময়ে আমার এলিজিবেথ কোথায় রহিল, এই কথা বারম্বার বলিয়া উচ্চ স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। স্প্রিঙ্গর কোন কথা না বলিয়া আপন যষ্টিগাছটি লইয়া কন্যার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। স্মোলফও অমনি তাঁহার অনুগামী হইলেন। বায়ু এত বেগে বহিতেছে এবং বৃক্ষ সকল সমূলে উৎপাটিত হইয়া চতুর্দ্দিকে এরূপ নিক্ষিপ্ত হইতেছে যে সে সময়ে বন পার হইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে মহা বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা।

স্প্রিঙ্গর স্মোলফের নিকট এই উপস্থিত ভয়ানক বিপ-

দের বিষয় নিবেদন করিয়া কহিলেন, "আপনকার আর আমার সমভিব্যাহারে যাওয়া কর্ত্তব্য হয় না, আপনি এই স্থানহইতেই প্রতিনিবৃত্ত হউন।" স্মোলফ সে কথা শুনিয়াও শুনিলেন না। বিপদ দেখিয়া তাঁহার মনে খেদ না হইয়া বরং সন্তোষই হইতে লাগিল। তিনি ভয়ানক ঝড় দেখিয়া যে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না বরং অতিমাত্র আমোদিত হইতে লাগিলেন, সে কেবল এলিজিবেথেরই নিমিত্ত, এবং তাঁহার প্রতি যে তিনি কত দূর পর্য্যন্ত স্নেহ করিতেন ও যাহা তাঁহাকে জানাইতে না পারিলে তাঁহার প্রাণ রক্ষা ভার হইত, তাহাই সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত।

যাহা হউক তাঁহারা এখন বনের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। স্মোলফ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমাদের কোন্ পথ দিয়া কোথা যাইতে হইবেক?" স্প্রিঙ্গর উত্তর করিলেন, "প্রান্তরের অভিমুখে যাইতে হইবেক, আমি জানি এলিজিবেথ সেই দিকে প্রত্যহই যায়, আজি হয়ত এ সময় সেই দারুময় ভজনালয়ের আশ্রয় লইয়া থাকিবেক।" এই কয়েক কথার পর আর কোন কথাই হইল না। উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া যাইতে লাগিলেন। কারণ তখন তাঁহাদের মনে মনে এমনি আশঙ্কা হইতেছিল যে না জানি এ সময়ে এলিজিবেথের কি ভয়ানক বিপদই ঘটিয়া থাকিবেক। গাছের ভগ্ন শাখা সকল মাথায় না লাগে এজন্য নত হইয়া নির্ভয়ে সাহসের সহিত অতি দ্রুত বেগে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

এই রূপে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সেই প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। গাছ পালা ভাঙ্গিয়া পড়িবার যে আশঙ্কা ছিল সমুদায় নিবৃত্ত হইল। কিন্তু ঝড়ের এমনি ভয়ানক বেগ যে তাঁহাদিগকে এক হাত অগ্রসর হইলে দশ হাত পশ্চাতে পড়িতে হয়। বিস্তর চেষ্টার পর যেখানে এলিজিবেথকে

দেখিতে পাইবার আশা ছিল, সেই ভজনালয়ে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইবামাত্র প্রবল ঝড়ের বেগে সেই বহুকালের আলয়টি এমনি মড় মড় শব্দ করিতে লাগিল, যে তাঁহারা বোধ করিলেন যে তাহা সর্ব্বশুদ্ধই তখনি ভাঙ্গিয়া পড়িবেক এবং পাছে তাহার ভিতর এলিজিবেথ থাকেন ও তাঁহার কোন অনিষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা তখন থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

ক্ষণকালের মধ্যেই অকস্মাৎ স্মোলফের অন্তঃকরণে এমনি অনির্ব্বচনীয় সাহস ও অসাধারণ উৎসাহের উদয় হইল, যে তিনি একাকী অগ্রসর হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। স্প্রিঙ্গর অনেক পশ্চাতে আছেন তিনি আর তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতে সমর্থ হইলেন না। প্রবিষ্ট হইবামাত্র স্মোলফ যেন স্বপ্ন দর্শন করিলেন এমনি বোধ হইল, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা স্বপ্ন নয়, যথার্থই এলিজিবেথ, বেদীর নীচে অকুতোভয়ে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং কোন কথাটি না কহিয়া সেই পরমসুন্দর মোহন মূর্ত্তিটি স্প্রিঙ্গরকেও সঙ্কেত করিয়া দেখাইলেন। এককালে উভয়ের অন্তঃকরণ ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া উঠিল, এবং উভয়েই তাঁহার নিকটে উপবেশন করিলেন। স্প্রিঙ্গর তদ্‌গত চিত্তে সন্তানের মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। যুবকবর স্মোলফ সেই অলৌকিক পবিত্র মোহনী মূর্ত্তির নিকটবর্ত্তী হইতে সাহস না করিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন।

এলিজিবেথের নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং নিকটেই দেখিলেন যে তাঁহার পিতা বসিয়া রহিয়াছেন। দেখিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া এক বারেই পিতার ক্রোড়ে উঠিয়া বসিলেন এবং কহিলেন, "এই যে আমার পিতা বসিয়া রহিয়া-

ছেন, আমি মনে জানি আমার পিতা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন, তাহা কি কখন অন্যথা হইতে পারে?” সন্ততিবৎসল স্প্রিঙ্গর সন্তানকে নির্ভয়ে আলিঙ্গন ও তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, “ বৎসে! কি অপার ক্লেশেই তোমার জননীকে ও আমাকে নিক্ষেপ করিয়া আসিয়াছ?” এলিজিবেথ উত্তর করিলেন, “পিতঃ! আমার অপরাধ লইবেন না। আমার জন্য আপনাদিগকে যে রোদন করিতে হইয়াছে তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। এখন চলুন আমরা সকলে গিয়া আমার জননীকে সান্ত্বনা করি।” এই কথা বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং সম্মুখেই স্মোলফকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, “কি আশ্চর্য্য! আমার সকল রক্ষাকর্ত্তারাই যে একদা আমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন, ও দিকে পরমেশ্বর, এ দিকে আমার পিতা, এবং আপনি।” এলিজিবেথের এই কথায় সেই প্রণয়ী ব্যক্তি তখন অতি কষ্টেই আপনার মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিলেন।

স্প্রিঙ্গর কহিলেন, “বৎসে! তুমি তোমার প্রসূতিকে শান্ত করিবার জন্য যাইতে চাহিতেছ বটে কিন্তু এখন এই প্রবল বায়ুবেগের সঙ্গে যুঝিতে সমর্থ হইবে? স্মোলফ মহাশয় ও আমি যে এ দুরন্ত ঝড়ের হাতে নিস্তার পাইয়াছি, ইহা এক প্রকার অদ্ভুত ঘটনা বলিতে হইবেক।” এলিজিবেথ এই কথায় উত্তর করিলেন, “আসুন, সকলে যাইবার চেষ্টা পাওয়া যাউক। আপনি আমাকে যেমন অসমর্থ বোধ করিতেছেন, ফলে আমি তত নই। সে যাহা হউক, এক্ষণে মা বড়ই কাতর হইয়াছেন, চলুন, আমরা সকলে গিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা পাই। এমন সময়ে চেষ্টাদ্বারা যদি তাঁহার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিতে পারি, তবেই জীবন সফল বোধ হইবেক, আর সন্তোষেরও পরি-

সীমা থাকিবেক না।” এলিজিবেথের মুখহইতে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া স্প্রিঙ্গর স্পষ্টই জানিতে পারিলেন যে, তিনি আপনার সঙ্কল্প এ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করেন নাই।

এলিজিবেথ, পিতা ও স্মোলফ উভয়ের মধ্যে সুরক্ষিত হইয়া আছেন এমন সময়ে স্মোলফ মনে করিতে লাগিলেন যে, যত ক্ষণ এই প্রবল ঝড় বৃষ্টি থাকে এবং ভয়ানক বজ্র-পাতের শব্দ হয়, তত ক্ষণই ভাল। অর্থাৎ এমন সকল ভয়ের কারণ থাকিতে এলিজিবেথ তাঁহার আশ্রয় না লইয়া থাকিতে পারিবেন না। সুতরাং সেই উপলক্ষে তাঁহার অধিক ক্ষণ এলিজিবেথের নিকট থাকা হইবেক। এই রূপ অভীষ্টলাভের সম্ভাবনায় স্মোলফ মনে মনে এত অধিক আমোদিত ও উৎসুক হইয়াছিলেন যে, তিনি উপস্থিত মহামারী ব্যাপারে আপনি কি রূপে প্রাণরক্ষা করিবেন সে বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র ভাবনা চিন্তা ছিল না, বরং তিনি মনে মনে এমনি নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, এলি-জিবেথ কোন বিপদে পড়িলে তাঁহাকে তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় তাহাহইতে উদ্ধার করিবেন। সুতরাং এলিজিবেথের প্রাণ রক্ষার জন্যও তাঁহার কোন চিন্তার বিষয় রহিল না।

অনন্তর স্প্রিঙ্গর দেখিলেন যে, ক্রমে ক্রমে মেঘ সকল ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে আকাশমণ্ডল প্রায় পূর্ব্ববৎ পরিষ্কৃত হইয়া আসিতেছে এবং বাতাসেরও তাদৃশ বেগ নাই। ইহা দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ ক্রমশঃ স্থির হইতে লাগিল। কিন্তু স্মোলফের মনে যেমন উদ্বেগ তেমনি ঔদাস্য উভয়ই সমভাবে উৎপন্ন হইল। এলিজিবেথ ব্যস্তসমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং পিতা নিকটে আছেন বলিয়া আর সেই অল্প ঝড়ে বড় ভয় না করিয়া একাকিনীই যা-ইতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার মনের মধ্যে এমনি উল্লাস হইল যে, যদি তিনি পিতার নিকট অসাধারণ শক্তি ও

সামর্থ্য প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা হইলে যখন তিনি অতি দূর দেশে অধিরাজের নিকট তাঁহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে যাইবেন, তখন তাঁহার এমন প্রত্যয় হইতে পারিবেক যে এলিজিবেথ কোন অংশেই সে বিষয়ে অপারক হইবেন না।

এই রূপে তাঁহারা সকলেই একত্রে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ফেডোরার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ঈশ্বরপরায়ণা ফেডোরা মনে মনে করিলেন যে পরমেশ্বরের প্রসাদ না হইলে এতাদৃশ পুনর্ম্মিলন কদাচই সম্ভবিতে পারে না। মনে মনে এই রূপ স্থির করিয়া তিনি সাতিশয় ভক্তিসহকারে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। এলিজিবেথ মাতার অশ্রুপাত করাইয়াছিলেন বলিয়া আপনাকে অপরাধিনী জ্ঞান করিয়া যথেষ্ট অনুতাপ করিতে লাগিলেন। ফেডোরা তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করত তাঁহার গাত্রহইতে আর্দ্র বস্ত্র সকল ছাড়াইতে ও শুষ্ক বস্ত্র পরাইতে লাগিলেন।

এলিজিবেথ কেবল সে দিন বলিয়া নয়, প্রতিদিনই এই রূপ মাতৃস্নেহে প্রতিপালিত হইতেন, এবং তজ্জন্য আপনাকে অত্যন্ত উপকৃত করিয়া মানিতেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে স্মোলফ মহাশয় কখন এতাদৃশ স্নেহ প্রকাশ দেখেন নাই, এখন তাহা তাঁহার প্রত্যক্ষ হইল এই মাত্র বিশেষ। স্মোলফ এই রূপ স্নেহ ভাব দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যে গুণে আমাকে এলিজিবেথকে স্নেহ করিতে হইবেক, সেই গুণ তিনি যাহাহইতে পাইয়াছেন, তাঁহাকেও আমার সবিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি না করা কোন মতেই সম্ভবিতে পারে না। ঈশ্বরেচ্ছায় এলিজিবেথের পাণিগ্রহণ করিয়া আমি যেমন সুখী হইব, ইহার এই সুশীলা মাতার জামাতা বোধেও আপনাকে তেমনি সুখী বোধ করিতে হইবেক।

ক্রমে ক্রমে ঝড় বৃষ্টি সমুদায় সম্পূর্ণরূপে রহিত হইলে পর নির্ম্মল আকাশমণ্ডল দেখিয়া বোধ হইল অবিলম্বেই রাত্রি উপস্থিত হইবেক। স্প্রিঙ্গর হর্ষ ও বিষাদের সহিত স্মোলফকে হস্তে ধরিয়া প্রস্থানের কথা স্মরণ করাইতে লাগিলেন।

এলিজিবেথ ইতিপূর্ব্বে সবিশেষ জানিতে পারেন নাই, এখন শুনিলেন, যে স্মোলফের সহিত দেখা সাক্ষাৎ যাহা হবার তাহা এই পর্য্যন্তই শেষ হইল। ইহাতে তিনি যৎ-পরোনাস্তি বিষণ্ন ও উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন এবং নিতান্ত কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি শুনিতে পাই! আমি কি আপনাকে আর কখনও দেখিতে পাইব না?" স্মোলফ উত্তর করিলেন, "দেখিতে পাইবে না কেন? আমি যত দিন এই রূপ স্বাধীনভাবে এখানে থাকিব, এই সেইম্‌কা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইব না, এবং তোমারও এস্থলে থাকা হইবেক। প্রতিবরিবার ভজনা-লয়ে আমাদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইবার বাধা কি? যখন তখন প্রান্তরে এবং অরণ্যেও দেখিতে পাওয়া যাইবেক। তদ্ব্যতীত, নদীর তীরেও দেখা করণের কোন বিশেষ নিষেধ নাই। যে কোন সময়ে হউক না কেন, ইচ্ছা হইলেই এ সকল স্থানে আমাদের সাক্ষাৎ হইতে পারিবেক সন্দেহ নাই।

এই কথা বলিতে বলিতে স্মোলফ অমনি ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন এবং মনের মধ্যে কি ভাবের উদয় হইল এবং কি কথা সকল প্রকাশ করিয়া কহিলেন তাহা ভাবিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি যে সকল কথা কহিলেন, এলি-জিবেথ ইহার নিগূঢ় ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন তিনি যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন সে বিষয়ে তাঁ-হার সহিত পরামর্শ করিবার অবকাশ পাইতে আর বড়

বিলম্ব হইবেক না। সুতরাং এই রূপ ভাবনায় তাঁহার আর স্মোলফের প্রস্থানে তত ক্ষোভ বোধ হইল না।

শুভ রবিবারের দিন আগত হইল। এলিজিবেথ ও তাঁহার মাতা সকাল সকাল আহার করিয়া সেইম্‌কায় যাত্রা করিলেন। স্প্রিঞ্জর নির্ব্বাসিত হইয়া অবধি ক্ষণকালের জন্যও তাঁহাদের বিচ্ছেদে কালযাপন করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের প্রস্থানে কুটীরে একাকী থাকিয়া তাঁহার বিলক্ষণ দুঃখবোধ হইতে লাগিল। কিন্তু অতি কষ্টে সেই দুঃখ সহ্য করিলেন এবং তাঁহাদের কোন বিপদ্‌ ও বিঘ্ন না হয় এজন্য স্থিরচিত্তে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা ও মনের সহিত তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তৎকালে আকাশে কোন গোলযোগ ছিল না। পথ ঘাটও পরিষ্কৃত ও সুগম ছিল। আর সেই তাতার দেশের লোকটিও পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ইহাতে তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নেই সেইম্‌কার ভজনালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথাকার উপস্থিত তাবৎ লোকই দেখিয়া মুগ্ধপ্রায় হইল। সকলে সতৃষ্ণনয়নে তাঁহাদের অসামান্য রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহাদের মন ও নয়ন কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া কেবল উপাসনাতেই তৎপর থাকিল।

এই রূপে ভক্তিরসে নিমগ্ন হইয়া তাঁহারা অতি বিনীত ও নম্রভাবে ক্রমে বেদির নিকটে অগ্রসর হইলেন এবং যথাবিধি ভূমিপাতিতজানু হইয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যদি ফেডোরা অপেক্ষা এলিজিবেথের ভক্তির কোন অংশে ন্যূনতা থাকিত তাহা হইলে এরূপ নিষ্ঠা কদাচই প্রকাশ পাইত না।

এলিজিবেথ উপাসনা সমাপন হওয়া পর্য্যন্ত অনন্যমনে জগদীশ্বরের ধ্যান করিতেছেন। অবগুণ্ঠনে বদনমণ্ডল আ-

বৃত রহিয়াছে। তদ্গতচিত্ত হওয়াতে চিত্ত আর বিষয়ান্তরে ধাবমান হইতেছে না। পিতা ও পরমপিতা পরমেশ্বরেতে তিনি তখন অন্তঃকরণ এমনি সমাহিত করিয়াছিলেন, যে যাঁহার সহায়তাকে অবলম্বন করিয়া তিনি অভীষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার প্রতিও তাঁহার চিত্ত ধাবমান হইতে পারিতেছিল না।

তৎকালে তাল লয়বিশুদ্ধ সুমধুর শ্রবণমনোহর স্বরসংযোগে ধর্ম্মসংগীত আরম্ভ হইল। একান্তচিত্তে সেই অশ্রুত পূর্ব্ব গান শুনিতে শুনিতে এলিজিবেথের এমনি বোধ হইল যেন তিনি পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। স্বর্গ যেন তাঁহার সম্মুখে মুক্তদ্বার হইয়া রহিয়াছে এবং পরমকারুণিক পরমেশ্বর যেন নিজ অনুচরকে অনুমতি করিতেছেন যে এলিজিবেথ যে কামনায় দেশান্তরে যাইতে উদ্যত হইয়াছেঁ, তুমি তাহার সঙ্গে গিয়া সেই বিষয়ে তাঁহাকে পূর্ণকামা কর। অৰ্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে সঙ্গীতের সহিত এলিজিবেথেরও এই রূপ ধ্যান ভঙ্গ হইলে পর তিনি মস্তক উত্তোলন করিলেন এবং প্রথমতঃ অদূরেই দেখিতে পাইলেন, যে স্মোলফ একটা স্তম্ভের অন্তরালে পাতিতজানু হইয়া উপবেশন করিয়া অনিমিষ নয়নে সস্নেহ মনের সহিত তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে ধ্যানের সময়ে এলিজিবেথের অন্তঃকরণে এ প্রকার বোধ হইতেছিল যে ঈশ্বর যেন আপন অনুচরকে তাঁহার সহায়তা করিতে বলিতেছিলেন। এখন সহসা স্মোলফকে তাদৃশ ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার যথার্থই প্রতীতি হইল, যেন তিনিই স্বয়ং ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া তাঁহার পিতার উদ্ধারের আনুকূল্য করিতে আসিয়াছেন। মনে মনে এই প্রকার ভাবের উদয় হওয়াতে এলিজিবেথ যৎপরোনাস্তি বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার প্রতি

নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার অলোকসামান্য রূপ লাবণ্য দেখিয়া স্মোলফেরও মন বিচলিত হইয়া উঠিল। মনে মনে যে ভাবিতেছিলেন, তদনুরূপই প্রতীতি হইতে লাগিল। দর্শনজনিত সুখের অনুভব হওয়াতে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তিনি এলিজিবেথকে যে রূপ স্নেহ করিতেন, এলিজিবেথও তাঁহার প্রতি সেই রূপ স্নেহ প্রকাশ করিলেন, এইটি মনে উদ্বোধ হওয়াতে, আপনাকে পরম উপকৃত ও চিরবাধিত বলিয়া মানিতে লাগিলেন।

ভজনালয়হইতে বহির্গত হইয়া স্মোলফ ফেডোরার নিকট প্রস্তাব করিলেন, যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমি গাড়িতে করিয়া আপনাদিগকে বনপর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারি। ফেডোরা পতির সহিত শীঘ্র শীঘ্র সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন, এই আশয়ে তাহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু এরূপ বন্দোবস্তে এলিজিবেথ অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। পদব্রজে যাওয়া হইলে তিনি আপনার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার জন্য অবশ্যই কোন অবকাশ পাইতে পারিতেন। গাড়িতে গেলে সেইটি হওয়া দুর্ঘট। মাতার সাক্ষাতে ত আপনার সেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন না। কারণ তিনি মূলে ইহার কিছু মাত্র অবগত ছিলেন না। শুনিবামাত্রই দুঃসাধ্য ভাবিয়া অগ্রাহ্য করিতেন এবং তখনি স্মোলফকে নিষেধ করিয়া দিতেন, যে, কোন রূপে যেন তাঁহাকে সহায়তা করা না হয়। এলিজিবেথ বা কি বলিয়া এমন অবকাশ পরিত্যাগ করেন। পরে তিনি যে তাঁহার নিকট মনের কথা বলিতে পারিবেন, এমন অবকাশ আর না ঘটিলেও না ঘটিতে পারে।

মনে মনে এই রূপ আন্দোলন হওয়াতে এলিজিবেথ যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে গাড়িও

নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল। স্মোলফ কহিলেন, " আর অধিক দূর গেলে আমার অনুচিত কর্ম্ম করা হয়।" কিন্তু তিনি এলিজিবেথের নিকট কেমন করিয়া বিদায় লইবেন এই চিন্তা করিতে করিতে হ্রদের ধার পর্য্যন্ত গমন করিলেন। তথায় গিয়া তাঁহাকে অগত্যা গাড়ী থামাইতে হইল। প্রথমতঃ ফেডোরা অবতরণ করিলেন। স্মোলফ এলিজিবেথকে মধুরভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজি কালি কি তোমার এ দিকে বেড়াইতে আসা হইবেক না?" এলিজিবেথ মাতার পশ্চাতেই নামিলেন এবং দ্রুতভাবে মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, " না, আজি, কালি আমার এ দিকে আসা হয় এমন বোধ হয় না, সেই দারুময় ভজনালয়েই আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবেক।"

এলিজিবেথ সহজ কথায় যেমন উত্তর দিতে হয়, তেমনি উত্তর দিলেন। এবং পুনর্ব্বার মিলন হইবার স্থানও নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন। কিন্তু স্মোলফ যে ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিয়াছিলেন তাহার দিক্ দিয়াও গমন করিলেন না। তিনি জানিতেন তিনি পিতার উদ্ধারের জন্যই কেবল সেই রূপ প্রার্থনা করিলেন এবং বোধ করিলেন যে স্মোলফ মনে যোগ দিয়া শুনিয়াছেন, গ্রাহ্যও করিয়াছেন, সুতরাং আনন্দে তাঁহার বদন বিকসিত ও নয়নযুগল প্রফুল্ল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ফেডোরা কুটীরাভিমুখে চলিলেন দেখিয়া স্মোলফ একাকী সেই বন পার হইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। যে কথা তিনি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার এলিজিবেথের স্নেহের প্রতি কোন সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যত দূর পর্য্যন্ত জানা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার আনন্দ অনুভবের কোন ব্যাঘাতই সম্ভবিতে পারে না। একে তিনি, তেমন সুকুমারী পরম সুন্দরী কুমারী কখনই

দেখেন নাই, তাহাতে আবার তাঁহার অসাধারণ ঈশ্বর-প্রীতিও সপ্রমাণ হইয়াছিল। স্মোলফ এলিজিবেথকে এত দূর পর্য্যন্ত পিতৃভক্তি করিতে দেখিয়া, কিরূপে মনে করিতে পারেন, যে তিনি আপনার পিতার প্রাণদাতাকে বিশেষ রূপে ভাল বাসেন না। ফলে এ কথা কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না।

এলিজিবেথ চাতুরী কাহাকে বলে জন্মাবচ্ছিন্নে তাহা কখনই শিক্ষা করেন নাই, সুতরাং তাহা করিতেও জানিতেন না। তিনি যেমন স্বাধীন, তেমনি সরল ছিলেন। মনের মধ্যে যে ভাবের উদয় হইত, তাহা কোন রূপে গোপন রাখিতে সমর্থ হইতেন না। স্মোলফ এলিজিবেথকে পিতার অজ্ঞাতে পরামর্শ করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন। কিন্তু ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া মনে মনে করিলেন যে এ কেবল অসাধারণ প্রণয়েরই কর্ম্ম। কিন্তু তাহা প্রকৃত নয়, ইহা কেবল পিতৃবাৎসল্যমাত্র।

এমত স্থলে পরস্পর গোপনে দেখা সাক্ষাৎ করিবার কথা শুনিলে লোকের মনে প্রায় ভাবান্তর জন্মিতে পারে। কিন্তু এলিজিবেথের নির্দ্দোষিতার পক্ষে সে প্রকার সন্দেহ কোন ক্রমেই করা যাইতে পারে না। এলিজিবেথ সাক্ষাৎ করিবার জন্য পূর্ব্বে যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, পরদিন তথায় যাইতে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। ফলে তাঁহার মনের মধ্যে এমন কোন ভাবান্তর ছিল না, যে তাঁহাকে শঙ্কা ও সঙ্কোচ করিয়া চলিতে হয়। বস্তুতঃ তৎকালে পিতার মুক্তির চেষ্টাতে যাওয়া হইতেছে বলিয়া পদে পদে তাঁহার দ্রুতগমনের পক্ষে কোন ব্যাঘাতই হইল না। সূর্য্যোদয়ে দিঙ্‌মণ্ডল প্রকাশিত হইয়াছে এমত সময়ে এলিজিবেথ ভজনালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত

হইলেন বটে কিন্তু স্মোলফকে তথায় দেখিতে পাইলেন না। তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া আপাততঃ সাহসহীন ও ঈষৎ ম্লানবদন হইয়া পড়িলেন।*

এস্থলে অনেকের বোধ হইতে পারে যে অভিমান থাকিলে ও স্নেহের অন্যথা হইলে এ প্রকার ঘটনা হয়। কিন্তু তাহা গ্রাহ্য করিবার কথা নহে। কারণ তৎকালে তাঁহার অন্তঃকরণের ভাব এমন ছিল না, যে তাহা সহসা কোন রিপুর দ্বারা আক্রান্ত হয়। তখন তিনি কেবল এই মাত্র ভাবিতেছিলেন, যে হয়ত স্মোলফের আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবেক, নচেৎ পরস্পর সাক্ষাতের কোন ব্যাঘাতই হইত না।

যাহা হউক তাঁহার অপেক্ষায় এই রূপ দুঃখ ও ক্ষোভ করিয়া আর অধিক ক্ষণ কালযাপন করিতে না হয়, এজন্য তিনি একান্তমনে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, এমত সময়ে স্মোলফ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং উপস্থিত হইবামাত্র এলিজিবেথকে সম্মুখে দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। প্রীতিবশতঃ স্মোলফের আগমন অতি শীঘ্র হইয়াছিল বটে, কিন্তু এলিজিবেথ পিতৃবাৎসল্যে তদপেক্ষা আরো দ্রুত রূপে আসিয়াছিলেন।

এলিজিবেথ স্মোলফকে উপস্থিত দেখিবামাত্র যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইলেন এবং পরমেশ্বরকে যথোচিত ধন্যবাদ করিয়া স্মোলফের নিকটে কহিতে লাগিলেন, "মহাশয়! আপনার আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া আমি যে কি পর্য্যন্ত অধৈর্য্য ও ব্যাকুল হইতেছিলাম তাহা এখন ব্যক্ত করিয়া জানাইতে পারি না।" যুবক স্মোলফ তাঁহার কথা ও আকার প্রকার, মিলনস্থাননির্দ্দেশ এবং নিয়মিতসময়নিষ্ঠা প্রভৃতি বিলক্ষণরূপে বিবেচনা করিয়া, মনে মনে নিশ্চয় করিলেন যে তিনি তাঁহাকে যে মনের সহিত ভাল বাসেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রতিপ্রণয় প্রকাশে তিনি যে পর্য্যন্ত অনুগৃহীত ও তাঁহার বশীভূত হইলেন, তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিতে যান এমত সময়ে এলিজিবেথ কহিয়া উঠিলেন, “ স্মোলফ মহাশয় ! একটি নিবেদন করি শ্রবণ করুন। আমি পিতাকে উদ্ধার করিবার জন্য একান্ত মানস করিয়াছি, আপনাকে তাহার কিছু সহায়তা করিতে হইবেক। নিশ্চয় করিয়াছি, আপনার সাহায্য ভিন্ন আমি তাহাতে কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। এক্ষণে আপনি তাহাতে সহায় হইবেন এ কথা আমার নিকট স্বীকার করিয়া বলুন।”

এলিজিবেথের মুখে এই কএকটী কথা শুনিবামাত্র স্মোলফ অতিমাত্র চমৎকৃত হইলেন এবং সুখের বিষয়ে তাঁহার যে সকল কল্পনা হইতেছিল, সে সমস্তই এককালে বিশৃঙ্খল ও উৎসন্ন হইয়া পড়িল। মনের মধ্যে এমনি ক্ষোভ ও বিষাদ উপস্থিত হইল, সমস্তই আপনার ভ্রম বলিয়া বোধ করিলেন। ভ্রম বোধ করিলেন বটে, কিন্তু এলিজিবেথের প্রতি স্নেহের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না।

অনন্তর তিনি পাতিতজানু হইয়া বদ্ধকরপুটে এলিজিবেথের সম্মুখে অবাক্ হইয়া রহিলেন। এলিজিবেথ মনে করিলেন যে তিনি পরমেশ্বরের নিকটেই প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু ফলতঃ তাহা নহে। তাঁহার সম্মুখেই যথার্থ। এ প্রকার ভাবে তাঁহার সম্মান রাখিয়া শপথ পূর্ব্বক ইহা জানান হইল, যে তাঁহার যাহা যাহা আবশ্যক, তিনি তাহা অম্লানবদনে সমাহিত করিতে কিছুমাত্র যত্নের ত্রুটি করিবেন না। এলিজিবেথ উত্তর করিলেন,“ মহাশয় ! যে অবধি আমার জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তদবধি আমার অন্তঃকরণে পিতা মাতার চিন্তা ব্যতীত আর অন্য চিন্তা নাই। ফলে, যখন তাঁহাদের অকপট স্নেহই আমার সকল সুখের মূলাধার হইয়াছে, তখন তাঁহাদিগের শান্তি ও সুখ স্বচ্ছন্দ বিধান

করাই আমার একান্ত বাসনা। তাঁহারা এখন নিতান্ত অসুখে কালযাপন করিতেছেন বলিয়া করুণাময় পরমেশ্বর আমাকে তাঁহাদের শান্তি বিধানে মতি দিতেছেন এবং তাঁহার আপনাকেও এখানে প্রেরণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে আমি আমার কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলে আপনি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। মহাশয়! এক্ষণে আমার যাহা মানস তাহা আপনার নিকটে নিবেদন করি শ্রবণ করুন। আমি এক বার সেন্টপিটর্সবর্গ পর্য্যন্ত গমন করিয়া সম্রাটের নিকটে পিতার ক্ষমা প্রার্থনা করিব, ইহাই আমার নিতান্ত অভিলাষ।"

স্মোলফ এলিজিবেথের এই কথা শুনিবামাত্র সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন, এবং ভঙ্গিক্রমে ব্যক্ত করিলেন যে, "ইহা সম্পূর্ণরূপেই সাধ্যের অতীত।" এই কথা শেষ হইতে না হইতেই এলিজিবেথ বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়! আমার এই বিষয়ের চিন্তা অল্প দিনের বোধ করিবেন না। বোধ হয় ইহা আমার সঙ্গে সঙ্গেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, মনে মনে বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে যে ইহা কি জাগ্রদবস্থা কি নিদ্রাবস্থা কিছুতেই আমাকে পরিত্যাগ করে না। সর্ব্বদাই ইহা আমার অন্তঃকরণে জাগরূক রহিয়াছে। ক্ষণকালের জন্যও ইহা আমার সঙ্গ ছাড়া নয়। আমি যে আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও আপনাকে অন্বেষণ করিতে এত ব্যগ্র হইয়াছিলাম, এই অভিপ্রায়ই কেবল তাহার মূলীভূত কারণ। আমাকে যে এখান পর্য্যন্ত আসিতে হইয়াছে, তাহারও কারণ এই। ইহাতে আমার মনে এমনি সাহস উৎপন্ন করিয়াছে যে পরিশ্রম ও কষ্টে আমার কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই, মরণের শঙ্কা নাই, আপদের ভয় নাই। অধিক কি কহিব, এ কথা শুনিলে পাছে আমার পিতা মাতার কোন মতান্তর ও অসম্মতি হয়, এই আশঙ্কায় আমি তাঁহাদিগের অসাক্ষাতে

যাইয়া, অবমাননা করিতেও প্রস্তুত হইয়াছি। মহাশয়ের নিকট আমি এক সার কথা বলিয়া রাখি, এখন আমার প্রতিজ্ঞা যে প্রকার অটল ও দৃঢ় হইয়াছে ইহাতে আমার উদ্যম ভঙ্গ করিবার চেষ্টা পাওয়া আপনকার অকর্ত্তব্য।”

এলিজিবেথের মুখহইতে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া স্মোলফ এককালে অবাক্ হইয়া রহিলেন। মনে মনে যে সকল আশা ও ভরসা করিয়াছিলেন সমস্তই বিফল হইয়া পড়িল। কিন্তু এলিজিবেথের সাহসাতিশয় ও যৎপরোনাস্তি পিতৃভক্তি দর্শনে তাঁহার এমনি আশ্চর্য্য বোধ এবং তদুপলক্ষে এমনি অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল, যে পরস্পরের প্রেম সিদ্ধ হইলে তাঁহার যেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দ লাভ হইতে পারিত, ইহাতে বরং তদপেক্ষাও অধিকতর সুখ অনুভূত হইল। স্মোলফ তাঁহার সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, “এলিজিবেথ! শুন আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হইলাম, তাহা তোমাকে বলিয়া জানাইতে পারি না। যথার্থই কহিতেছি তুমি আমাকে পরামর্শী বলিয়া গণনা করাতে আমার সুখ সহস্র গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু যে বিষয়ের উত্থাপন করিলে তাহা যে কি পর্য্যন্ত কঠিন তাহা তোমার জ্ঞাতসার নয়।”

স্মোলফের এই প্রকার ভয় প্রদর্শনের কথা শেষ হইতে না হইতেই, এলিজিবেথ কহিয়া উঠিলেন, “মহাশয়! আমার ভয়ের কেবল দুইটী মাত্র কারণ আছে। স্থির জানিতে পারিয়াছি আপনিই তাহা দূর করিতে সমর্থ হইবেন।” স্মোলফ শুনিবামাত্র ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এলিজিবেথ! সে দুটী কি? বল না কেন? তুমি যাহা বলিবে আমি তাহা অম্লানবদনে সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত আছি।” তোমার প্রার্থনা আমাহইতে সিদ্ধ হইবে না এমন কি আছে? তাহা ভাবিয়াই পাইতেছি না।

তখন এলিজিবেথ উত্তর করিলেন, "মহাশয়! আমার ভয়ের যে দুইটী কারণ আছে তাহা শুনুন। শুনিলে এখনি বুঝিতে পারিবেন। প্রথমতঃ কোন্ পথে যাইতে হইবেক, তাহার কিছুমাত্র অবগত নহি। দ্বিতীয় কারণ এই যে না বলিয়া গেলে আমার পিতার পক্ষে অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে, আমি কেবল এই আশঙ্কায় পড়িয়াই গমন বিষয়ে আপনার পরামর্শ লইতে ও তদনুসারে কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। এক্ষণে সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি আমাকে কোন্ কোন্ গ্রামের মধ্যদিয়া যাইতে হইবেক ও পথশ্রান্ত হইলে কোন্ কোন্ পান্থশালায় থাকিতে হইবেক এবং কাহার সহায়তা অবলম্বন করিলে আমি অধিরাজের নিকট আপনার মনের কথা নিবেদন করিতে সমর্থ হইব, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই সমস্ত বলিয়া দেউন। আর সর্ব্বাগ্রে আমার নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলুন যে আমার এতাদৃশ দোষে যেন আপনার পিতার নিকট আমার নির্দ্দোষী পিতাকে দণ্ডিত হইতে না হয়।"

স্মোলফ এই কথার শেষটী শুনিবামাত্র দশনে রসনা কাটিয়া শপথ পূর্ব্বক কহিলেন, "না, না, এলিজিবেথ! আমি এ বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, আমার পিতাহইতে তোমার পিতার কোন অনিষ্ট হইতে পাইবেক না। সম্প্রতি তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার পিতার উপর অধিরাজের কিরূপ বোধ আছে, তাহা তুমি সবিশেষ জানিতে পারিয়াছ কি না? আমি জানি আমাদের অধিরাজ তাঁহাকে আপনার কালস্বরূপ শত্রু বলিয়া জ্ঞান করেন।" এলিজিবেথ কহিলেন, "মহাশয়! কোন্ অপরাধে তাঁহাকে এরূপ দণ্ডিত হইতে হইতেছে আমি তাহার কিছুমাত্রই অবগত নহি। তাঁহার প্রকৃত নাম কি এবং জন্মভূমি কোথায় তাহা আজি পর্য্যন্তও আমার জ্ঞাতসার হয় নাই। কিন্তু

এই মাত্র কহিতে পারি যে, তিনি ফলে কোন দোষেই দোষী নহেন।”

স্মোলফ অমনি কহিয়া উঠিলেন, “এলিজিবেথ! কি বলিলে, তোমার পিতার যথার্থ নাম ও তাঁহার পদ কি ছিল, তাহা তুমি কিছুই জান না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।” এলিজিবেথ উত্তর করিলেন, “না মহাশয়! আমি ইহার কিছুই অবগত নহি।” স্মোলফ কহিলেন, “তুমি নিতান্ত ধর্ম্মরতা সরলা বালা।” অহঙ্কার ও অভিমান কাহাকে বলে, তাহা অবগত নও। সুতরাং পরে যে কিরূপ পদে পুনর্ব্বার নিবেশিত হইবে, তাহা তোমার সবিশেষ জানিবার আবশ্যক নাই। কেবল পিতা মাতার মঙ্গল চিন্তাতেই কালযাপন করিয়া আসিতেছ এই মাত্র। বংশের মহিমার সহিত যদি নিজ মহিমার তুলনা করিয়া দেখিতে, তাহা হইলে জানিতে পারিতে যে তোমার পিতার কিরূপ নাম থাকিবার সম্ভাবনা।

এই কথা শেষ হইতে না হইতেই এলিজিবেথ কহিলেন, “স্থির হউন মহাশয়! আপনার এ সকল গুপ্ত কথা আমার নিকট ব্যক্ত করিবার আবশ্যক নাই। এসব বৃত্তান্ত পিতার মুখহইতে শ্রবণ করাই যুক্তিসিদ্ধ। ফলে তাঁহারই ইহা প্রকাশ করা উচিত।” স্মোলফ, চমৎকৃতভাবে উত্তর করিলেন, “যে কথা কহিলে যথার্থ বটে। তোমার অন্তঃকরণে ত সাধুভাবের কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। যেমন সরল মন তেমনি সততা, দুই সমান।”

এলিজিবেথ এই কথার পরই পুনর্ব্বার যাত্রা বিষয়ের সাহায্যের কথা উত্থাপন করিলেন। স্মোলফ কহিলেন, “আপাততঃ স্থির হও, এ বিষয়ে সহসা কোন উত্তর দেওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়। সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া উত্তর দেওয়া হইবেক না। এক্ষণে আমি তোমাকে এক কথা

জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে একাকিনী এই কিঞ্চিদূন দুই হাজার ক্রোশ দুর্গম পথ পদব্রজে যাইতে চাহিতেছ, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব বোধ করা যাইতে পারে?" এলিজিবেথ শুনিবামাত্র তদ্গতচিত্তে ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, "মহাশয়! যে করুণাকর পরমেশ্বর আমার পিতার প্রাণরক্ষার্থে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই পিতার উদ্ধারার্থ তিনিই আমাকে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। নিশ্চয় বোধ হইতেছে তিনি আমাকে কোন রূপেই পরিত্যাগ করিবেন না।"

এলিজিবেথের এই রূপ স্থির নিশ্চয় জানিতে পারিয়া স্মোলফ সাতিশয় উদ্বিগ্ন ও মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন এবং খানিক ক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া উত্তর করিলেন, "যাহা হউক, যাবৎ গ্রীষ্মকালের সমাগম ও দিন বৃদ্ধি না হয়, তাবৎ তোমার এ বিষয়ের চর্চ্চা করায় কোন ফল নাই। এখন শীতকাল, তথায় যাত্রা করিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। গাড়ীতে গতিবিধি করা পর্য্যন্তও স্থগিত হইয়াছে। এখন যাইতে হইলে এই সাইবিরিয়ার জলাতেই তোমাকে প্রাণ হারাইতে হইবেক সন্দেহ নাই। যাহা হউক বারান্তরে সাক্ষাৎ হইলে ইহার সদুত্তর প্রদান করিব। এক্ষণে তোমার প্রস্তাব শুনিয়া আমি যেন হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়াছি। বিবেচনা না করিয়া আশু কোন সদুত্তর দিতে সক্ষম হইতেছি না। এ সমস্ত দুরূহ বিষয়ে কিঞ্চিৎ কাল ভালরূপে বিবেচনা ব্যতিরেকে কোন মতামত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নয়। আমি অগ্রে তবলস্কে ফিরিয়া যাইয়া পিতার নিকট এসব কথা উত্থাপন করি এবং তিনি যে পরামর্শ দেন তাহা শুনি, পরে যাহা কর্ত্তব্য হয় করা যাইবেক। আমার পিতার সমান ভদ্র ব্যক্তি প্রায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া ভার। একটা স্থূল কথা বলি শুন। যদি আমার পিতা এ স্থানের শাসনাধিপতি না

হইতেন, তাঁহা হইলে নির্ব্বাসিতগণের ক্লেশের আর সীমা পরিশেষ থাকিত না। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে তিনি বিলক্ষণ ক্ষমতাপন্ন বটেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমাকে সাহায্য করিবার পক্ষে তিনি সে ক্ষমতা কিছুমাত্র প্রকাশ করিতে পারেন না। ফলে এস্থলে তাঁহার ক্ষমতা প্রকাশ করাও কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু আমি তোমার নিকট দৃঢ় বাক্যে এই বলিতে পারি যে তিনি তোমার পিতাকে দণ্ড দিবেন না। ফল কথা এই যে, যে ব্যক্তি হইতে এমন ধার্ম্মিক ও সাহসিক সন্তানের উৎপত্তি হইয়াছে অথবা যিনি তোমাকে সন্তান বলিয়া মনে মনে গর্ব্বিত হইতেছেন, তিনি কখন দণ্ডের যোগ্য পাত্র নহেন। যাহা হউক এক্ষণে আমি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া তোমাকে একটা কথা বলি, তুমি আমার অপরাধ গ্রহণ করিও না। এক্ষণে তোমার মনে যেরূপ চিন্তা হইয়াছে তাহাতে অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা স্থান পাইতে পারে না। সুতরাং তুমি যে আমার সহিত প্রীতি প্রণয় করিবে তাহার কিছুমাত্র প্রত্যাশা রাখি না। যাহা হউক পরে কোন না কোন দিন তোমাকে স্বদেশেতেই পুনর্ব্বার স্বপদস্থ হইতে হইবেক এবং পদস্থ হইয়া যৎপরোনাস্তি সুখ সম্ভোগেও কাল হরণ করিবে, তাহার অন্যথা হইবেক না। এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে সে সময়ে যেন তুমি আমাকে কদাচ বিস্মৃত না হও। এই বিজন মরুদেশে আমিই তোমাকে অগ্রে দেখিয়াছি এবং আমিই তোমার প্রশংসিত গুণে নিতান্ত বাধিত হইয়া তোমাতেই মন সমর্পণ করিয়াছি। ফলে আমি তোমাকে এত দূর পর্য্যন্ত ভাল বাসি যে যদি তোমার সহিত এই নির্ব্বাসিত অবস্থায় থাকিয়া আমাকে যাবজ্জীবন অপার ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর এবং বস্তুতঃ তাহাতেও আমি সম্পূর্ণ রূপে সম্মত আছি। কিন্তু সে সময় যেন

তোমার স্মরণ হয়, যে ইসিমের জঙ্গলে এই ব্যক্তি তোমাকে সর্ব্বাগ্রে দেখিয়াছে, এবং তোমার অসাধারণ গুণে নিতান্ত বাধিত হইয়া তোমাকে যৎপরোনাস্তি ভাল বাসিয়াছে। ইহার মনে এত দূর পর্য্যন্ত বিবেচনা হইতেছে, যে অতুল ঐশ্বর্য্যরাশির মধ্যে থাকিয়া পরম সুখে কালযাপন করা অপেক্ষা তোমার সহিত বনবাসী হইয়া যাবজ্জীবন ক্লেশ ভোগ করাও যৎপরোনাস্তি শ্রেয়স্কর।"

এই সকল কথা বলিতে বলিতে অন্তর্বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠ অবরুদ্ধ প্রায় হইয়া উঠিল। মুখ দিয়া আর একটী কথাও নির্গত হইল না। স্মোলফ আপনাকে শোকাবেগে নিতান্ত ব্যাকুল দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। জন্মাবচ্ছিন্নে কথনই এমন ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হন নাই। কখন কাহাকে এত দূর পর্য্যন্ত মনের সহিত ভালও বাসেন নাই।

স্মোলফ যখন এই সমস্ত কথা বার্ত্তা কহেন, তখন এলিজিবেথ এককালে অবাক্ ও অস্পন্দ হইয়া রহিলেন। তিনি বস্তুতঃ পিতা মাতা ব্যতীত পৃথিবীর মধ্যে আর কাহারও বিষয় ভাবিতেন না। এবং তদ্ভিন্ন আর কাহার চিন্তাও তাঁহার অন্তঃকরণে স্থান পাইত না। ফলে অন্য যত কিছু সমস্তই তাঁহার নূতন ও অদ্ভুত বোধ হইত। যদি তিনি এ বিষয় ভালরূপে বুঝিতে পারিতেন এবং তাঁহার মন ইহাতে একান্ত লীন ও দ্রবীভূত হইত তাহা হইলে আর এ সকল বিষয় তাঁহার এত অদ্ভুত বোধ হইত না। পিতা মাতাকেও সুখী বলিয়া বোধ করিতেন, স্মোলফকেও যথোচিত ভাল বাসিতেন। ফলে তেমনিটী ঘটিয়া উঠিলে স্মোলফ সেই অবধিই তাঁহার প্রণয়ভাজন হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তখন এলিজিবেথের মনে কেবল পিতা মাতার চিন্তা ব্যতীত আর কোন চিন্তাই স্থান পাইতে পারে নাই।

এলিজিবেথ পুরুষজাতির রীতি চরিত্র ও আচার ব্যবহার কিছুই অবগত ছিলেন না সত্য বটে, তথাপি তাঁহার ধর্ম্মানুগত বুদ্ধিতে এখন এমনি বোধ হইল যে, যদি কোন পুরুষ নির্জন দেশে প্রীতি জানায় ও স্পষ্টরূপে সেই প্রীতিঘটিত কথা বার্ত্তা কয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের পক্ষে একাকিনী তাহার সহিত অধিক ক্ষণ বিরলে থাকা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া এলিজিবেথ সেই ভজনা মন্দিরহইতে বহির্গত হইবার জন্য উদ্যত হইলেন, এবং তখনি অমনি দ্বার পর্য্যন্ত চলিয়া আইলেন। স্মোলফ ভাবদ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সবিনয় সম্বোধনে কহিতে লাগিলেন, "ভদ্রে! এলিজিবেথ! আমি কি তোমার নিকটে অপরাধী হইলাম, ধর্ম্ম সাক্ষী আছেন এবং পরমেশ্বরের শপথ করিয়াও কহিতেছি, আমি তোমাকে যেমন ভাল বাসি তেমনিই সম্মান করি। দৃঢ় বাক্যে কহিতে পারি, তুমি আমাকে জন্মাবচ্ছিন্নে আর এ কথার উত্থাপন না করিয়া মরিতে বলিলেও তাহাতে দ্বিরুক্তি করিব না, তখনি তাহাতে সম্মত হইব। যদি আমার মনের ভাব এমন হয় তবে আমি কিরূপে অপরাধী হইলাম?"

এলিজিবেথ এই কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, "না, না, মহাশয়! আপনার কোন দোষ নাই, আপনি এমন কথা বলেন কেন? আমি আপনার সহিত পিতা মাতার উদ্ধারের বিষয়ে পরামর্শ করিতে আসিয়াছিলাম। আপনিও অনুগ্রহ করিয়া আমার কথা সকল শুনিলেন। কথা বার্ত্তা শেষ হইল, এখন আবার তাঁহাদের নিকট ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইতেছি এই মাত্র।" স্মোলফ কহিলেন, "তবে ভাল! এখন তুমি কর্ত্তব্য সাধনে অনায়াসেই যত্ন করিতে পার। তুমি পিতৃকার্য্য বিষয়ে পরামর্শ করিবার

জন্য যে আমাকে তোমার উপযুক্ত ও মনোনীত পাত্র বোধ করিয়াছ, তাহাতেই আমাকে চরিতার্থ করা হইয়াছে। ফলে এ ব্যাপারহইতে তোমাকে বিচলিত করিতেও আমার কিছুমাত্র বাসনা নাই। এক্ষণে তোমার নিকট স্পষ্টরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি এ বিষয়ে যে যে উপায় আমাদ্বারা হইতে পারিবেক, আমি যথাসাধ্য তাহাতে যত্নের ত্রুটি করিব না, আগামি রবিবার দিবস এ বিষয়ে যে সকল পরামর্শ দিতে হইবেক আমি তাহা লিখিয়া তোমার হস্তে সমর্পণ করিব।" এই রূপ কথোপকথনের পর, আগামি রবিবারে পুনর্ব্বার ভজনালয়ে পরস্পর সাক্ষাৎ হইবেক এই প্রত্যাশায় উভয়েই প্রস্থান করিলেন।

রবিবার উপস্থিত হইল। এলিজিবেথ পরমানন্দে মাতার সহিত সেইপ্রকার ভজনালয়ে চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া কত ক্ষণে স্মোলফের সহিত সাক্ষাৎ হইবেক, কত ক্ষণে আপন যাত্রার সুবিধার জন্য তাঁহার নিকট লিখিত আবশ্যক উপদেশ সকল গ্রহণ করিবেন, এই চিন্তাতেই অধৈর্য্য হইতে লাগিলেন। রীতিমত উপাসনার কার্য্য সকল ক্রমে ক্রমে সমাহিত হইল, তথাপি স্মোলফের দেখা নাই। এলিজিবেথ মহাব্যাকুল হইতে লাগিলেন, এদিগে ফেডোরা প্রাস্থানিক উপাসনা করিতেছেন এই অবকাশে এলিজিবেথ এক বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গো! আপনি কি আজি স্মোলফ মহাশয়কে এই ভজনালয়ে উপস্থিত হইতে দেখিয়াছিলেন?" বৃদ্ধা উত্তর করিলেন, "আজি তাঁহাকে এখানে দেখিবার বিষয় কি? তিনি যে দুই দিবস হইল তবলস্কে চলিয়া গিয়াছেন।"

বৃদ্ধার মুখে এই কথা শুনিবামাত্র এলিজিবেথের যে প্রকার নৈরাশ্য উৎপন্ন হইল তাহা আর বক্তব্য নহে। তাঁহার এমনি বোধ হইল যেন অভীষ্ট বিষয়টী তাঁহার

হস্তগত হইতেছিল হঠাৎ তাঁহার হস্তের বহির্ভূত হইল। অসঙ্খ্য অসঙ্খ্য শঙ্কা সকল উৎপন্ন হইতে লাগিল, তিনিও তদনুসারে ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। স্মোলফ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করিয়া যখন চলিয়া গিয়াছেন তখন তব-লস্কে যাইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিবেন ইহাই বা তিনি কি রূপে আশা করিতে পারেন। আর যদিও তাঁহার স্মরণ থাকে তথাপি কার্য্য সিদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিবেন, ইহাই বা তাঁহার মনে কি প্রকারে বিশ্বাস হয়?

এই রূপ দুর্ভাবনায় পড়িয়া এলিজিবেথের যেরূপ কষ্টে দিবা রাত্রি যাপিত হইতে লাগিল তাহা ব্যক্ত করা সহজ ব্যাপার নহে। মনোমত দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না যে তাহার নিকটে দুঃখের কথা ব্যক্ত করিয়া বলেন এবং কোন বিষয়ের পরামর্শ করেন, সুতরাং আপনার দুঃখভার আপনিই বহন করিতে এবং বহিয়া আপনিই ক্লান্ত ও কাতর হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাদৃশ শোকাবেগ পিতা মাতার নিকট গোপন করিতেও যথাসাধ্য ত্রুটি করেন নাই। এই রূপে তিনি অধিক ক্ষণ শোক সম্বরণে অসমর্থ হইয়া নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বেই পিতা মাতার নিকটহইতে উঠিয়া আপ-নার শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং প্রবেশিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এলিজিবেথ তথাহইতে উঠিয়া যাইবামাত্র তাঁহার মাতা ফেডোরা পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে দেখ! আমার অন্তঃকরণে একটা ভারি দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে তোমাকে না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আমার এলিজিবেথের ভাবের কত ব্যত্যয় হইয়া উঠি-য়াছে, তুমি কি কিছু লক্ষ্য করিতে পার নাই? সে যত ক্ষণ আমাদের সঙ্গে একত্রে ছিল, তত ক্ষণ তাহাকে মহাভাবিত ও যৎপরোনাস্তি বিমর্ষ বোধ হইয়াছে। আমি বিলক্ষণ

লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, স্মোলফের নাম শুনিবামাত্র তাহার মুখমণ্ডলে প্রফুল্লতার সহিত লজ্জার আবির্ভাব হয়, আর তাঁহার অদর্শনে তাহার ক্লেশের সীমা থাকে না। আজি সে ভজনালয়ে যাইয়া বড়ই অন্যমনস্ক হইয়াছিল। স্মোলফের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে সতৃষ্ণ নয়নে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহাকে তথায় দেখিতে পাইল না। অনন্তর মহাব্যাকুল হইয়া স্মোলফ সেইম্‌কায় আছেন কি না। এ কথা এক জন বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল। এবং বৃদ্ধার মুখহইতে, "তিনি আজি দুই দিন হইল তবলস্কে গিয়াছেন," এই উত্তর শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ম্রিয়মাণ ও বিমর্ষ হইয়া পড়িল। আহা! নাথ! আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, আমাদের শুভ বিবাহের পূর্ব্বে আমারও এই প্রকার ভাবের উদয় হইয়াছিল। কেহ আমার সমুখে তোমার নাম করিলে আমার লজ্জা বোধ হইত, তোমাকে দর্শন করিবার অভিলাষে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতাম এবং না দেখিতে পাইলে কেবল অনবরত রোদন করিতে থাকিতাম। হায়! হায়! কি হতভাগ্য! এই সকল প্রণয়ের লক্ষণ আমার কন্যার হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়া সফল হইবেক, ইহা কস্মিন্ কালেও দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাকে যাবজ্জীবন অসহ্য ক্লেশে কালযাপন করিতে হইবেক। ফলে বোধ হইতেছে আমার মত সুখভাগিনী ও সৌভাগ্যবতী হওয়া তাহার ভাগ্যে নাই।"

স্প্রিঙ্গর এই সকল কথা শুনিবামাত্র দুঃখিত ভাবে কহিলেন, "এই নির্ব্বাসনাবস্থায় বনবাসিনী হইয়া তুমি ত বড়ই সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছ। বনবাসে আবার সুখ সৌভাগ্যের বিষয় কি?" ফেডোরা "যে নারী প্রাণ সমান প্রণয়ীর সহবাসে কাল যাপন করিতে পারে, তাহার বন ও নির্ব্বাসন বলিয়া বোধ থাকে না," এই কথা

বলিতে বলিতে আপন পতিকে প্রেমের সহিত নির্ভরে আলিঙ্গন করিলেন।

ক্ষণকাল বিলম্বে তাঁহার সেই পূর্ব্বচিন্তার উদয় হইলে পর, তিনি পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, "দেখ! আমার এলিজিবেথকে স্মোলফের প্রতি আসক্ত দেখিয়া আমার বড়ই ভয় হইতেছে। স্মোলফ আমার এমন পরম সুন্দরী ও ধর্ম্মপরায়ণা কন্যাকে কেবল এক জন সামান্য হতভাগা নির্ব্বাসিতের কন্যা বলিয়া বোধ করিবেন, এবং ঘৃণা করিয়া তাহাকে তত মান্য করিবেন না। ফলে বোধ হইতেছে তিনি এমন করিলেও করিতে পারেন। যদি তিনি তাহার প্রতি এমন করেন তবে আমার প্রাণধন এলিজিবেথ মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইবেক এবং যাবজ্জীবন অসুখে কালযাপন করিবেক।"

এই সকল কথা কহিতে কহিতে অন্তর্বাষ্পভরে ফেডোরার কণ্ঠ অবরুদ্ধ প্রায় হইয়া উঠিল, আর অধিক কথা কহিতে পারিলেন না। ইতিপূর্ব্বে তিনি যখন স্বামির নিকট দুঃখ প্রকাশ করিতেন তখন অনায়াসেই সেই দুঃখ সান্ত্বনা করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু সম্প্রতি কন্যার ভাবি সুখের বিষয়ে শঙ্কা ও উদ্বেগ সকল কিছুতেই দূর করিতে পারিলেন না।

স্প্রিঙ্গর খানিক ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "প্রিয়তমে! শান্ত হও, ধৈর্য্য অবলম্বন কর। আমি স্বয়ং এলিজিবেথকে লক্ষ্য করিয়াছি, দৃঢ় বাক্যে কহিতে পারি আমি তোমাহইতেও বরং অধিক দেখিয়াছি সন্দেহ নাই। তাহার মনের যে গতি তাহা আমি যেমন সবিশেষ অবগত হইয়াছি তুমি তেমন অবগত হইতে পার নাই। আমি নিশ্চয় জানিয়াছি স্মোলফের প্রতি এলিজিবেথের প্রণয় ভাব কিছুমাত্র নাই। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে যদি এই দণ্ডে

স্মোলফ মহাশয়কে কন্যা দান কর, তিনি কদাচ অগ্রাহ্য করেন না, এবং জঙ্গলা ও অসভ্য জাতি বলিয়া কিঞ্চিন্মাত্র ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা করেন না। আমার কন্যা যে অবস্থাতে আছে, স্মোলফ ইহাতেই তাহার উপযুক্ত পাত্র হইতে পারেন। তোমাকে একটী ফল কথা বলি শুন, আমার এলিজিবেথ যাবজ্জীবন বনবাসিনী থাকিয়া কাল হরণ করিবে এমন কদাচই হইবেক না। এবং অপ্রকাশ্য ভাবে যে চির-কাল থাকিবেক ইহাও অসম্ভব। ফলে এলিজিবেথের চির-দিন অসুখে থাকা আমার স্বপ্নের অগোচর। অথবা সে এ সকল ক্লেশের উপযুক্ত পাত্রই নয়। নিশ্চয় বোধ হই-তেছে তাহার অদৃষ্টে এ সমস্ত যাতনা ঘটিতেই পারে না। পরমেশ্বর আমার এলিজিবেথকে যে সমস্ত অলৌকিক গুণ দিয়াছেন, তাহা কখন না কখন অবশ্যই প্রকাশ পাইবেক সন্দেহ নাই। তবে তাহা সত্বরে কি বিলম্বে হইবেক, তাহা আমাদের অগোচর। কেবল পরমেশ্বরই জানেন।” নির্ব্বা-সিত হইয়া অবধি স্প্রিঙ্গরের মনে আর কখনই এমত আশার উদয় হয় নাই। ফেডোরা পতির কথা শুনিয়া ভাবি বিষয়ে অনেক সন্তোষসূচক বাদানুবাদ ও তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার কথায় নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন।

এলিজিবেথ ক্রমাগত এই রূপে দুই মাস কাল যুবক স্মো-লফের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেইম্‌কায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। যখন যান তখনি দেখেন স্মোলফ আসেন নাই। শেষে লোকমুখে শুনিতে পাইলেন যে তিনি তবলস্কহইতেও বা-হির হইয়াছেন। ইহাতে তিনি মনে মনে যত আশা ভরসা করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে সকলই লুপ্ত হইয়া পড়িল। এবং স্মোলফ যে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন

ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ করিলেন না। পরে নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া বিস্তর রোদন করিতে লাগিলেন। অনেকে আশঙ্কা করিতে পারেন যে, এলিজিবেথ প্রতি-প্রণয়ের অভাবেই ক্ষুণ্ণ হইয়া রোদন করিলেন, কিন্তু ফলতঃ তাহা নহে। কারণ, তাঁহার এই অভিপ্রায় যখন ভাবান্তরের সহিত মিলিত ছিল, তখন সেই রোদনকে দূষিত ও কলুষিত বলা যাইতে পারে না।

বৈশাখ মাস উপস্থিত, হিমানী সকল ক্রমে ক্রমে দ্রব হইতে আরম্ভ হইল। তরুগণ নবপল্লবে সুশোভিত এবং প্রফুল্ল সুরভি কুসুমের সৌরভে দিক্ সকল আমোদিত হইয়া উঠিল। পক্ষিরা নিষ্পত্র পাদপশাখায় বসিয়া মধুর স্বরে গান করিতে লাগিল। হংস সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ হ্রদে ও সরোবরে চরিয়া বেড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। বসন্তাগমের এই সকল শুভ লক্ষণ দেখিয়া এলিজিবেথ মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমার যাত্রা করিবার এই প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে। যদি এ সময় আমি অনর্থক বহিয়া যাইতে দি, তাহা হইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিবেক। মনে মনে এই রূপ বিবেচনা করিয়া তিনি কেবল পরমেশ্বর ও আপন শক্তি এই উভয়ের উপর নির্ভর করিয়া একাকিনীই প্রস্থান করিতে মনস্থ করিলেন।

এক দিন তাঁহার পিতা উদ্যানে বসিয়া কৃষিকর্ম্ম করিতেছেন, এলিজিবেথ যাইয়া তাঁহার নিকটে উপবেশন করিলেন এবং দেখিলেন তিনি অনন্যমনেই আপনার কর্ম্ম করিতেছেন। স্প্রিঙ্গর এলিজিবেথকে এ পর্য্যন্ত কখনই আপনার দুর্ভাগ্যের বিষয় জানান নাই, আর এলিজিবেথও জানিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন নাই। তিনি মনে মনে এমনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে যাবৎ আপনি তাঁহাদিগকে দৃঢ়

বাক্যে না বলিতে পারিবেন যে আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বা-বস্থায় স্থাপন করিব সন্দেহ নাই, অবং তাঁহাদের পদ-চ্যুতির কথা কোন মতেই শ্রবণ করিবেন না।

এলিজিবেথ তখন পর্য্যন্তও স্মোলফের বাক্যে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া রহিয়াছিলেন। সম্প্রতি ভাবিয়া দেখিলেন যে, আর তাঁহার আশায় থাকা কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়। ফলে স্মোলফের সহায়তায় তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইবেক তখন আর ইহার কিছুমাত্র আশাও ছিল না। তিনি অন্যান্য উপায় সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং প্রকাশ করিয়া কহিতেও ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু বলিবার পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখিলেন যে সহসা প্রকাশ করিয়া বলিতে গেলে ইহাতে বিস্তর প্রতিবন্ধক হইবার সম্ভাবনা আছে। তৎ-কালে তাঁহার ইহাও স্মরণ হইল যে স্মোলফ তাঁহাকে এসব কথা কহিয়া গিয়াছেন। মধ্যে জনক জননীর স্নেহ-হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যে বড় সহজ ব্যাপার নহে, ইহাও তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। এখন কি বলিয়া তাঁহা-দের ভয় ভঞ্জন করিবেন, কি বলিয়াই বা তাঁহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন এবং কেমন করিয়াই বা তাঁহাদের প্রার্থনা সিদ্ধ না করিয়া থাকিবেন, এলিজিবেথের এই রূপ মহা ভাবনা হইতে লাগিল। ফলে যখন তাঁহারা এমন কথা কহিবেন যে, আমরা সন্তানকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিয়া ও তাহাকে বিপদে ফেলিয়া পূর্ব্বপদের ও প্রচুর সম্পদের সুখভোগ করিতে চাই না, এবং সে সুখকে সুখ বলিয়াই ধর্ত্তব্য করি না, তখন তিনি কি বলিয়াই বা উত্তর দিতে সমর্থ হইবেন। এলিজিবেথ এই সমস্ত বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে পিতা যে নিকটে রহিয়াছেন তাহা বিস্মৃত হইয়া গেলেন। এবং অতিশয় রোদন করত উচ্চ স্বরে এই বলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, " আমার

পিতা যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিবেন, আমি যেন বাক্যের কৌশলে সে সমস্ত খণ্ডন করিতে সমর্থ হই।”

স্প্রিঙ্গর এলিজিবেথের বাষ্পাকুল কণ্ঠের ধ্বনি শুনিতে পাইবামাত্র তাঁহার দিগে নেত্রপাত করিলেন। এবং দ্রুতবেগে নিকটে যাইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া বার বার জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, “বৎসে! এলিজিবেথ! কি হইয়াছে? তুমি কাঁদিতেছ কেন? যদি তোমার মনে কিছু দুঃখবোধ হইয়া থাকে তুমি আমার কোলে আসিয়া ক্রন্দন কর।” এলিজিবেথ উত্তর করিলেন, “পিতঃ! আর আমাকে এখানে রাখিও না। তুমি ত আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছ, এখন আমাকে প্রস্থানের অনুমতি কর। পরমেশ্বর আপনিই আমার অন্তঃকরণে প্রবৃত্তি দিতেছেন।” এলিজিবেথের এই কথা শেষ হইতে না হইতে ভৃত্য আসিয়া কহিল, “মহাশয়! স্মোলফ মহাশয় এখানে আসিয়াছেন।”

এলিজিবেথ স্মোলফ মহাশয় আসিয়াছেন এই কথা শুনিবামাত্র অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া পিতার হস্ত ধরিয়া কহিতে লাগিলেন, “পিতঃ! দেখ দয়াময় পরমেশ্বরের কি ইচ্ছা! বোধ হইতেছে তিনি আমাদের প্রতি সদয় হইয়াছেন। তিনি মুখ তুলিয়া না চাহিলে এমন ঘটনা কদাচই হইত না। তিনি যে ব্যক্তিকে এমন সময়ে এখানে আসিতে প্রবৃত্তি দিয়াছেন, তিনি সামান্য ব্যক্তি নহেন। যে কোন প্রকার কঠিন কর্ম্ম হউক না কেন, তাঁহার অসাধ্য বা দুঃসাধ্য কিছুই নাই। তাঁহার পক্ষে সকলই সহজ ও সকলই নির্ব্বিঘ্ন। যাহা হউক এখন বোধ হইতেছে আমাহইতেই তোমার এই দুঃসহ নির্ব্বাসন যাতনা অবশ্যই নিবারণ হইবেক সন্দেহ নাই।”

এলিজিবেথ পিতাকে এই কথা বলিয়াই স্মোলফের সহিত

সাক্ষাৎ করিতে অতি দ্রুত বেগে ধাবমান হইলেন। পিতার মুখহইতে কোন উত্তর শুনিতে আর বিলম্ব সহিল না। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে জননীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে এলিজিবেথ তাঁহাকে নির্ভর আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "মা! আসুন আসুন শীঘ্র আসুন। স্মোলফ মহাশয় আসিয়াছেন, চলুন, গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা যাউক।" এই কথা বলিয়া তাঁহারা উভয়েই কুটীরাভিমুখে অতি দ্রুতপদে গমন করিলেন এবং উপস্থিত হইয়া দেখিলেন এক জন অতি মহামহিম ব্যক্তি সেনাপতির পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন হইয়া ও পারিষদ্বর্গকে সমভিব্যাহারে লইয়া কুটীর মধ্যে বসিয়া আছেন। ফেডোরা ও তাঁহার কন্যা উভয়েই দর্শন করিবামাত্র আপাততঃ বিস্মিত ও চমকিত হইয়া উঠিলেন। নিকটস্থ ভৃত্য "ইনিই স্মোলফ মহাশয়" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিল। এলিজিবেথ সেই কথায় পুনর্ব্বার আশাভরসাহীন হইয়া পড়িলেন। প্রফুল্ল বদন কমল সাতিশয় ম্লান হইয়া উঠিল। এবং নয়ন যুগলহইতে দরদরিত ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল। ফেডোরা কন্যার তাদৃশ কাতরতা ও উদ্বেগ দেখিয়া সাতিশয় বিমর্ষ ও দুঃখিত হইলেন এবং অপর সাধারণে না জানিতে পারে এজন্য অপনি তাঁহাকে আপনার পশ্চাতে রাখিলেন। ফেডোরার মনে মনে এমনি হইতে লাগিল যে প্রাণ দিলেও যদি তাঁহার তনয়াকে সেই দুরাগ্রহহইতে মুক্ত করিতে পারেন তাহাতেও তাঁহার সম্মতি ছিল।

প্রদেশাধিপতি নির্ব্বাসিতদিগের সহিত গোপনে কথোপকথন করিবেন বলিয়া আদৌ তাবৎ সঙ্গিগণকে বিদায় করিলেন। পরে স্প্রিঙ্গরের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "দেখুন, অনেক দিন হইল, রুশিয়াধিনাথ আপনাদিগকে বিবাসিত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু আমি

একাল পর্য্যন্ত এত দূর আসিয়া দেখা সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে পারি নাই। এস্থানে আমার এই প্রথম আগমন। অধিরাজ নির্ব্বাসিতগণের তত্ত্বাবধানের ভার যে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তাহাতে আমার এখন বড়ই সন্তোষ হইতেছে। যদি আমার উপরি এ ক্ষমতা অর্পিত না হইত তাহা হইলে আর আমার এতাদৃশ সাধু ব্যক্তির সহিত কখনই দেখা সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এবং এমত সদাশয় ব্যক্তির দুঃখে যে আমরা কি পর্য্যন্ত দুঃখিত আছি, তাহাও দেখাইতে পারিতাম না। যাহা হউক আমার এ বড় দুঃখের বিষয় বলিতে হইবেক যে, আমি সন্তোষপূর্ব্বক আপনকার যে সাহায্য ও আনুকূল্য করিতে পারিতাম, রাজার আদেশে কেবল আমাকে সেইটীই করিতে দিতেছে না।”

স্প্রিঙ্গর প্রদেশাধিপতির এই সকল কথায় বড় সমাদর করিলেন না। বরং কহিলেন, “ মহাশয়! আমি মনুষ্যের আনুকূল্য পাইবার কোন আশাই রাখি না, তাহাদের সুবিচারের কিছুমাত্র ভরসা করি না এবং তাহাদের অনুগ্রহেরও প্রার্থনা রাখি না। দুর্ভাগ্যবশতঃ যখন আমি আত্মীয় স্বজনের নিকটহইতে দূরীভূত হইয়াছি, তখন আমার এই বনবাসই ভাল। এখানেই আমার সুখ, এখানেই আমার সন্তোষ।” প্রদেশাধিপতি কিঞ্চিৎ দুঃখিত ভাবে কহিলেন, “ আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অফল কথা নহে। আপনার ন্যায় মহামহিম ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির স্বাধিকারচ্যুত ও বিবাসিত হওয়া অত্যন্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবেক।” এই কথায় স্প্রিঙ্গর উত্তর করিলেন, “ ইহা অপেক্ষাও আমার অত্যন্ত মনঃক্ষোভ এই যে এই বিবাসিত অবস্থাতেই আমাকে মরিতে হইবেক।” এই কথা বলিয়াই তিনি মৌন হইয়া রহিলেন। যদি আর একটি কথা কহি-

তেন তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার অশ্রুপাত হইত। কিন্তু আপনার মনস্তাপ মনুষ্যের নিকটে ব্যক্ত করিতে তাঁহার বড়ই লজ্জাবোধ হইত।

এলিজিবেথ মাতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া প্রদেশাধিপতির মুখের প্রতি কাতর নয়নে ও অস্ফুটরূপে দৃষ্টি দিয়া রহিয়াছেন, এবং বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন যে মনোগত অভিপ্রায় তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলে তিনি তাহাতে দয়া প্রকাশ করিতে পারেন কি না। এমন সময়ে প্রদেশাধিপতি তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং দেখিবামাত্র তাঁহাকে এলিজিবেথ বলিয়া বোধ করিলেন, কারণ তিনি আপন পুত্রের মুখে অনেক বার তাঁহার কথা শুনিয়াছিলেন এবং আপনি স্বচক্ষে তুলনা করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার পুত্রের নিকট যে একখানি পরম সুন্দরী কুমারীর ছবি ছিল, তাহা এলিজিবেথেরই প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কাহারও সম্ভব হইতে পারে না। তিনি এলিজিবেথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভদ্রে! আমার পুত্র তোমার নিকট পরিচিত ছিলেন। সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে তোমার নাম শুনিতে পাইতাম। তোমার গুণের কথা তাঁহার চিত্তপটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। নিশ্চিত বোধ হইতেছে, তিনি তোমাকে কদাচই বিস্মৃত হইবেন না।"

এই কথা শুনিবামাত্র ফেডোরা কহিয়া উঠিলেন, "মহাশয়! আপনি তাঁহার মুখে কি এ কথা শুনেন নাই, যে এলিজিবেথ তাঁহাকে পিতৃপ্রাণদাতা বলিয়া তাঁহার নিকট ঋণী হইয়া রহিয়াছে।" প্রদেশাধিপতি কহিলেন, "না, এ কথা আমার কর্ণগোচর হয় নাই। তিনি কেবল আমাকে এই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে এলিজিবেথ কি প্রকারে পিতা মাতার উদ্ধার বিষয়ে শীঘ্র যত্ন করিতে সমর্থ হন এই মাত্র।" স্প্রিঙ্গর শুনিয়া উত্তর করিলেন, "মহাশয়!

পরমেশ্বর যখন এই কন্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন তখন আর আমাদিগকে কোন শুভ ফলেই বঞ্চিত করেন নাই। তিনি যে যে বিষয়ে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তাহা মনুষ্যের অন্যথা করা দুঃসাধ্য।”

প্রদেশাধিপতি আপন মনোগত সদয় ভাব গোপন করিবার জন্য ক্ষণ কাল স্তব্ধ ভাবে থাকিলেন, অনন্তর এলিজিবেথকে পুনর্ব্বার সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “ভদ্রে! দুই মাস অতীত হইল আমার পুত্র সেইম্‌কায় থাকিতে থাকিতে অধিনাথের নিকটহইতে এক আজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পত্র প্রাপ্তিমাত্রে তাঁহাকে সেইম্‌কা ত্যাগ করিয়া লিবোনিয়ায় যাইয়া সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে। করিবেন কি, অধিরাজের আজ্ঞা অবহেলন করিতে পারেন না। ফলে তাঁহার তাহাতে অবাধ্যতা প্রকাশ করাও অতি অকর্ত্তব্য। কিন্তু প্রস্থান কালে তিনি তোমাকে একখানি পত্র পাঠাইবার জন্য আমাকে বিস্তর অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোন আপদ ঘটিবার আশঙ্কায় আমি অন্যদ্বারা তাহা পাঠাইতে সমর্থ হই নাই। বিশেষতঃ অন্য হস্তে পাঠাইতে বিশেষ নিষেধও আছে। অতএব স্বয়ং সেই পত্র লইয়া আসিয়াছি, গ্রহণ কর।”

এলিজিবেথ লজ্জিতভাবে তাঁহার হস্তহইতে পত্রখানি গ্রহণ করিলেন। প্রদেশাধিপতি এলিজিবেথের পিতা মাতাকে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন দেখিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, “আপনারা বড় সুখী, পরমেশ্বর আপনাদিগকে সম্পূর্ণ রূপেই ক্ষেমভাজন করিয়াছেন। আহা! জনক জননীর যে সুখ হইতে হয়, তাহা আপনাদিগেরই হইয়াছে। জগদীশ্বর আপনাদিগকে যখন এমন কন্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন তখন আর আপনাদিগের সুখের কিছুই অভাব

নাই। ফলে এমন হিতৈষিণী তনয়ার পিতা মাতা শত শত ধন্যবাদের যোগ্য তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।”

অনন্তর তিনি নিজ পারিষদ্‌গণ ও সমভিব্যাহারী পুরুষ-দিগকে নিকটে ডাকিয়া তাহাদের সম্মুখে স্প্রিঙ্গরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “মহাশয়! আপনার প্রতি আমাদের অধিরাজের এমনি কঠিন আজ্ঞা প্রচার হয় যে আপনি এ স্থানে জন প্রাণির সহিত কদাচ আলাপাদি করিতে পাইবেন না। কিন্তু আমি তদ্বিষয়ে এক আজ্ঞা দিতেছি যে কোন পাদরি লোক চীন রাজ্যের নিকটস্থ দেশহইতে প্রত্যাগমন কালে আপনার আশ্রমে আসিয়া অতিথি হইলে, আপনি নির্ভয়ে তাঁহার আতিথ্য করিতে ও আশ্রয় দিতে সমর্থ হইবেন।”

প্রদেশাধিপতি এই সকল কথা কহিয়া প্রস্থান করিলে পর, এলিজিবেথ স্থির চিত্তে সেই পত্রখানির প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সহসা খুলিতে সাহস করিলেন না। স্প্রিঙ্গর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎসে! যদি পাঠ করিবার জন্য পিতা মাতার অনুমতি অপেক্ষা করিয়া থাক তবে তাহা তোমার প্রাপ্ত হইয়াছে বোধ কর।” এলিজিবেথ এই কথা শুনিয়া কম্পিতহস্তে পত্রখানি উন্মোচন করিলেন এবং পড়িতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেক কথাতেই তাঁহার আনন্দ অনুভব হইতে লাগিল এবং ভূরি ভূরি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে লাগিলেন। পাঠ সাঙ্গ হইলে পর তিনি জনক জননীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “এত দিনের পর এখন প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে। এবং সকল বিষয়ই অনুকূল দেখিতেছি। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এখন আমার পথ নিষ্কণ্টক ও অবারিত হইয়াছে। বোধ হইতেছে আমার অভিপ্রায়ে পরমেশ্বরের

সম্মতি ও অনুমতি হইয়াছে। এক্ষণে আপনাদের অনুমতি পাইলে চরিতার্থ হই।”

এলিজিবেথের এই কথা শুনিবামাত্র স্প্রিঙ্গরের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। কারণ, তিনি সেই পত্রের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্নী ফেডোরা তাহার কিছুমাত্রই বুঝিতে পারেন নাই। ফেডোরা এলিজিবেথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বৎসে! দেখি তোমার পত্রের তাৎপর্য্য কি?” ইহা বলিয়া তিনি সেই পত্র লইয়া দেখিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার কন্যা অতি সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে লইতে দিলেন না, কহিলেন, “মা! ক্ষমা করুন, বিনয় করিয়া কহিতেছি, আমি ইহা আপনাকে দেখাইতে পারিব না। পত্রের মর্ম্ম অদ্যাপি জানিতে পারেন নাই। এখন আপনার নিকট এ কথা কহিতে আমার বড়ই শঙ্কা হয়। ফলে আপনার ভয়েই আমার সাহস ও উৎসাহ হইতেছে না। সম্প্রতি আমার ইহা ব্যতীত আর অন্য কোন আপত্তি নাই। আপনি অনুমতি করুন, আমি পিতার নিকট ব্যক্ত করিয়া কহিতেছি। আপনার অপেক্ষা তাঁহার দৃঢ়তা অধিক আছে সন্দেহ নাই।”

এই সকল কথা শেষ হইতে না হইতে স্প্রিঙ্গর কহিয়া উঠিলেন, ‘বৎসে! এলিজিবেথ! তুমি জনক ও জননীকে কদাচ ভিন্ন বলিয়া বোধ করিও না। বিবাসনে ও দীনভাবে আমাদের যে ক্লেশ উৎপন্ন করিতে না পারিয়াছে তোমা-হইতে যেন তাহা কদাচই না হয়।” এই কথার পরে ফেডোরাকে কহিলেন, “প্রিয়ে! তুমি আমার নিকটে আইস। এলিজিবেথের কথা শুনিতে শুনিতে যদি তুমি নিতান্ত অধৈর্য্য হও, তাহা হইলে আমিই তোমার অবলম্বন হইব, এবং তোমাকে প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা পাইব।”

ফেডোরা এই সকল কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ক্ষণকালের পর গদ্‌গদ স্বরে উত্তর করিলেন, "নাথ! আপনি বলিতেছেন কি? যে সকল ঐশ্বর্য্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, তাহার দুঃখ সহনে আমার কি সাহস প্রকাশ করা হয় নাই? এখন পর্য্যন্তও আমাকে তাহার ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে।" এই কথা বলিয়া তিনি প্রিয়তম পতি ও তনয়ার হস্ত আপনার বক্ষঃস্থলে বিন্যস্ত করিলেন এবং কহিলেন, "অদৃষ্টের ফল যত ইচ্ছা তত মন্দ হউক না কেন, আমি তোমাদের উভয়ের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতে পাইলে, তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিব না।" এলিজিবেথ এই কথার উপরি উত্তর করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু মাতার ভয়ে কিছুই কহিতে পারিলেন না। মাতা তখন দুঃখিতভাবে কহিলেন, "বাছা! এলিজিবেথ! যদি আমার প্রাণ লইতে চাও তাহাও অম্লানবদনে দিতে স্বীকৃত আছি, কিন্তু তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিলে আমি তাহাতে কোন মতেই সম্মত হইতে পারিব না।"

ফেডোরার এই কথা শ্রবণ করিয়া এলিজিবেথের বোধ হইল, যে তাঁহার জননী সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছেন, আর এখন সে সকল কথা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিবার তত শঙ্কা নাই। তথাপি সঙ্কল্পিত বিষয়ে তাঁহার সম্মতি পাওয়া দুর্ঘট বুঝিয়া এলিজিবেথ কেবল তজ্জন্যই হতাশ হইয়া পড়িলেন। অনবরত বিগলিত বাষ্পধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। অবশেষে মাতার নিতান্ত ব্যাকুলতা দেখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, "মা! পিতার মঙ্গলচেষ্টার জন্য যদি কিছু দিনের নিমিত্ত অনুমতি দিতেন তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত।" ফেডোরা কাতরবাক্যে কহিলেন, "না! এক দিনের জন্যও নয়। এক দিন কাল এ কন্যানিধি হারা হইয়া আমরা কোন মতেই

থাকিতে পারিব না। এখন পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাকে আর এ অনুমতি লইতে প্রবৃত্তি না দেন।”

জননীর মুখহইতে এই কথা শুনিবামাত্র এলিজিবেথের মনের দৃঢ়তা এককালে বিলুপ্তপ্রায় হইল। মাতার দুঃখ দেখিয়া মনের কথা ব্যক্ত করিয়া কহিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর, তবলস্কের শাসনাধিপতি যে পত্রখানি দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা গোপনে আপনার পিতার হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং তাহা পাঠ করিয়া শুনাইতেও সঙ্কেত করিলেন। স্প্রিঙ্গর ফেডোরাকে বাহুলতায় অবলম্বন করিয়া কহিলেন, “প্রিয়ে! এত অধীরা হইও না, ধৈর্য্য ধারণ কর। প্রতিনিয়ত যাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাক, তিনি তোমাকে কদাচই পরিত্যাগ করিবেন না।” এই কথা কহিয়া তিনি, দুই মাস পূর্ব্বের লিখিত যুবক স্মোলফের প্রেরিত পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন।

“এলিজিবেথ! আমি সেইম্‌কাহইতে আসিবার সময়ে যে তোমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে পারি নাই, তাহাতে আমার যৎপরোনাস্তি মনঃক্ষোভ জন্মিয়াছে; সহসা এমনি অপরিহার্য্য গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইল, যে তোমাকে কোন মতেই বলিয়া আসিতে অবকাশ পাইলাম না। ফলে তৎকালে তোমাকে বলিতে যাওয়ারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। তখন যদি তোমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে বা কোন পত্রাদি লিখিয়া পাঠাইতে অথবা তোমার প্রার্থিত বিষয়ে কোন সদুপায় করিয়া দিতে বিলম্ব করিতাম, তাহা হইলে আমার পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা সম্পূর্ণরূপে ঘটিয়া উঠিত, এবং আমার দ্বারা তাঁহার প্রাণের প্রতিও আঘাতের সম্ভাবনা হইত। পিতার প্রতি সন্তানের যে কর্ত্তব্য তাহা আমি তোমাতে বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি,

এবং সন্তান হইয়া পিতা মাতাকে যে প্রকার করিতে হয়, তদ্বিষয়ে তোমাহইতেই শিক্ষা পাইয়াছি। আমি তৎকালে তোমার সহিত দেখা করিতে গেলে আমার সেই কর্ত্তব্য পালন করা কদাচই হইয়া উঠিত না, বরং আমাদ্বারাই আমার পিতার প্রাণহানির বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইত।

"ফলতঃ তৎকালে আমার অন্তঃকরণ তোমার মত প্রফুল্ল ও প্রসন্ন ছিল না। তবলস্কে ফিরিয়া আসিবার সময়ে আমাকে নিতান্ত ভগ্নমনোরথ হইয়া আসিতে হইয়াছিল। পিতা আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, রুশিয়ার অধিরাজ আমাকে পাঁচ শত ক্রোশ অন্তরে এক উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং এই আদেশ হইয়াছে যে সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র যেন ক্ষণমাত্র প্রস্থান করিতে বিলম্ব না হয়। সুতরাং তাহা পালন না করিয়া কোন ক্রমেই থাকিতে পারিলাম না। যাহা হউক এই রূপে আমাকে চলিয়া আসিতে হইয়াছে, কিন্তু আমার মনের ভাব যে প্রকার হইয়াছে তাহা আমি ব্যক্ত করিয়া জানাইতে সমর্থ হইলাম না। আহা! আমি পরমেশ্বরের নিকটে এমন প্রার্থনা করি না যে, আমার যে দুঃখবোধ হইয়াছে তাহা তোমার অনুভূত হউক। কারণ, যদি তিনি তোমাকে দুঃখ অনুভব করান, তাহা হইলে তাঁহার সুবিচারের যথোচিত মান হানি করা হয়।

"আমি সকল বিষয় আমার পিতাকে জানাইয়াছি এবং তোমার কথাও উল্লেখ করিয়াছি। তোমার সঙ্কল্প শুনিয়া তাঁহার অশ্রুপাত পর্য্যন্তও হইয়াছে। বোধ করি তিনি অচিরাৎ যাইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন সন্দেহ নাই। তাঁহার ইশিম দেশে যাইবার আর কোন প্রয়োজন নাই, কেবল তোমার সহিত সাক্ষাৎ করা এই মাত্র। আর তথায় যাইবার পূর্ব্বে যদি কোন রূপে এই পত্র তোমার

নিকট পাঠাইতে পারেন, তাহারও চেষ্টা পাইতে ত্রুটি করিবেন না।

"ভদ্রে! এলিজিবেথ! তোমার জন্য আমার যেমন উদ্বেগ ও চিন্তা ছিল, এখন তোমাকে আমার পিতার আশ্রয়ে রাখিয়া তেমনি নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইলাম এবং মনের মধ্যেও যথেষ্ট শান্তি লাভ হইল। কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলিয়া রাখি, যেন আমার প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে তোমার কোন মতে যাত্রা করা না হয়। বোধ হইতেছে এক বৎসরের মধ্যেই আমি আবার তবলস্কে ফিরিয়া আসিব সন্দেহ নাই। অঙ্গীকার করিতেছি, আমিই তোমাকে পিটর্সবর্গে লইয়া যাইব এবং আমিই তোমাকে অধিরাজের নিকট উপস্থিত করিয়া পরিচিত করিয়া দিব। এই বৃহৎ কার্য্যে তোমাকে যাহা কিছু সাহায্য করা আবশ্যক হইবেক, আমি সে সমস্তই করিতে প্রস্তুত আছি।' আমি যে পুনর্ব্বার তোমার সহিত কোন ভাবান্তরের সম্ভাষণ করিব এবিষয়ে তুমি কিছুমাত্র শঙ্কা করিও না, দৃঢ় বাক্যে কহিতে পারি, আমি আর প্রণয়ের কথাটিও মুখে আনিব না, ভ্রাতা বা বন্ধুর ন্যায় থাকিব। আর তোমার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে যদি কখন প্রীতিভাব প্রকাশ পায় তাহা আমি তোমাকে কখনই মুখব্যাদানে কহিব না। কথোপকথনের সময়ে তুমি যেমন পবিত্র ও নির্দ্দোষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাক আমিও সেই মত করিব।"

বৃদ্ধ স্মোলফ এই পত্রের নিম্নভাগে স্বয়ং কতিপয় পঙ্ক্তিতে এলিজিবেথকে এই লিখিয়া জানাইয়াছিলেন যে, "এলিজিবেথ! তুমি আমার পুত্রের সহিত যাইতে পাইবে না। তাঁহার চরিত্রের প্রতি আমার কোন সন্দেহ নাই সত্য বটে, কিন্তু অন্য লোকে তোমার বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিতে না পায় এমত চেষ্টা করা আমার সর্ব্বতো-

ভাবেই কর্ত্তব্য। তুমি যদি আমার পুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া রুশিয়াধিনাথের রাজসভায় উপস্থিত হও এবং অধিরাজের গোচর হয় যে এক জন প্রণয়ীর সহায়তায় তথায় যাইয়াছ, তাহা হইলে তোমার সাহস ও বীরতার প্রতি লক্ষ্যই হইবেক না। সমুদায় গুণ ও এত দূর পর্য্যন্ত পিতৃমাতৃভক্তি এবং তাবৎ পরিশ্রম দূষিত ও অনাদৃত হইয়া পড়িবেক। তোমাকে এ অবস্থায় তথায় উপস্থাপিত করিবার উপযুক্ত পাত্র কেহই নাই। কেবল তোমার পিতা ও জগদীশ্বর করিলে অবশ্যই করিতে পারেন। তোমার পিতার যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে তাঁহার তথায় যাওয়া কোন ক্রমেই ঘটিতে পারে না। কিন্তু আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে পরমেশ্বর তোমাকে কদাচই পরিত্যাগ করিবেন না। তুমি সকলই অবগত আছ, অধিক বলিব কি? চীন রাজ্যহইতে যে মিশনরী ফিরিয়া আসিবেন তাঁহাকে যে তোমাদের গৃহে যাইতে অনুমতি দিয়াছি তাহা তোমার জ্ঞাতসার আছে। যাহা হউক, এই সমস্ত কথা কহিবার ও উপদেশ দিবার জন্য আমি স্বয়ং তোমার নিকট পর্য্যন্তও আসিয়াছি এবং প্রার্থনা করিতেছি যেন একথা কুত্রাপি প্রকাশ না হয়। অন্যকে দিয়া এই পত্র পাঠাইয়া দিলে যদি ইহা অধিরাজের গোচর হইত অথবা তিনি জানিতে পারিতেন যে আমাহইতেই তোমার সেন্টপিটর্সবর্গে যাইবার আনুকূল্য হইয়াছে, তাহা হইলে আমার একেবারেই সর্ব্বনাশ হইত সন্দেহ নাই। এখন স্বয়ং আসিয়া তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিলাম। সুতরাং মনে আর কিছুমাত্র শঙ্কা থাকিবার সম্ভাবনা রহিল না। তোমাতে আমার কোন মতেই অবিশ্বাস নাই।”

স্পিঙ্গর পত্রখানি যখন আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখি-

লেন তখন তাঁহার স্বর সবল ও সতেজ হইয়া উঠিল। এবং কন্যাকে অসাধারণ গুণ সম্পন্ন বোধ করিয়া আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। আর কিছুতেই মনঃসংযোগ নাই, কেবল কন্যার গমন বিষয়েই ভাবনা করিতে লাগিলেন, মুখশ্রী ম্লান হইয়া পড়িল। সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এক এক বার স্তব্ধভাবে কন্যার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি তখন এমনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলেন, যে তাঁহার নিশ্বাস নির্গত করাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

এলিজিবেথ পিতা মাতার এই রূপ ভাব দেখিয়া তাঁহাদের উভয়ের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "এক্ষণে আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার এক কথা শুনুন, আমি অনেক দিন অবধি পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি, যেন আমি তোমাদিগকে এই বিবাসন যাতনাহইতে উদ্ধার করিয়া স্বদেশে পুনঃস্থাপন পূর্ব্বক সুখসম্ভোগ করাইতে সমর্থ হই। প্রায় এক বর্ষ হইল আমি এই চিন্তাই করিতেছি। যাহা হউক, এখন ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রকৃত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনারা কৃপা করিয়া অনুমতি করিলেই প্রকৃত কার্য্যে চেষ্টা করিতে সমর্থ হই।"

এই কথা বলিতে বলিতে এলিজিবেথের সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ব্যাকুলতায় কণ্ঠ অবরুদ্ধ প্রায় হইল। তথাপি তিনি পিতা মাতাকে অবলম্বন করিয়া অতি কষ্টে সেই সকল প্রার্থনা সমাপন করিলেন। স্প্রিঙ্গর এলিজিবেথের মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখদিয়া একটি কথাও নির্গত হইল না। তাঁহার জননী ফেডোরা কহিয়া উঠিলেন, "সে কি! তুমি একাকিনী অসহায়িনী হইয়া পদব্রজে যাইবে? তবে ত আমি

তোমাকে প্রাণ থাকিতে যাইতে দিব না। পদব্রজে যাওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নহে।”

এলিজিবেথ তৎক্ষণমাত্র উত্তর করিলেন, “মা! তোমার পায় ধরিয়া কহিতেছি এবং গলবদ্ধ বস্ত্রে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার এ ইচ্ছা ভঙ্গ করিও না। ইহা বহু দিবসাবধি আমার হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে। যত দূর পর্য্যন্ত সম্ভব, আমি ইহাকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছি। এবং ইহাতে আমার মনেও যৎপরোনাস্তি সান্ত্বনা লাভ হইয়াছে। অধিক কি কহিব মা! যাবৎ আমার জ্ঞানের উদয় হইয়াছে এবং কার্য্য দর্শনে অনুভবদ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে তোমরা সাতিশয় কষ্টে দিনপাত করিতেছ, তাবৎ আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে তোমাদিগের পরিত্রাণ করিবার জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টার ত্রুটি করিব না। ফলে আমার প্রাণ দিলেও যদি তোমাদের উদ্ধার হয়, তাহাও আমার স্বীকার।

“আহা! যে শুভ দিবস পিতার উদ্ধারের কথা আমার মনে উদ্বোধ হইয়াছে আমি সেই দিনকে, এবং যে সাহসে তোমাকে রোরুদ্যমান দেখিয়াও আমাকে বিকল ও ব্যাকুল হইতে দেয় নাই সেই সাহসকে, শত শত বার ধন্যবাদ দি। আহা! আমি কত শত বার তোমাদিগকে অব্যক্ত রূপে শোক করিতে দেখিয়াছি এবং দেখিয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইতে হইয়াছে। আমি তখনি অমনি মনে মনে ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছি যে তোমরা যে জন্য রোদন কর আমি তোমাদিগকে তাহাই মিলাইয়া দিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইব। এক্ষণে যদি তোমরা আমাকে সেই আশা ভরসাহইতে বর্জ্জিত ও বঞ্চিত করিতে চাও, তাহা হইলে আমাকে প্রাণাধিক প্রিয়তম বস্তুহইতে বঞ্চিত করা হইবেক। আর যদি আমার এই অভিপ্রেত বিষয়ের প্রার্থ-

নায় সম্মতি না দাও, তাহা হইলে আমাকে সকল অভীষ্ট-হইতে বৰ্জ্জিত করা হইবেক। যাবৎ জীবদ্দশায় থাকিব আপনাকে জীবন্মৃত বোধ করিব। আর নৈরাশ্য ও মনঃ-ক্ষোভে সমুদায় জীবনকাল যাপিত হইবেক।

"যাহা হউক, আমি আপনাদিগকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিলাম মার্জ্জনা করিবেন। আমি এখানে থাকিয়া মরিলে, পাছে আপনাদের দুঃখের উপর আবার দুঃখ হয়, এই আশঙ্কায় যে যাইতে চাহিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু জীবদ্দশায় সুখে থাকাই আমার একান্ত অভিপ্রায় জানিবেন। অতএব প্রার্থনা করিতেছি আপনারা আমাকে সুখ সম্ভোগ করিতে অনুমতি করুন। এ কৰ্ম্ম যে আমার অসাধ্য হইবেক, তাহা বিবেচনা করিবেন না। ইহা আমার সাধ্যাতীত হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। মনে মনে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। সুবিচারের প্রার্থনায় যাইতে আমার গতি-শক্তি, ও মনোগত ভাব জানাইতে বাক্‌শক্তির কিছুমাত্র অভাব বা অপ্রতুল হইবেক না। আমার পরিশ্রমের ভয় নাই, ক্লেশেও ভ্রূক্ষেপ করি না। রাজসভার ধূমধাম দেখিয়াও চমকিত হইব না। অধিরাজ দর্শনেও নিরুৎসাহ হইব না। তবে আমার একমাত্র ভয় এই, পাছে তোমরা আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য কর।"

এলিজিবেথের এই সমস্ত কথা শেষ হইতে না হইতে স্প্রিঙ্গর কহিয়া উঠিলেন, "বৎসে! স্থির হও! আর বলিবার আবশ্যক নাই। এক্ষণে আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত অভিভূত হইয়াছে। একাল পৰ্য্যন্ত মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠানেও আমার মন কখনই এমন বিকল ও বিচলিত হয় নাই, এবং বয়সের মধ্যে এমন অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্যের কথা আমার কখনই কর্ণগোচর হয় নাই। বৎসে! আমি এত দিন আপনাআপনি কখনই দুৰ্ব্বল বোধ করিতাম না। কিন্তু এক্ষণে

তোমাহইতেই বোধ করিতে হইতেছে যে আমাহইতে কাতর আর কেহই নাই। যাহা হউক, আমি তোমার প্রার্থনায় সম্মত হইতে ও স্বীকার করিতে পারিলাম না।”

ফেডোরা এলিজিবেথের প্রার্থনায়, পতির মুখহইতে এই অস্বীকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনাকে পুনর্ব্বার সচেতনের ন্যায় বোধ করিলেন এবং স্বহস্তে তনয়ার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, “বৎসে! এলিজিবেথ! তোমাকে একটা কথা বলি শুন। ইনি তোমার পিতা হইয়া যখন এ দুর্দ্ধর্ষ সাহস দেখাইতে পারিতেছেন না, তখন তুমি মার মুখহইতে যে অনুমতি পাইবে, তাহার আশা করিও না। ফলে বিচার করিয়া দেখিলে তোমার মাতা এবিষয়ে কদাচই অপরাদ্ধ হইতে পারেন না। এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তোমার অসাধারণ ধর্ম্ম ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইত সত্য বটে; কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতে সমর্থ হইব না। এ জন্য তুমি আমাকে দোষী করিও না। বৎসে! বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, ইহা কি অদ্ভুত ব্যাপার! ও কত বড় সাহসের কর্ম্ম! সন্তানে যৎপরোনাস্তি সৎকর্ম্ম করিতে চাহিতেছে দেখিয়াও, জননীকে এমন প্রার্থনা করিতে হইতেছে যে সে সন্তানের এত দূর পর্য্যন্ত সৎকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নয়। যাহা হউক, আমি কেবল প্রার্থনা করিতেছি, নিষেধের অনুমতি করিতেছি এমন বোধ করিও না। তুমি যে প্রকার সদাশয়, তাহাতে তোমাকে কোন বিষয়ে অনুমতি করা আবশ্যক নাই, তোমার হৃদয় তোমাকে যেমন অনুমতি করিবে তাহাই যথেষ্ট।”

জননীর মুখহইতে এই সকল বাক্য শুনিয়া এলিজিবেথ উত্তর করিলেন, “মা! আমি সর্ব্বদাই আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত ও সম্মত আছি। আমি যাব-

জীবন এখানেই থাকি ইহা যদি আমার একান্তই বাসনা হয়, নিশ্চয় বলিতে পারি, আমি ঈশ্বরেচ্ছায় তাহাতেও অপারক হইব না। এক্ষণে আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন। যদি সদয় হইয়া থাকেন, তবে এমন ভাব প্রকাশ করুন যেন আমি আশা করিতে পারি যে আপনি ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করিবেন। আমার এ কল্পনা কিছু নূতন নয় এবং ব্যাকুলভাবে ও চঞ্চলচিত্তে স্থির করা হয় নাই। আমি বহুদিন অবধিই ইহার চিন্তা ও আন্দোলন করিয়া আসিতেছি। এবং বিবেচনা পূর্ব্বক ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছি। আমার এই রূপ কল্পনার মূল কারণ কেবল পিতৃ মাতৃস্নেহ নয়, অপরাপর প্রবল কা-রণও যথেষ্ট আছে।

" মা! আমি জিজ্ঞাসা করি, ইহা ভিন্ন আপনি কি আমার পিতার উদ্ধারের আর কোন উপায় বলিয়া দিতে পারেন? বারো বৎসর হইল আমার পিতা নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, আমি এপর্য্যন্ত এমন কোন কথা শুনিতে পাই নাই যে, কোন আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব তাঁহার হিতার্থী হইয়া উদ্ধা-রের কোন চেষ্টা পাইতেছেন। যদি কেহ কখন এমন চেষ্টা পাইতে সাহস করিতেন, তাহা হইলে, আমি যে প্রকার কথা কহিতে সাহস করিতেছি তিনিও তেমনি কহিতে সাহসী হইতেন। এবং যে ভাবের উদয় হওয়াতে আমার এই সাহস হইতেছে, তাঁহার সেরূপ হওনের সম্ভাবনাও হইত। অতএব প্রার্থনা করিতেছি, যাহাতে আমার এই সাহস ক্রমশঃ উন্নত ও উত্তেজিত হয়, আপ-নারা তাহাতেই সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হউন। পরমেশ্বর আপনাদের ভাগ্যে লিখিয়াছেন যে এই একমাত্র কন্যা-দ্বারাই আপনাদিগের এ অসহ্য ক্লেশহইতে পরিত্রাণ হই-বেক। সর্ব্বান্তর্যামী পরমকারুণিক পরমেশ্বরের অভিপ্রেত

না হইলে এই অদ্ভুত মহৎ কার্য্যে যত্ন করিতে আমার কদাচই প্রবৃত্তি হইত না। অতএব মা! গলবদ্ধবস্ত্রে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আর এ মহৎ কার্য্যে কোন বাধা দিতে চেষ্টা পাইবেন না।

"ভাল, বলুন দেখি? আপনি আমার এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে এত ভয় পাইতেছেন কেন? কিছু কালের নিমিত্ত পরস্পর বিচ্ছেদ হইবেক বলিয়াই কি ভীত হইতেছেন? আপনি না যখন তখন খেদ করিয়া কহিতেন, যে, আপনাদের নির্ব্বাসনই আমার বিবাহের প্রতিবন্ধক? ভাবিয়া দেখুন দেখি, যদি আমার বিবাহ দিতে পারিতেন, তাহা হইলে কি আমাদের এরূপ অবিচ্ছেদে বাস করা হইত? আপনি ইহাতে এতই বিপদের আশঙ্কা করিতেছেন কেন? বিপদ্ ঘটিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এখন যদি শীতকাল হইত, তাহা হইলেও বরং শঙ্কা করিতে পারিতেন, কারণ এ প্রদেশে শীতকালই ভয়ানক হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক কাল থাকিতে থাকিতে তাহাও আমার বিলক্ষণ সহ্য হইয়া গিয়াছে। ফলে তাহাতে কিছুমাত্রই ক্লেশ বোধ হয় না। প্রতিদিন শারীরিক পরিশ্রম ও পথভ্রমণ করা আমার এমন অভ্যাস হইয়াছে যে তাহাতে আমার শ্রান্তিবোধই হয় না।

"আর যদি আমাকে বালিকা বলিয়া আপনাদের মনে ভয় হইয়া থাকে, সে ভয়ও দূর করিতে চেষ্টা পাউন। নিশ্চিত বলিতে পারি আমার বাল্যাবস্থাই আমার অবলম্বন স্বরূপ হইবেক। কারণ আপামর সাধারণ সকলেই ক্ষীণ ও দুর্ব্বলকে সাহায্য করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই। অপর আমি একাল পর্য্যন্ত কোন কিছু বিষয় অবগত হই নাই বলিয়া আপনারা মনের মধ্যে কিছু সন্দেহ করিতে পারেন, কিন্তু সে সন্দেহ করণেরও আবশ্যক নাই। আমি তথায় একাকিনী যাইব না।

"শাসনাধিপতি যে এক জন ধর্ম্মপিতাকে আমাদের কুটীরে আশ্রয় দিতে অনুমতি করিয়া গিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য কি? আপনি মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখুন। স্পষ্টই বোধ হইতেছে সেই ব্যক্তিই আমাকে সমভিব্যাহারে করিয়া লইয়া যাইবেন, এবং সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আমার অভীষ্ট সাধনে সহায়তা করিবেন। দেখুন, পরে যাহা যাহা হইবে তাহা অগ্রেই দেখা যাইতেছে। যত যত প্রতিবন্ধক সম্ভব, এখন সকলই দূর হইয়াছে। এক্ষণে এ বিষয়ে আর কিছুই দুর্ঘট নাই এবং কিছুরই অভাব নাই। কেবল সম্মতি দিয়া আশীর্ব্বাদ করুন, তাহা হইলেই মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হয়, এবং চরিতার্থ হই।"

স্প্রিঙ্গর এই সমস্ত কথা শুনিয়া দুঃখিত ভাবে কহিয়া উঠিলেন, "তবে বুঝি তোমাকে ভিক্ষাও করিতে হইবেক। তোমার মাতামহ প্রভৃতি মাতৃবংশীয়েরা সেই সমস্ত প্রদেশে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, এবং আমারও পিতৃ পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষেরা পোলেণ্ডের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ্য শাসন করিয়াছেন, ভাগ্যদোষে এখন তাঁহাদিগকে ইহাও দেখিতে হইবে, যে, তাঁহাদের বংশজাতা এক জন উত্তরাধিকারিণী, যে রাজ্যের অধিরাজ অবিচার পূর্ব্বক তাঁহাদের আধিপত্য মোচন করিয়া অপহৃত রাজ্য সকল আপনার সাম্রাজ্যের অধীন করিয়া লইয়াছেন, এখন সেই রাজ্যে গিয়া কেবল ভিক্ষাদ্বারাই দিনপাত করিয়া বেড়াইতেছে।"

এলিজিবেথ ঈষৎ অবনত ও বিস্মিত ভাবে উত্তর করিলেন, "যখন এমন রাজশোণিত আমার শরীরে চালিত হইতেছে, যখন এমন রাজবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি, এবং আমার পিতৃবংশ মাতৃবংশ উভয়ই যখন রাজমুকুট ধারণ করিয়াছেন, তখন আমি যে তাঁহাদের বংশীয় এবং

আপনার উপযুক্ত সন্তান, তাহা সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইব, তাহাতে আর এক্ষণে কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। বিশেষতঃ রাজার কন্যা এই যে প্রসিদ্ধ নাম আমাতে বর্ত্তিয়াছে তাহা যে কস্মিন্ কালে অসম্ভবের যোগ্য নহে, ইহাও আমার প্রমাণ করা আবশ্যক। দীনভাবাপন্ন হইলে প্রসিদ্ধ নাম যে কখন লোপ পায়, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভবিতে পারে না। দেখুন, কত বড় বড় লোকের কন্যারা সদয়ভাবে সামান্য সামান্য ব্যক্তিদিগকে পদস্থ করিয়া অসামান্য দয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদের লজ্জাবোধ হয় নাই। আমার পক্ষে তো ইহা পরম ভাগ্য বলিয়া বোধ করিতে হইবেক, যে আমি পিতাকে পদস্থ করিবার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে চাহিতেছি। ফলে পিতার কার্য্য বলিয়া আমি যে এ বিষয়ে কত দূর পর্য্যন্ত সুখী তাহা বলিয়া জানাইতে সমর্থ নহি।”

স্প্রিঙ্গর এলিজিবেথের মুখহইতে এই রূপ বীরতার কথা শ্রবণ ও পবিত্র স্পর্দ্ধা এবং অসাধারণ পিতৃভক্তি দর্শন করিয়া নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মনের গতিকে তখন তাঁহার এমনি বোধ হইল যেন এলিজিবেথকে এই অধ্যবসায়হইতে নিবৃত্ত করিতে অথবা তাঁহাকে এরূপ বীরতা প্রকাশে নিবারণ করিতে তাঁহার কিছুমাত্রই ক্ষমতা নাই, আর যদি তিনি তাঁহাকে সেই নিরালয় জঙ্গলে যাবজ্জীবন উপরোধ করিয়া অবরুদ্ধ রাখেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপেই অপরাধী ও পাপী হইতে হইবেক।

স্প্রিঙ্গর এই রূপ ভাবনার পর ফেডোরার হাতখানি ধরিয়া অতি মৃদু স্বরে কহিতে লাগিলেন, “প্রিয়ে! আমরা এলিজিবেথকে অপরাধিনীর মত এখানে বদ্ধ রাখিয়া পাপগ্রস্ত হই কেন? আমাদের অনুরোধে সে যদি মনুষ্যজন্মের সুখ স্বচ্ছন্দ ভোগ করিতে ও সন্তানের জননী হইতে না পায়,

তাহা হইলে যৎপরোনাস্তি অনিষ্ট ও অন্যায় করা হইবেক। এক্ষণে আমার সৎপরামর্শ শুন, অধীরতা পরিত্যাগ করিয়া সাহস অবলম্বন কর। সাহস প্রকাশ না করিতে পারিলে তাঁহাকে কোন মতেই সমুচিত অবস্থায় স্থাপন করা যাইতে পারিবেক না। এখন আইস, আমরা ইহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করি এবং অভীষ্ট সাধনে অনুমতি দি।”

তৎকালে ফেডোরার সন্তানের প্রতি বাৎসল্য ভাব এমত বর্দ্ধিষ্ণু ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, যে তিনি পতির আজ্ঞা কোন রূপেই প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইলেন না। ফলে তাঁহার জীবনের মধ্যে পতির প্রতিকূলে কথা কহা কেবল এই সময়েই ঘটিয়াছিল। তিনি তখন স্পষ্টরূপেই কহিয়া উঠিলেন, “আপনি আমাকে কোন্ প্রাণে ইহাতে সম্মতি দিতে আজ্ঞা করিতেছেন। আমি তো প্রাণ থাকিতে সম্মতি দিতে পারিব না। আপনি যে আমাকে এত অনুরোধ করিলেন, সে সমস্তই বিফল হইল। আমি তো প্রাণপণে বাধা দিতে ত্রুটি করিব না। আপনি বলেন কি? আমি কি আমার সন্তানকে প্রাণ দিতে কহিব? কি বলিব, যে, এলিজিবেথ! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাও। আপনার কথাক্রমে চলিতে গেলে আমাকে অবশ্যই কোন না কোন দিন শুনিতে হইবেক যে, এলিজিবেথ দুর্দ্দান্ত হিমানীতে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি তখন তাহার বিচ্ছেদে কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিব? আর আপনারা প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিয়াই বা তাহার বিনাশ কিরূপে সহ্য করিব? বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, জননীর প্রাণে কি ইহা সহ্য হইতে পারে? নাথ! আপনাকে এক সার কথা বলি, এই প্রকার সন্তানের মায়া ত্যাগ করা আমা-হইতে হইতে পারিবেক না। ইহার জন্য আমাকে যে সন্তাপ ভোগ করিতে হইবেক, আপনি কখনই তাহা শান্ত

করিয়া উঠিতে পারিবেন না।” এই কথা সকল বলিবার সময়ে ফেডোরা কিছুমাত্র রোদন করিলেন না বটে, কিন্তু অনবরতই এক প্রকার প্রলাপের মত কথা কহিতে লাগিলেন।

স্প্রিঙ্গর অনির্ব্বচনীয় শোক প্রভাবে এলিজিবেথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বাছা! যদি তোমার প্রসূতির একান্তই মত না হয় তবে আমি কিরূপে তোমাকে যাইতে অনুমতি করিব।”

এলিজিবেথ মাতাকে শুশ্রূষা করিতে করিতে সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন, “মা! এত ভীত হইতেছেন কেন? আপনি যদি আমাকে অনুমতি না দেন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই এখানে অবস্থিতি করিব। আপনাকে মান্য করি ও আপনার ইচ্ছানুসারে চলি ইহা আমার নিতান্ত বাসনা জানিবেন। যাহা হউক, আপাততঃ আপনি আমার পিতার আজ্ঞায় সম্মত হইতে পারিলেন না, কিন্তু বোধ হইতেছে অন্তর্যামী পরমেশ্বর আপনাকে সম্মত করাইতে পারিবেন। অতএব আসুন, এখন আমরা দুই জনে তাঁহার নিকটে এই বিষয়ে প্রার্থনা করি। এবং কি প্রকার রীতি নীতিতে চলিতে হইবেক তাহাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি সর্ব্বজ্ঞানময় সর্ব্বশক্তিমান্ জ্যোতিঃস্বরূপ। তাঁহার আলোকের প্রভাবে আমরা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, এবং তাঁহারই অপার শক্তি অবলম্বন করিয়া আমরা নানা কার্য্য সমাধানে সমর্থ হইতেছি। তিনি স্বয়ং সত্য স্বরূপ এবং যাবতীয় সত্যের মূলীভূত কারণ। আমরা যে তাঁহার নির্দ্ধারিত নিয়ম সকল সহ্য করিতে শিখিয়াছি সে কেবল তাঁহারই মহিমা, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।”

ঈশ্বরপরায়ণা ফেডোরা মনে মনে বুঝিতে পারিলেন যে

তাঁহার শোকসাগর এককালে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। এই নিমিত্ত তিনি অত্যন্ত মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ঈশ্বরের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঈশ্বরনিষ্ঠারও এমনি মহিমা যে, তিনি উপাসনা করিতে করিতেই খানিক ক্ষণ অশ্রুপাত হইয়া, তাঁহার শোকের অনেক সমতা হইল। কারণ, যাহার অন্তঃকরণে এই রূপ নিষ্ঠা উৎপন্ন হয়, তাহার শোক সন্তাপ কোন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে পারে না। ইহা অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ তথাহইতে শোকাবেগকে দূর করিয়া দেয়, এবং প্রসন্নতা আসিয়া অন্তঃকরণ অধিকার করে। আর তৎকালে করুণানিধান জগৎপতি পরমেশ্বর তাহার আত্মাকেও সান্ত্বনা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন না। ফেডোরার অন্তঃকরণেও তখন সেই প্রকার ভাবের উদয় হইল এবং তদনুসারে তাঁহার মহতী শান্তিও লব্ধ হইল। যাহারা লৌকিক মান সম্ভ্রমকে পরম সুখ বলিয়া ধার্য্য করে, তাহারা সেই মান সম্ভ্রমের অনুরোধে অত্যন্ত স্নেহপাত্রকেও এককালে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের সেরূপ স্বভাব নয়। ধর্ম্মের অনুরোধে তাঁহারা মনহইতে ভাবান্তরকেই দূর করিয়া দেন এই মাত্র, কিন্তু তাঁহাদের স্নেহ ও মমতা কখন তাঁহাদের প্রিয়পাত্রহইতে ভিন্ন হইয়া যায় না।

পরদিন স্প্রিঙ্গর কেবল একাকী কন্যার সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তিনি আপনার দুর্ভাগ্যের কথা সকল তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত বিবরণ করিতে মনস্থ করিলেন, এবং যেরূপ ভয়ানক যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইয়া পোলেণ্ডরাজ্যের বিনাশ হয় এবং যে প্রকারে সেই হতভাগ্য রাজ্য রাজান্তরের হস্তগত হয়, সেই সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত কহিয়া শুনাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কহিতে লাগিলেন,

"বৎসে! আমার স্বদেশের প্রতি অত্যন্ত প্রীতি ছিল। এই জন্য তাহা যে অন্যের অধীন হয়, ইহা আমি সহিতে পারি নাই, এই মাত্র আমার উৎকট দোষ। রাজবংশে জন্মিয়াছিলাম, এবং তদনুসারে রাজসিংহাসনেরও অধিকারী হইয়াছিলাম। সুতরাং যাহার জন্য আমার এত দূর পর্য্যন্ত গৌরব, তাহার রক্ষার জন্য আমি, যত দূর পর্য্যন্ত সম্ভব প্রাণপণে চেষ্টা পাইতে কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই।

"অমি দেশীয় কতিপয় প্রধান লোকের সহায়তায় রাজ্য রক্ষা করিয়া আসিতেছিলাম, এমত সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত তিন জন রাজা একত্র হইয়া আমার সেই রাজ্যাধিকার বিনাশ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। স্বাধিকার রক্ষার্থে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি নাই, কিন্তু একদা অনেক দলবল একত্রীকৃত হওয়াতে আমাকে কাজে-কাজেই পরাজিত ও স্বাধিকারচ্যুত হইতে হইল।

"পোলেণ্ডের রাজধানী ওয়ার্সার সম্মুখে প্রাচীরের ধারেই মহামারী লুঠ ও অগ্নিদাহ প্রভৃতি অত্যাচার হইতে আরম্ভ হইল। দুরাত্মারা বলপূর্ব্বক আমাকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত যত যত চেষ্টা করিতে লাগিল, আমি প্রাণপণে ততই বাধা দিতে লাগিলাম। অবশেষে ভাবিয়া দেখিলাম যে, স্বাধিকারচ্যুত হইয়া স্বদেশে নতভাবে থাকা মরণাধিক ক্লেশকর ও সাতিশয় লজ্জাবহ। মনে মনে এই রূপ ভাবনা করিয়া আমি স্বয়ং অস্ত্র গ্রহণ করিলাম এবং উপযুক্ত সহায়ের অবলম্বনে শত্রুনাশের চেষ্টা পাইতে লাগিলাম। মনে মনে একান্তই বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহাদের আনুকূল্যে পোলেণ্ডরাজ্য কখনই অন্যের হস্তগত হইবেক না, এবং ইহার নাম সম্ভ্রমও লোপ পাইবেক না, কিন্তু যত যত্ন করিলাম এবং যে কিছু উপায় অবলম্বন করিলাম, ক্রমে ক্রমে সকলই বিফল হইয়া পড়িল। যত যত চেষ্টা পাইতে

লাগিলাম, সকলই বিপজ্জালকে আরও দৃঢ়তর করিয়া তুলিতে লাগিল। অবশেষে আমার সেই পুরুষপরম্পরাগত স্বদেশাধিকার রুশিয়াধিনাথের হস্তগত হইতে আর কিছু-মাত্র বিলম্ব হইল না।

"আমি সস্ত্রীক হইয়া তাহাদের অধীনে থাকিতে পারিলে পরম সুখেই থাকিতে পারিতাম সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই রাজ্যাপহারকদিগের দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে আমার অন্তঃকরণে অত্যন্তই ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। আপাততঃ যৎপরোনাস্তি অনুতাপের সহিত সাতিশয় মনের অসুখে আপনার আলয়েই অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। এবং ক্রমশঃ সেই যথেচ্ছাচারী বিচার বিমুখ রাজার অত্যাচারের প্রতি আমার সন্দেহ বর্দ্ধমান হইতে লাগিল।

"এই রূপে কিছু দিন থাকিতে থাকিতে এক দিন প্রাতঃকালে আমি আপন বাটীহইতেও বহিষ্কৃত হইলাম। সেই সঙ্গে তোমার জননীকে ও তোমাকেও আমার সঙ্গিনী হইতে অনুমতি হইল। তুমি তখন অতি শিশু, কেবল চারি বৎসর বয়স এই মাত্র। ভাগ্যদোষে আমরা যে কি পর্য্যন্ত দুঃসহ ক্লেশসাগরে পতিত হইতে চলিলাম তুমি তখন তাহার প্রসঙ্গও বুঝিতে পার নাই। কিন্তু স্বচক্ষে জননীর কাতরতা দেখিয়া নয়নজলধারায় তোমার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। পরে আমাকে পিটর্সবর্গের কারাগারে অবরুদ্ধ রাখিতে আদেশ হইলে, তোমার প্রসূতি ফেডোরা আমার সহায়িনী হইতে প্রস্তুত হইলেন। সে সময়ে রুশিয়াধিনাথও আমার প্রতি অনুকূল হইয়া তাঁহাকে আমার সহিত থাকিতে অনুমতি করিলেন। এক বৎসর কাল এমন অন্ধকারময় গুহায় অবরুদ্ধ রহিলাম যে, তথায় পবনের গমনাগমন ও আলোকের মুখাবলোকন হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।

"এত যে কষ্টে ছিলাম, তথাপি এক ক্ষণকালের জন্যও নিরাশ্বাস ও হতাশ হইয়া কালযাপন করি নাই। কারণ, মনে মনে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, যদি কোন ব্যক্তির স্বদেশের প্রতি সাতিশয় প্রীতি প্রকাশ করা ও তাহার রক্ষার্থে প্রাণ-পণে চেষ্টা পাওয়াই গুরুতর অপরাধ বলিয়া ধর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে ন্যায়পরায়ণ স্বচ্ছাশয় জয়শীল রাজারা তাহা অবশ্যই ক্ষমা করিয়া থাকেন। মনে মনে এই রূপ ভাবিয়া সর্ব্বশেষে অধিরাজের নিকট স্বীকার করিলাম যাহা হইবার তাহা হইয়াছে অতঃপর অধীনতা স্বীকার করিতে সম্মত আছি। অধিরাজ আমার ভাগ্যদোষে তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। ফলে মনুষ্যজাতির স্বভাবের পক্ষে যত দূর পর্য্যন্ত বিবেচনা করিতে হয় তাহা করিতে ত্রুটি করা হয় নাই। কিন্তু ভাগ্যদোষে সে সমস্তই বিপরীত হইয়া উঠিল।

"অনন্তর সেই বিচক্ষণ অধিরাজের সুবিচারে এই নির্দ্ধারিত হইল, যে এই সাইবীরিয়া দেশে নির্ব্বাসিত হইয়া আমাকে অবশিষ্ট জীবন কাল যাপিত করিতে হইবেক, এবং আমা-ঘটিত কোন কথাতেও তিনি আর কখন কর্ণপাত করিবেন না। আমার ভক্তিমতী সহচরী আমাকে নির্ব্বাসিত হইতে দেখিয়া তখন আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি যখন এখান পর্য্যন্তও আমার সঙ্গের সঙ্গিনী হইয়া আই-লেন, তখন তিনি যে কর্ত্তব্য বোধেই আসিয়াছিলেন এমন বোধ হইল না, আমার অনুগমন করা যে তাঁহার নিতান্ত মনন ও যৎপরোনাস্তি অভীষ্ট, তাহাই বিলক্ষণ অনুভূত ও প্রতীত হইতে লাগিল। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যদি আমি ইহাহইতেও আর অধিক ক্লেশকর ও ভয়া-নক স্থানে প্রেরিত হইতাম, তাহা হইলেও ফেডোরা আমাকে কদাচ পরিত্যাগ করিতেন না। বস্তুতঃ ফেডোরা

আমার সহিত যমালয় যাইতেও স্বীকৃত আছেন। যাহা হউক, তাঁহার সাধ্বীভাব ও ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং স্বচ্ছাশয়ে আমি যে তাঁহার নিকট কি পর্য্যন্ত বাধিত আছি, তাহা বর্ণনাদ্বারা ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহি। অধিক কি কহিব, তিনি আমার জীবনের তাবৎ সুখেরই মূলাধার, কিন্তু কেবল আমার জন্যেই তাঁহাকে চিরদুঃখিনী হইতে হইয়াছে।”

এলিজিবেথ পিতার মুখহইতে এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “পিতঃ! যখন আপনি তাঁহাকে এত দূর পর্য্যন্ত ভাল বাসেন, ও তাঁহার দুঃখে দুঃখী হন, তখন আর তাঁহার দুর্ভাগ্যের বিষয় কি?”

স্প্রিঙ্গর এই কথায় কন্যার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার বিলক্ষণ অনুভব হইল যে এলিজিবেথ তাঁহার মাতার ন্যায় এমন কুস্থানে নির্ব্বাসিত হইয়াও কিছুমাত্র দুঃখ বোধ করেন না। অনন্তর স্প্রিঙ্গর পূর্ব্বদিনে যুবক স্মোলফের যে পত্রখানি আপনার নিকট রাখিয়াছিলেন, সেই খানি তখন এলিজিবেথের হস্তে দিয়া কহিলেন, “বৎসে! এ পত্রখানি অতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিও। আমি তোমার যে প্রকার আগ্রহ ও সাহস দেখিতেছি ইহাতে বোধ হইতেছে যে কখন না কখন আমাদের সেই পদ ও বিভব হস্তগত হইবেক সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সকল বিষয়ে আমার আর কিছুমাত্র প্রয়োজন বা ভোগের স্পৃহা নাই। কেবল তোমাকেই উপযুক্ত পদে অভিষিক্ত করিব ইহা আমার নিতান্ত মানস। সে অবস্থায় তখন এ পত্রখানি দেখিলে পর যুবক স্মোলফ আমাদের যে কি পর্য্যন্ত উপকারী তাহা স্মরণ হইতে পারিবেক। তোমার হৃদয় যে কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ ও নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। এই সমস্ত গুণে তোমার সেই সাধু ব্যক্তির

সহিত সমাগম হইলে ভবিষ্যতে রাজবংশেরও অবমাননা হইবার সম্ভাবনা নাই।”

এলিজিবেথ পিতার হস্তহইতে পত্রখানি পাইবামাত্র আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং প্রফুল্ল বদনে পিতাকে কহিলেন, “যিনি আপনার দুঃখে দুঃখী হইয়া অনুগ্রহ ও স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং যাঁহাদ্বারা আপনার বিশেষ উপকার হইয়াছে, সময় ক্রমে তাঁহাকে স্মরণ করা যে আমার অভীষ্ট ও প্রিয়কার্য্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।”

অনন্তর কতিপয় দিবস এলিজিবেথের গমন বিষয়ে আর কোন কথাই হইল না, তাঁহার মাতা এপর্য্যন্ত স্পষ্টরূপে কোন সম্মতি প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ম্লানবদন ও বিমর্ষ ভাব দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যে তাঁহার মনে মনেই সম্মতি প্রকাশ করা হইয়াছে, এবং তিনি বাধা দিবার জন্য সমুদায় আশা ভরসা বিহীন হইয়া বসিয়াছেন। তথাপি তিনি কন্যার সমক্ষ “তবে তুমি যাও” এ কথা কোন রূপেই বলিতে সমর্থ হইতেছিলেন না।

এক রবিবার বৈকাল বেলায় স্প্রিঙ্গর সপরিবারে একত্র হইয়া উপাসনা করিতেছেন, এমত সময়ে শুনিতে পাইলেন এক জন দ্বারে আসিয়া আস্তে আস্তে শব্দ করিতেছেন। স্প্রিঙ্গর সত্বরে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। ফেডোরা দেখিবামাত্র চমকিত হইয়া কহিয়া উঠিলেন, “হা, পরমেশ্বর! যাঁহার কথা উল্লেখ হইয়াছিল তিনিই বুঝি আমাকে সন্তানশোকসাগরে ডুবাইতে আইলেন!” এই কথা বলিয়াই তিনি আপনার মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, এবং এত ব্যাকুল হইলেন যে সেই উপস্থিত অতিথির সহিত এক বারও সম্ভাষণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

ধর্ম্ম-প্রবক্তা মহাশয় দেখিতে অতি সম্ভ্রম-যোগ্য, দীর্ঘা-

কার, পলিত দীর্ঘশ্মশ্রু বিশিষ্ট, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই স্প্রিঙ্গরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “ মহাশয়! আমি আপনকার গৃহে আসিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম। ইহাতে যে অমূল্য রত্ন দেদীপ্যমান রহিয়াছে, পরমেশ্বর করুন যেন ইহা নিরন্তরই মঙ্গলালয় হইয়া থাকে। সম্প্রতি সন্ধ্যাকাল উপস্থিতপ্রায় দেখিয়া আপনার আশ্রয় লইতে উপস্থিত হইলাম। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে অদ্য রাত্রিটি যাপন করিবার জন্য আশ্রয় দিতে অনুমতি হউক।”

এলিজিবেথ শুনিবামাত্র সত্বর হইয়া বসিবার একখানি আসন আনিয়া দিলেন। অতিথি ব্যক্তি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ ভদ্রে! তুমি অল্প বয়সেই ধর্ম্মপথের পথিক হইয়াছ। যখন এ পদবীতে প্রথমে পদার্পণ করিয়াছ, তখনই তোমার নিকট আমাদিগের পরাভব স্বীকার করা হইয়াছে।” এই কথা কহিয়াই তিনি আসন পরিগ্রহ করিলেন এবং বসিয়াই শুনিতে পাইলেন যে ফেডোরা বাষ্পাকুল কণ্ঠে ও গদগদ স্বরে রোদন করিতেছেন। শুনিবামাত্র তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন মা! তুমি এত আর্ত্ত হইয়া রোদন করিতেছ? পরমেশ্বর তো তোমার সন্তানের প্রতি স্নেহ বিতরণ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই এবং তোমার মত সুখভাগিনী গর্ভধারিণীও সচরাচর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, আর তোমার পুরস্কারস্বরূপ এ অনুকূল সন্ততিবিচ্ছেদ কিছু চিরকালের জন্য নহে। যদি চিরবিচ্ছেদ না হইল, তবে তোমার শোক তাপের বিষয় কি? তোমার এই অল্পকালের জন্য সন্ততি বিচ্ছেদ কেবল ধর্ম্মেরই পুরস্কারমাত্র। পাপের জন্য যাহাদের সন্তানের চিরবিচ্ছেদ হয় তাহাদের ন্যায় ক্লেশকর নহে।”

অতিথি এই রূপ বিস্তর প্রবোধ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফেডোরার মনে কিছুই সান্ত্বনা হইল না। তিনি সবিনয় বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"ধর্ম্মপিতঃ! যদি আমি ভাগ্যদোষে আমার বাছাকে আর পুনর্ব্বার দেখিতে না পাই?"

ঐ ব্যক্তি তখনি উত্তর করিলেন, "দেখিতে পাইবে না কেন? স্বর্গরাজ্যে তাঁহার বাস করা স্থিরই আছে এবং এই মর্ত্যলোকেও পুনর্ব্বার দেখা সাক্ষাৎ হইবেক, চিন্তা কি? বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন বটে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু পরমেশ্বর সহায় হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। যাহার পক্ষে যখন যেটা অসহ্য হইয়া উঠে, পরমেশ্বর তখনই তাহা সহ্য করিয়া দিবার উপায় বিধান করেন।"

ফেডোরা এই সমস্ত কথা শুনিয়া ধৈর্য্য পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। স্প্রিঙ্গর তখন এমনি অভিভূত যে তাঁহার মুখ-দিয়া একটি কথাও নির্গত হইতেছে না, কেবল অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন এই মাত্র। এলিজিবেথ একাল পর্য্যন্ত ক্ষণকা-লের জন্যও সাহসের শৈথিল্য অনুভব করেন নাই। এখন প্রকৃত সময় উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণও বিলক্ষণ রূপে ব্যাকুল ও কাতর হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে তিনি পিতাকে উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এই সাহসিক উৎ-সাহে এত দূর পর্য্যন্ত সমুৎসুক হইয়াছিলেন যে তাঁহার অন্তঃকরণে পিতৃ মাতৃবিচ্ছেদের শোক কিছু মাত্রই উদ্ভূত বা অনুভূত হয় নাই। সম্প্রতি এমনি সময়টি উপস্থিত হইল যে তিনি আর, পরদিন অবধি এক বৎসর কাল পিতার মুখহইতে অমৃতময় বাক্য শুনিতে ও মাতার নিকটহইতে সুকুমার বাৎসল্য ভাব অনুভব করিতে পাইবেন না!

যাহা হউক, এ রূপ ভাবনায় এলিজিবেথকে নিতান্ত অভি-ভূত করিয়া তুলিল নয়নদ্বয় প্রভাহীন হইল। মুখাকার

নিতান্ত ম্লান, ও সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া উঠিল। নিতান্ত অধৈর্য্য বোধ হওয়াতে রোদন করিতে করিতে পিতার ক্রোড়ে যাইয়া মগ্ন হইয়া পড়িলেন। দেখ কি আশ্চর্য্য! যিনি এখনই সহায়ের অন্বেষণে হস্ত প্রসারণ করিতেছেন এবং দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই প্রথম পদক্ষেপে অবলম্বনরহিতা লতার ন্যায় ধরাতলে অবনত হইয়া পড়িতেছেন, ইহার পরে তিনি ভূমণ্ডলের প্রায় অর্দ্ধেক অংশ পদব্রজে যাইয়া যৎপরোনাস্তি সাহস প্রকাশ করিবেন।

ভোজনের দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত হইল, অতিথি মহাশয় নির্ব্বাসিতদিগের সহিত আহার করিতে বসিলেন। যথাবিধি লোকতা, শিষ্টাচার, ও সমাদর পূর্ব্বক অতিথি সংকার করণে কিছু মাত্র ত্রুটি হইল না। কিন্তু আহ্লাদ, আমোদ, এবং প্রসন্নতার লেশ মাত্রও রহিল না। নয়নকে বাষ্প বিমোচনে স্থগিত করা সকলেরই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

নির্ব্বাসিতদিগের এই রূপ কাতরতা দেখিয়া সম্ভ্রান্ত অতিথি মহাশয়ের অন্তঃকরণ এককালে দয়ারসে আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি ভ্রমণচ্ছলে কত কত দেশে যে কত শত শত ব্যক্তিকে শোকাকুল দেখিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তাই ছিল না। কিন্তু সেই সকল শোক ও সন্তাপ যাহাতে বৃদ্ধি না পাইত তাহার সদুপায় করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট ব্রত ছিল। যে কোন অবস্থা এবং যে কোন স্বভাবের মনুষ্য হউক না কেন, তিনি তাহাকে অনায়াসেই অমৃতময় উপদেশদ্বারা শান্ত করিতে পারিতেন। তিনি বিলক্ষণ অনুভব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার উপদেশচ্ছলে বাক্য প্রয়োগ প্রায় কখনই বিফল হয় নাই।

এক্ষণে তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, যদি কেহ শোকার্ণবে একেবারে মগ্ন হয় ও তাহার মন সতত চিন্তাকুল থাকে তাহা হইলে তাহার নিকট, যাহারা তদপেক্ষা

অধিকতর ক্লেশে পতিত ও বিপদ্গ্রস্ত হইয়া কাল হরণ করিয়াছে, তাহাদের বৃত্তান্ত বিবরণ করিলেই তাহার শোকের শমতা হইতে পারে। বিশেষতঃ এক জনের দুঃখে দুঃখী হইয়া দয়া প্রকাশ ও অশ্রুপাত করিলেই অপরের দুঃখ শিথিল ও সহ্যবেদন হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

মনে মনে এই রূপ বিবেচনা করিয়া অতিথি মহাশয়, দীর্ঘকাল পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্থানে স্থানে যে সমস্ত ভয়ানক বিপদের হস্তে পড়িয়াছিলেন এবং যেরূপে সেই সকল বিপদহইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। নির্ব্বাসিতেরাও একান্ত মগ্ন হইয়া সেই সকল দুঃখের কথা শুনিতে লাগিলেন। ফলতঃ সে বর্ণনা শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহাদের চিত্তও বিলক্ষণ আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহারা সদয় ভাবে উভয় দুঃখ তুলনা করিয়া বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন, যে অতিথির দুঃখ অপেক্ষাও আপনাদের গুরুতর।

সেই মহাত্মা ব্যক্তির কোন কিছুই অদৃষ্ট ও অশ্রুত ছিল না। তিনি স্বদেশহইতে সহস্র ক্রোশ অন্তরে আসিয়া ক্রমাগত ষাটি বৎসর কাল দেশে দেশে ও স্থানে স্থানে নানা জনগণের মধ্যে থাকিয়া, অসভ্য জাতিদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য অবিরতই পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন! তিনি ঐ সকল ব্যক্তিকে ভাই, বন্ধু, বলিয়া সম্বোধন করিতেন, ও তাহাদের প্রতি তদনুরূপ যত্ন করিতেও ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু তাহারা এমনি দুর্দ্দান্ত ও অকৃতজ্ঞ যে সততই তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা পাইত।

তিনি যখন চীন রাজ্যের রাজধানী পেকিন্ নগরের রাজসভায় অধিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহার অসামান্য বিজ্ঞতা ও বিজাতীয় বহুদর্শিতা দেখিয়া তাবৎ সভ্য ও বিচারাধ্যক্ষেরা চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষমতার কথা কত কা

পর্য্যন্ত বর্ণনা করিব। তিনি নিতান্ত অসভ্য জাতির মধ্যে থাকিয়া তাহাদিগকে সভ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই অদ্ভুত জাতিরা কৃষিকর্ম্ম কাহাকে বলে তাহার নামও অবগত ছিল না। সেই মহাত্মাই তাহাদিগকে একত্র করিয়া কৃষিকর্ম্মের প্রণালী শিক্ষা করান।

যে সকল স্থান মরুভূমি ছিল, তাঁহার প্রভাবে এখন সে সমস্ত অত্যন্ত উর্ব্বরা এবং অসভ্যেরা সভ্য ও সাধু হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল বংশে পতি, পুত্র, পত্নী প্রভৃতির কাহাকে কি বলে তাহা কিছুই জানিত না, তাহাদিগকেই তিনি কৃতজ্ঞতার সহিত পরমেশ্বরে মনোনিবেশ করিতে শিখাইয়াছিলেন। ফলে যে সমস্ত স্থানে যে যে শুভ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সেই প্রাচীন মহাপুরুষেরই পরিশ্রমের ফল। দেখ, সেই মহাত্মার উপদেশের কি পর্য্যন্ত মহিমা! ঐ সকল ব্যক্তি এখন আর ধর্ম্মপরায়ণদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে না, এখন আর তাঁহাদিগের অবলম্বিত ধর্ম্মকে কঠিন ও নিষ্প্রয়োজন বলিয়া অগ্রাহ্য করে না, এবং এখন আর এমন কথাটি মুখেও আনে না যে, ধর্ম্মঘোষকেরা কেবল স্বার্থপর হইয়াই লোকদিগের প্রতি দয়া বিতরণের ভাণ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারক মহাশয়েরা যে কোন অংশে স্বার্থপর নহেন, এ কথা বলাও বড় সহজ ব্যাপার নয়। তাঁহারা কি মনুষ্যজাতির কুশলের উদ্দেশে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া উৎকৃষ্ট ফলভাগী হইতে চাহেন না? জগৎপিতা পরমেশ্বরকে প্রীত ও সন্তুষ্ট করা কি তাঁহাদের অভীষ্ট নহে? স্বর্গসুখ সম্ভোগে কি তাঁহাদের বাসনা হয় না?। সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিতে হইলে দিগ্বিজয়ী অধিরাজদিগের বাসনাও তাঁহাদের তুল্য সমুন্নত নহে। অধিরাজেরা কেবল লৌকিক প্রতিপত্তিকেই যথেষ্ট জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন, এবং

পৃথিবীর রাজত্ব পাইয়াই চরিতার্থ বোধ করেন এই মাত্র, ধর্ম্মপ্রচারকেরা সেরূপ নহেন।

অনন্তর সেই সম্ভ্রান্ত অতিথি মহাশয় নির্ব্বাসিতদিগের নিকটে নিবেদন করিতে লাগিলেন, "আমার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। এজন্য আমাকে জন্মস্থান স্পেইন রাজ্যে ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। গমন কালে রুশিয়া, জর্ম্মেনী, এবং ফ্রেঞ্চ রাজ্যের মধ্য-দিয়াও যাইতে হইবেক। এই রূপ দীর্ঘ যাত্রা বিষয়ের প্রস্তাব করিবার সময়ে সেই মহাশয়কে এমনি বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি তাহাতে কিছু মাত্র ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না।

বস্তুতঃ তাঁহার পক্ষে ইহা দীর্ঘযাত্রা বলিয়া বোধ হইবার সম্ভাবনাই ছিল না। যিনি ক্রমাগত জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করিবার সময়ে বৃক্ষের তলা ভিন্ন কোন আশ্রয়েই থাকিতে পান নাই। শ্রান্তি দূর করিবার জন্য শয়ন করিতে ইচ্ছা করিলে পাষাণ খণ্ড ব্যতীত যাঁহার একটি বালিস প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সময় বিশেষে যাঁহার আহারের মধ্যে কেবল এক মুষ্টি আর্দ্র তণ্ডুল ভিন্ন কিছুই সঙ্গতি হইত না। তিনি ক্রমাগত এত কাল পরিশ্রম করিয়া শেষে সভ্য জাতিদিগের নিকটে উপস্থিত হইবেন ও তাহাদের সহিত শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপ করিয়া পরম সুখে অবশিষ্ট জীবনকাল যাপন করিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং এমত অভীষ্ট ভাবি সুখের আশা থাকিতে তাঁহার দূর গমনে ক্লেশ বোধ হইবার বিষয়ই বা কি?

ধর্ম্মপিতা মহাশয় আপনাকে স্বজাতীয়দিগের মধ্যগত দেখিয়া তখন এমনি বোধ করিলেন, যেন তিনি স্বদেশে আসিয়াই উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি চীনহইতে তাতার দেশে আসিবার সময়ে পথিমধ্যে যে সকল ক্লেশ ভোগ করি-

য়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে সমস্তই বিবরণ করিয়া কহিতে এবং যে সকল বিপদের হস্তহইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, তাহারও আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া শুনাইতে লাগিলেন।

অনন্তর ভৃত্যের গৃহমধ্যে অগ্নিকুণ্ডের নিকটে অতিথি মহাশয়ের জন্য শয্যা প্রস্তুত হইলে পর, তিনি ভল্লূকের চর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া তথায় যাইয়া শয়ন করিলেন।

অতি প্রত্যূষে এলিজিবেথ গাত্রোত্থান করিয়া আস্তে আস্তে সেই অতিথি মহাশয়ের শয়ন গৃহের দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং শুনিতে পাইলেন, যে তিনি অনন্তিপূর্ব্বেই উঠিয়া উপাসনায় তৎপর হইয়া আছেন। এলিজিবেথ গত রাত্রিতে পিতা মাতার সম্মুখে প্রস্থান বিষয়ের কোন কথাই কহিবার সাহস করিতে সমর্থ হন নাই। এই জন্য তিনি সবিনয় সম্বোধনে প্রার্থনা করিলেন। "ধর্ম্মপিতা মহাশয়! আমি গোপনে আপনার সহিত কিছু কথোপকথন করিতে আইলাম। আমাকে গৃহমধ্যে যাইতে অনুমতি করুন।" অতিথি মহাশয় শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ অনুমতি করিলেন।

এলিজিবেথ গৃহমধ্যে প্রবেশিয়া গলবদ্ধ বস্ত্রে ও কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া আপন জীবনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বর্ণনা সকল প্রায় তাঁহাদিগের পিতা মাতা দুহিতাদিগের পরস্পর স্নেহ ভাবের কথাতেই পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে কএক বার যুবক স্মোলফের নামও উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই নামটী উচ্চারণ করিবার সময় এমনি বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহাই তাঁহার নিষ্কলঙ্ক ভাবের অনুরূপ ও প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ। এবং ইহা স্পষ্টরূপে জানাইয়া দিল যে এলিজিবেথের বিশুদ্ধ ভাব রক্ষা হইবার প্রতি তাঁহার নিষ্কাম ভাবকে কোন মতেই প্রধান কারণ বলিতে পারা যায় না।

প্রাচীন ধর্ম্মঘোষক মহাশয় এলিজিবেথের মুখহইতে তাবৎ বৃত্তান্ত শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, তিনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াও এলিজিবেথের তুল্য সচ্চরিত্রা আর কুত্রাপি প্রত্যক্ষ করিতে পান নাই।

স্প্রিঙ্গর ও ফেডোরা আপনাদের কন্যা যে পরদিনই প্রস্থান করিবেন, এ কথা তখন পর্য্যন্তও জানিতে পারেন নাই, কিন্তু প্রাতঃকালে যখন তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ে এক প্রকার আকস্মিক ভয়ের মত বোধ হইতে লাগিল। এরূপ ভয়বোধ কেবল তাঁহাদেরই হইয়াছিল এমত নহে, বিপৎপাতের পূর্ব্বে প্রাণিমাত্রেরই স্বভাবতঃ এমত উপস্থিত হইয়া থাকে।

অনন্তর এলিজিবেথ নিকটহইতে একটু সরিয়া গেলে পর ফেডোরা অনুক্ষণ তাঁহার প্রতি দৃষ্টি দিয়া থাকিতে লাগিলেন। মনে মনে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করেন, এবং বলিবার জন্য তাঁহার ওষ্ঠাধরও স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, কিন্তু সাহস পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিতে সমর্থ হন না। ইহাতে তিনি এক এক বার সহসা গিয়া তাঁহার হস্ত ধরিতে আরম্ভ করিলেন। পরদিন তাঁহাকে যে কর্ম্ম করণের ভার অর্পণ করিবেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, বার বার তাহারই কথা কহিতে লাগিলেন এবং এমন সকল কাজ করিতে অনমতি করিতে আরম্ভ করিলেন যে, সে সমস্ত কিছু দিন ক্রমাগত না করিলে শেষ করিয়া উঠিতে পারা যায় না। ফেডোরার অন্তঃকরণও একান্ত বিচলিত হইয়াছিল, এবং কন্যার নিস্তব্ধ ভাবেও বিলক্ষণ প্রত্যয় হইয়াছিল, যে তিনি অবিলম্বেই প্রস্থান করিবেন। তথাপি তিনি আপন মুখে কি বলেন, এক বার তাহাই শুনিতে ও শুনিয়া পুনর্ব্বার নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

সকলে আহার করিতে বসিয়াছেন এমত সময়ে ফেডোরা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এলিজিবেথ! কালি অতি উত্তম দিন, তুমি তোমার পিতার সঙ্গে ডিঙ্গি চড়িয়া হ্রদে মাছ ধরিতে যাইও।" এলিজিবেথ এ কথায় কোন উত্তর না দিয়া কেবল মাতার প্রতি দৃষ্টি দিয়া রহিলেন, এবং অযত্ন-বাহিত অশ্রুধারাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল।

স্প্রিঙ্গরও ফেডোরার মত ব্যাকুল হইয়া ছিলেন। তিনি ব্যাকুলতা প্রভাবে অতি ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে! শুনিতে পাও, তোমার প্রসূতি কি কহিতেছেন, কালি তোমাকে আমার সঙ্গে মাছ ধরিতে যাইতে হই-বেক।" এলিজিবেথ পিতার স্কন্ধদেশে মস্তক রাখিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন, "না পিতা, কালি আপনাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া আমার মাতাকে সান্ত্বনা করিতে হইবেক।" স্প্রিঙ্গর শুনিবামাত্র ম্লানবদন ও অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন। ফেডোরার পক্ষেও ইহা যথেষ্ট হইল। তিনি আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না। এবং এলিজিবেথ নিতান্তই প্রস্থান করিবেন ইহা জানিতে পারিয়াও তাঁহার মুখে সে কথা শুনিতে ইচ্ছা করিলেন না। কারণ, যে সময়ে তাঁহার কন্যা তাঁহার নিকটে ইহার উল্লেখ করিতেন, তখনই তাঁহার ইহাতে সম্মতি দিতে হইত। কিন্তু তাঁহার তখন পর্য্যন্তও এমন ভরসা ছিল, যে তাঁহার কন্যা তাঁহার অনু-মতি ব্যতিরেকে প্রস্থান করিতে কদাচই সাহস করিতে পারিবেন না।

স্প্রিঙ্গর মনে মনে নিশ্চিত জানিতে পারিয়াছিলেন, যে তাঁহার কন্যা পরদিনই প্রস্থান করিবেন ও তাঁহার পত্নী এককালে শোক সাগরে নিমগ্ন হইবেন, সন্দেহ নাই। এ-জন্য তিনি পূর্ব্বেই মনকে সুদৃঢ় করিতে চেষ্টা পাইতে লা-

গিলেন। তিনি একাল পর্য্যন্ত সন্তানের প্রতি স্নেহই করিতেন এই মাত্র। কখন তো এমন দায়ে ঠেকেন নাই এবং এমন বিপদেও পড়েন নাই। সুতরাং তিনি যে ইহা নির্ব্বিঘ্নে নিস্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইবেন, ইহা তাঁহার স্থির করাই ভার হইয়া উঠিল। অনন্তর উপস্থিত বিষয়ে ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠাকে যত্ন পূর্ব্বক গোপন করিয়া অকাতরে ও প্রফুল্লচিত্তে কন্যাকে ধর্ম্মের পুরস্কার দিবার জন্য তাঁহার প্রমুখাৎ সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করিলেন্।

প্রস্থানের দিবস উপস্থিত হইলে পর সেই দুহিতা ও মাতা পিতার অন্তঃকরণ যে কত নিগূঢ় উদ্বেগে উদ্বিগ্ন ও কি পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিল, তাহা বর্ণনাদ্বারা ব্যক্ত করা অতি দুষ্কর। ধর্ম্মঘোষক মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রীয় ইতিহাসদ্বারা তাঁহাদের সাহসকে উত্তেজিত করিয়া দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং পিতৃ মাতৃভক্ত সন্তান, ও সন্ততিবৎসল সহিষ্ণু পিতা মাতা পরমেশ্বরের নিতান্তই প্রিয়পাত্র ও কৃপাভাজন হন, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখাইতে আরম্ভ করিলেন।

মধ্যে মধ্যে ঐ ধর্ম্মপিতা সঙ্কেতে ইহাও জানাইলেন, যে এ দীর্ঘ যাত্রায় যত শ্রম ও ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা তত হইবেক না। কোন সদ্বংশজাত মহাত্মা ভদ্র ব্যক্তি ইহা অনায়াসসাধ্য ও সুখকর বোধ করিবার যথোচিত উপায় সকল করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র চিন্তা নাই। ধর্ম্মপরায়ণ মহাশয় সে ব্যক্তির নাম করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা অনুভবদ্বারা তাঁহাকে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন।

পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে এলিজিবেথ গলবদ্ধ বস্ত্রে ও কৃতাঞ্জলিপুটে পিতা মাতার নিকটে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। স্প্রিঙ্গর বাষ্পাকুল লোচনে অগ্রসর হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি অতিমাত্র ব্যগ্র

হইয়া হস্ত ধারণ পুর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। স্প্রিঙ্গর, এলিজিবেথ বিদায় লইতে আসিয়াছেন, ইহা ভাবদ্বারা বুঝিতে পারিয়া এমনি ব্যাকুল হইলেন যে তখন রোদন না করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। রোদন করিতে করিতে দুইখানি হস্ত তাঁহার মস্তকে রাখিলেন এবং মনে মনে তাঁহাকে পরমেশ্বরের আশ্রয়েই সমর্পণ করিলেন, কিন্তু মুখবাদানে একটি কথাও কহিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর এলিজিবেথ জননীর প্রতি স্থিরভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "মা! আপনি কি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন না? অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" ফেডোরা শোকে বিহ্বল হইয়া গদগদস্বরে কহিলেন, "আজি নয় বাছা কালি" এলিজিবেথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মা! আজি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন না?" ফেডোরা সত্বরে নিকটে গিয়া কহিলেন, "হাঁ অবশ্য! আজি নয়, প্রতিদিন তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব।" এই কথা শুনিবামাত্রই এলিজিবেথ পিতা মাতার নিকটে মস্তক অবনত করিলেন, তাঁহারা উভয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া কম্পিত ও অস্ফুট স্বরে এমনি আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিলেন যে তাহা কেবল পরমেশ্বরই শুনিতে পান।

ধর্ম্মপিতা মহাশয় তাঁহাদের নিকটহইতে কিছু দূরে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ও ঊর্দ্ধদৃষ্টে পরমেশ্বরের নিকটে এমনি ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, যেন তিনিই সাক্ষাৎ ধর্ম্মমূর্ত্তি হইয়া সেই দোষহীনা বালার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। ফলে এতাদৃশ ঐকান্তিক প্রার্থনা যদি পরমেশ্বরের নিকট পর্য্যন্ত না গমন করিত, তাহা হইলে এমন সকল পরম শুভাশীর্ব্বাদের যোগ্য পাত্রের পক্ষে কোন সুবিধাই হইত না।

পরদিন প্রাতঃকালে দিঙ্মণ্ডল প্রকাশিত হইতেছে, এমত

সময়ে এলিজিবেথ গাত্রোত্থান করিয়া আপনার বিদেশ যাত্রার উপযুক্ত বস্ত্রাদি দ্রব্য আহরণ করিতে নিযুক্ত হইলেন, ভ্রমণের যোগ্য পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন এবং কএক প্রস্থ সেই দেশের ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। এই সকল দ্রব্য সামগ্রী তিনি পিতার ধনব্যয়ে সংগ্রহ করেন নাই। প্রায় এক বৎসর কাল প্রতিদিন রাত্রিযোগে সকলে শয়ন করিলে পর, মাতার অসাক্ষাতে আপনার শয়নগৃহে বসিয়া সেই সকল ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তদ্ভিন্ন, সময়ে সময়ে নানা প্রকার সুখাদ্য ফল ও আটা প্রভৃতি উদ্বর্ত্ত হইলে তাঁহার সে সকল দ্রব্যও যত্ন পূর্ব্বক তুলিয়া রাখা অভ্যাস ছিল। কারণ তাঁহার মনের কথা এই যে, যদি কখন নিতান্ত অপ্রতুলের সময় হয় এবং কাহারও আশ্রয় না লইলে না চলে, তখন সেই রক্ষিত বস্তুর সাহায্যে অবশ্যই কিছু না কিছু উপকার দর্শিতে পারিবেক। এলিজিবেথ এখন সে গুলিও সেই সঙ্গে বাঁধিয়া লইলেন। পিতা মাতার ঘরে কিছু তাদৃশ প্রতুল ও সচ্ছল ভাব ছিল না, সুতরাং তিনি তথাহইতে কিছু মাত্র লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইলেন না। সর্ব্বশুদ্ধ নগদ দুই তিন টাকামাত্র সঙ্গে নীত হইল। এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া সেই দুর্গম দূর দেশে যাত্রায় প্রস্তুত হইলেন।

এলিজিবেথ অতিথি মহাশয়ের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া আস্তে আস্তে দ্বারে আঘাত পূর্ব্বক ডাকিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মপিতঃ! গা তুলুন, এবং আসুন, আমরা জনক জননীর উঠিবার পূর্ব্বে এখানহইতে প্রস্থান করি। তাঁহাদিগকে জাগাইবার আবশ্যক নাই। জাগাইলেই কেবল অত্যন্ত রোদন করিবেন এই মাত্র। তাঁহারা জানেন যে তাঁহাদিগের গৃহের ভিতর দিয়া না গেলে বাহির হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। কিন্তু

আমাদের এ ঘরের জানেলা কিছু অধিক উচ্চ নয়, আমি অনায়াসেই ভিতর দিয়া বাহিরে পড়িতে পারিব এবং বাহির হইয়া আপনাকেও নামাইয়া লইব। নিশ্চিত বলিতে পারি আপনি এখান দিয়া নামিতে গেলে আপনার কোন হানি হইবেক না।”

অতিথি মহাশয় ভাবিয়া দেখিলেন যে এলিজিবেথ পিতৃ মাতৃবাৎসল্যে যে প্রকার কৌশলের কথা কহিলেন, তাহাতে তাঁহারা সকলেই পরস্পর বিচ্ছেদের যাতনার হাত-হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। মনে মনে এই প্রকার বিবেচনা করিয়া তিনি তাহাতেই সম্মত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই রূপেই বহির্গমন করিলেন।

এলিজিবেথ বন পর্য্যন্ত গমন করিয়াই বস্ত্রাদির বোচ্‌-কাটি স্কন্ধে লইলেন। এবং কএক পদ চলিয়াই আপনা-দিগের কুটীরের অভিমুখে মুখ ফিরাইয়া দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দর্শন করিবামাত্র অন্তর্ব্বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠ-দেশ অবরুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিল, এবং নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। তৎক্ষণমাত্রই তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। এবং আসিয়াই যে ঘরে তাঁহার পিতা মাতা শয়ন করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টে পরমেশ্বরের নিকট এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, “হে অনাথনাথ! জগদীশ্বর! আপনি আমার পিতা মাতাকে দয়া করুন, এবং তাঁহাদের রক্ষণা-বেক্ষণ করুন। যদি তাঁহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করা আমার ভাগ্যে আর নাই থাকে, তাহা হইলে তো আর আমি এ স্থলে আসিতে পারিব না। অতএব করুণা করিয়া আমার এই সকল প্রার্থনা আপনাকে গ্রাহ্য করিতে হইবে।”

এই রূপ প্রার্থনা করিয়া তিনি পুনর্ব্বার বহির্গমনে উদ্যত হইতেছেন, এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার

পিতা তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পিতাকে দেখিবামাত্র এলিজিবেথ অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া কহিতে লাগিলেন, "পিতঃ! আপনি এখানে রহিয়াছেন কেন? আপনার এখানে আসিবার কারণ কি?" স্প্রিঙ্গর উত্তর করিলেন, "বৎসে! আমি তোমার সহিত দেখা করিতে ও তোমাকে ক্রোড়ে করিতে এবং তোমাকে আর এক বার আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি। ইহা ভিন্ন তোমার নিকট গুটিকতক কথা বলিবারও বিশেষ ইচ্ছা আছে। বাছা! তোমার বাল্যাবস্থায় যদি কোন দিবস কোন কারণে আমি তোমাকে স্নেহ প্রকাশ করিতে না পারিয়া থাকি, যদি আমাহইতে তোমার কখন অশ্রুপাত হইয়া থাকে, যদি কখন ভ্রূভঙ্গী বা কর্কশ বাক্য প্রয়োগে তোমার অন্তঃকরণে দুঃখ দিয়া থাকি, তাহা হইলে, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমার সে সকল অপরাধ মার্জনা কর। অতি কাতর হইয়া কহিতেছি, প্রস্থানের পুর্ব্বে তোমার পিতাকে সে সকল অপরাধহইতে তোমাকে অবশ্যই মুক্ত করিতে হইবেক। কারণ, তোমার সহিত পুনর্মিলনের সুখভোগ যদি আমার ভাগ্যে একান্তই না থাকে, তাহা হইলে মরণের সময়ে আমার কিছুমাত্র শান্তির অভাব হইবেক না।"

এলিজিবেথ পিতার কথা শেষ হইতে না হইতে কহিয়া উঠিলেন, "না পিতা! এমন কথা বলিবেন না, আপনি এ প্রকার কথা আর মুখে আনিবেন না।" স্প্রিঙ্গর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে! যখন তোমার প্রসূতি গাত্রোত্থান করিয়া তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন তখন আমি তাঁহাকে কি বলিব?" আমার এলিজিবেথ কোথা গেল বলিয়া অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি তাঁহাকে কি বলিয়া নিষেধ করিব? তিনি বনে বনে হ্রদের ধারে এবং অন্যান্য স্থানে তোমাকে অনুসন্ধান করিতে থাকিবেন, আমাকেও রোদন

করিতে করিতে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া ফিরিতে হইবেক। একান্ত নিরাশ হইয়া, "হা এলিজিবেথ! আমার প্রাণাধিক প্রিয়তমা এলিজিবেথ কোথা গেল বলিয়া নিরন্তর আর্ত্ত-দান করিলেও আর তো আমার এলিজিবেথ তাহাতে কর্ণ-পাত করিবেন না?"

পিতার মুখহইতে এই সমস্ত বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে এলিজিবেথ হতজ্ঞান ও মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া কুটী-রের ভিত্তি অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে শোকে নিতান্ত অভিভূত দেখিয়া অধৈর্য্য ও কা-তরতার নিমিত্ত আপনাকে যৎপরোনাস্তি ধিক্কার দিতে লাগিলেন। অবশেষে অতি প্রশান্ত স্বরে কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "বৎসে! এক্ষণে সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন কর। প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, তোমার প্রসূ-তিকে যদি একান্তই সান্ত্বনা করিতে না পারি, অন্ততঃ তিনি যাহাতে ধৈর্য্যপূর্ব্বক তোমার অসহ্য বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে সমর্থ হন, আমি তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিতে কিছু মাত্র ত্রুটি করিব না। আর এমন কথাও বলিতে পারি যে, তোমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তোমার প্রসূতিকে প্রাণে প্রাণে বাঁচা-ইয়া রাখিতেও সমর্থ হইব। দৃঢ় বাক্যে কহিতেছি, তো-মার এই শুভ যাত্রা সফল হউক আর নাই হউক, তোমার জননী তোমার সহিত পুনর্ব্বার দেখা সাক্ষাৎ না করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন না।"

এই সমস্ত কথা বলিয়া স্প্রিঙ্গর সেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহা-শয়ের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং দেখিলেন যে তিনি সেই শোকস্থানের কিছু দূর অন্তরে অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। অনন্তর তিনি অতি সম্ভ্রম বাক্যে উচ্চ স্বরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ধর্ম্মপিতঃ! আমি এই অমূল্য রত্নটি আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। যাহাকে আমি

প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর, ও যাহার মূল্য তাহাহইতেও অধিকতর বিবেচনা করিয়া থাকি, তাহা আমি অম্লান বদনেই আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে বিশ্বাস করিতেছি। এক্ষণে উভয়ে একত্র হইয়া শুভযাত্রা করিতে আজ্ঞা হউক। বিশ্বপাতার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি সহস্র সহস্র স্বগণ প্রেরণ করিয়া আপনাদের উভয়কে রক্ষা করিবেন। সমস্ত ঐশ্বরী সেনা আমার এলিজিবেথকে রক্ষা করিতে অবশ্যই অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিবেন। ইহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম ও কীর্ত্তি উত্তেজিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবেক। এবং সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর ইহাঁর রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ হইবেন। এবং যাহাতে ইহার বিনাশ না হয় তাহা করিতে কিছু মাত্র অবহেলা করিবেন না।”

বীরপ্রধানা এলিজিবেথ, আর পিতার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া এক হস্ত চক্ষুর্দ্বয়ে স্থাপন ও অপর হস্তে ধর্ম্মপ্রবক্তা মহাশয়ের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গিনী হইয়া প্রস্থান করিলেন। এ দিকে প্রাতঃকালে সূর্য্য উদয় হইতেছে। তরুণ অরুণ আভায় পর্ব্বতের শিখর সকল শোভা পাইতেছে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ উচ্চতর দেবদারু তরুবরের অগ্রভাগ সকল বোধ হইতে লাগিল যেন সে সমস্ত স্বর্ণবর্ণে বিভূষিত হইতেছে। কিন্তু সর্ব্বত্র সকল বস্তুই শান্ত। বায়ুর গমনাগমন না থাকাতে হ্রদ সকল নিস্তরঙ্গ ও নিরাকুল হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে। পক্ষী সকল শ্রবণমনোহর ও অতি সুমধুর ধ্বনি করিতে বিরত রহিয়াছে। অতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গের শব্দও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। দেখিলেই বোধ হয় যেন প্রকৃতিজাত বস্তুমাত্রেই মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছে। এবং সমুদায় বনভূমিই যেন সেই সন্ততিবৎসল জনকের আর্ত্ত স্বরের প্রতিধ্বনিতে পরিপূরিত হইতেছে।

তৎকালে এলিজিবেথের জনক যে কি পর্য্যন্ত শোকাকুল হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিবার নিমিত্ত পাকতঃ চেষ্টা পাওয়া হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবেক, কিন্তু তাঁহার জননীর শোকের কথা বর্ণনা করা অতি দুঃসাধ্য। ফলতঃ সেই গুরুতর মাতৃশোক বর্ণনাদ্বারা ব্যক্ত করাও বড় সহজ ব্যাপার নহে।

স্বামীর রোদন শব্দ শুনিবামাত্র ফেডোরার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তিনি সত্বরে পতির নিকট ধাবমান হইয়া তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সন্তান প্রস্থান করিয়াছেন। মনে মনে এই রূপ অনুভব করিয়া তিনি শোকাবেগে আহত ও নিতান্ত অভিভূত হইয়া তখনি অমনি মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। স্প্রিঙ্গর প্রিয়-তমাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া পড়িল। তিনি তখন পতির বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। প্রণয়-পাশের দৃঢ় বন্ধন এককালে শিথিল হইয়া পড়িল। বস্তুতঃ সেই প্রণয় তখন এমনি হতবীর্য্য হইয়াছিল, যে তাহা তাঁ-হার হৃদয়ে উদ্বোধ হওয়াও নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠিল। প্রবোধ বাক্যে অন্যান্য ভাবনার শমতা হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে মাতার দুর্ভাবনা ও শোক কদাচই শান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। মাতৃশোকের শান্তি কখন লৌকিক উপায়সাধ্য নয়, কেবল পরমেশ্বর যদি কৃপা করেন, তাহা হইলেই শান্তি হইতে পারে, নচেৎ আর উপায়ান্তর নাই। যিনি দুর্ব্বলা অবলা জাতির প্রতি এই অপরিহার্য্য ও অপ্র-তিবিধেয় শোক সন্তাপ বিধান করিয়াছেন এবং যাহা তাঁ-হার নিতান্ত আজ্ঞাধীন, তাহাকে দূর করা তাঁহা ব্যতীত আর কাহার সাধ্য?

১৪ ই মে, অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে, এলিজিবেথ ও

তাহার সঙ্গী ধর্ম্মঘোষক মহাশয় প্রস্থান করিলেন। সাই-বিরিয়ার জলা ও জঙ্গল পার হইতে তাঁহাদের ঠিক এক মাস কাল অতীত হইল। কারণ, উক্ত ঋতুতে সে অঞ্চল ভয়ঙ্কর জলপ্লাবনে প্লাবিত হইয়া যায়। সুতরাং পথ চলি-বার কষ্টের আর পরিসীমা থাকে না। সময়ের গতিকে তাঁহাদিগকেও ক্লেশে পড়িতে হইয়াছিল।

তথাকার অতি দুর্গম স্থানে তাতার দেশীয় কৃষক লো-কেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাড়ীর ব্যবসায় করিয়া থাকে। তাঁহারা অতি অল্পব্যয়ে সেই গাড়ীর সাহায্য পাইয়া সে সকল পথ উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। রাত্রিকালে যৎপরোনাস্তি অপরিষ্কৃত কুটীরে বাস করিতে হইত। এলিজিবেথ যদি নিতান্ত ক্লেশসহিষ্ণু না হইতেন, তাহা হইলে কখন সে নিদারুণ ক্লেশ সহিতে সমর্থ হইতেন না। শয়ন করিবার জন্য অতি মলিন, দুর্গন্ধ, ছেঁড়া একখানি কন্থা পাইতেন। অগত্যা তাহাতেই আপনার বস্ত্র বিছাইয়া শয়ন করিতে হইত। বিশেষতঃ সেই সব কুটীরে গবাক্ষদ্বার দিয়া যে প্র-কার দুঃসহ বাতাস প্রবেশিতে থাকে, তাহাও নিতান্ত ক্লেশ-কর। গৃহস্থেরা সপরিবারেও কখন কখন আপনাদের গোরু, বাছুর, ছাগ, মেষ লইয়া সেই গৃহে শয়ন করিয়া থাকে।

তিনোইনহইতে কতিপয় ক্রোশ অন্তরে এক বন আছে। তাহা তবলস্কের সীমা। এলিজিবেথ সেই বন মধ্যে সীমা-বোধক স্তম্ভের শ্রেণী দেখিতে পাইয়া জানিতে পারিলেন, যে তিনি এত দিনের পর আপনাদের বিবাসন প্রদেশ পরিত্যাগ করিতেছেন। তাঁহার পক্ষে ঐ প্রদেশ জন্ম ভূমির মতই ছিল। সুতরাং এমন প্রিয়স্থান পরিত্যাগ করিতেছেন, ইহা মনে উদয় হওয়াতে তিনি পুনর্ব্বার দুঃখ বোধ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ব্যক্ত করিয়া কহি-লেন, "আ! এখন আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি।"

এলিজিবেথ পরে যখন ইউরোপ খণ্ডে প্রথমে পদার্পণ করেন তখনও আবার তাঁহার অন্তঃকরণে এই রূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল। কারণ, তাঁহার মনে মনে এমনি বোধ হইল যে তিনি পৃথিবীর যে অংশহইতে যে প্রদেশে গমন করিতেছেন, তাহা যাহার পর নাই দূর এবং বিস্তারশালী। যাঁহারা তাঁহার কেবল প্রতিপালক ও অভিভাবক এবং আজন্মরক্ষাকারী, আর বস্তুতঃ যাঁহারা ভিন্ন তাঁহার আর কেহই ছিল না, তাঁহারা সকলেই এসিয়া খণ্ডে রহিলেন। এক্ষণে তিনি কোন্ আশয়ে ইউরোপ খণ্ডে গমন করিতেছেন এবং কোন্ ব্যক্তিই বা তাঁহার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন? ইউরোপের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ তথাকার রাজসভায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সকল বর্ত্তমান আছেন এবং অপর্য্যাপ্ত ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিরও অসম্ভাব নাই। সুতরাং তাঁহাদের নিকট যে তিনি সহসা সমাদৃত হইতে পারিবেন তাহার সম্ভাবনাই বা কি? যদি একান্তই তাঁহার সৌভাগ্য প্রসন্ন হইয়া থাকে, তবেই তিনি যাঁহাদ্বারা উপকৃত হইতে পারিবেন এবং যিনি তাঁহার দুঃখে নিতান্ত দুঃখ বোধ করিয়া থাকেন, তাঁহার সহিত তথায় অবশ্যই সাক্ষাৎ হইতে পারে।

দেখ কি দুঃখের বিষয়! এলিজিবেথ ভুলিয়াও এক বার মনে করিতে পারিলেন না যে, পিটর্সবর্গে যুবক স্মোলফের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবেক। তিনি জানিতেন যে অধিরাজের আদেশে তাঁহার লিবোনিয়া দেশের সেনাসংক্রান্ত কোন কর্ম্ম হইয়াছে। তিনি সেখানেই আছেন। সুতরাং স্বদেশে আইলেও তাঁহার সেই মাত্র পরিচিত ব্যক্তির সহিত তথায় সাক্ষাৎ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। তিনি এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে সেই মহাত্মা ধর্ম্মপিতা যাবজ্জীবন কেবল পরের উপকার করিবার উদ্দে-

শেই কালক্ষেপ করিয়া আসিতেছেন। অতএব রাজা ও রাজমন্ত্রিগণের নিকট এই মহাত্মা ব্যক্তির বিশেষ প্রতিপত্তি ও আলাপ পরিচয় থাকিতে পারে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি ইহাঁর শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাকেও ইনি পূর্ণমনোরথা করিতে কদাচই বিমুখ হইবেন না। মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিয়া তিনি কেবল সেই ধর্ম্মপিতাকেই পরম সহায় বলিয়া স্থির করিলেন।

এই রূপে এলিজিবেথ ও তৎসহচর সাধু মহাশয়, আশ্বিন মাসের প্রায় অর্দ্ধেক হইয়াছে এমত সময়ে কামা নদীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং গণনা করিয়া দেখিলেন যে প্রায় অর্দ্ধেক পথ আসা হইয়াছে। এলিজিবেথ যেমন সুচারুরূপে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে যদি পরমেশ্বর শেষ পর্য্যন্ত সেই রূপে লইয়া যাইতেন, তবে তাঁহাকে প্রিয়তম জনক জননীর উদ্ধারে এত কায়িক ক্লেশ সহ্য করিতে হইত না। অনায়াসেই বিবেচনা করা যাইতে পারিত যে তিনি অবলীলাক্রমেই পূর্ণমনোরথ হইতে পারিবেন। কিন্তু ভাগ্য প্রসন্ন না হইলে সে রূপ সুবিধা হইবার বিষয় কি? এ দিকে দেখিতে দেখিতে শীতকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। এলিজিবেথ ক্রমশঃ বিপদসাগরে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। ভাব বুঝিবার জন্য তাঁহার উপরি ভূরি ভূরি আপৎপাত হইতে লাগিল। আপৎপাত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু এই দুস্তর পরীক্ষাহইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, তিনি যে অনন্ত পুরস্কারে পুরস্কৃত হইবেন ও তাঁহার অলৌকিক কীর্ত্তি যে ভুবনবিদিত হইবেক, তাহাতে আর কিছু মাত্র সংশয় রহিল না।

তাঁহারা এস্থলে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কতক দিন অবধিই সেই প্রাচীন ধর্ম্মপিতা মহাশয়ের শরীর অত্যন্ত অপটু হইয়াছিল। দিন দিন দুর্ব্বল হওয়াতে তিনি প্রায়

চলৎশক্তি বিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। পথ চলিবার সময়ে স্বয়ং যষ্টি ধারণ করিতেন এবং এলিজিবেথও তাঁহাকে ধরিয়া আনিতেন, তথাপি তাঁহার কিঞ্চিৎ দূর চলা অত্যন্ত ভার ও দুষ্কর বোধ হইত। দুই চারি পদ গমন করিলেই বিশ্রাম না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। জলার মধ্যে কখন গাড়ীতেও যাওয়া হইত, কিন্তু সে সমস্ত পথ এমনি কদর্য্য ও দুর্গম যে সেরূপ অসুস্থ শরীরে তাঁহার ক্লেশের আর সীমা পরিশেষ থাকিত না। তিনি মনকে এমনি দৃঢ় ও বশীভূত করিয়াছিলেন, যে এ সমস্ত দুরন্ত ক্লেশেও তাহা বিচলিত হইত না। এত আপদেও তাঁহাকে ক্ষণ কালের জন্য হতাশ করিয়া ফেলিতে পারে নাই।

যাহা হউক, তাঁহারা অতিশয় কষ্টে কামা নদীর নিকটস্থ সারাপুল গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলে এলিজিবেথের প্রতীতি হইল যে ধর্ম্মবক্তা মহাশয় নিতান্তই অচল হইয়া পড়িয়াছেন। আর যে পুনর্ব্বার তিনি পথ চলিতে সমর্থ হইবেন সে আশায় এককালেই জলাঞ্জলি পড়িয়াছে। অনন্তর মনোনীত বাসার জন্য অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন মতেই তাহা পাইয়া উঠিলেন না। অবশেষে তৎপ্রদেশের প্রধান কর্ম্মচারীর বাসার নিকট এক জীর্ণ ও কদর্য্য পান্থশালাতেই তাঁহাকে থাকিতে হইল। ঘরখানির অবস্থা দেখিবামাত্র এলিজিবেথ অতিশয় বিমর্ষ হইলেন। ভিতরে প্রবেশিয়া দেখিলেন, কতকগুলি খড় ও শুষ্ক তৃণ বিছান একখানি জীর্ণতম তক্তাপোশ পড়িয়া আছে এই মাত্র। ধর্ম্মপিতা মহাশয়কে সেই রূপ অসুস্থ শরীর লইয়া তাহাতেই শয়ন করিয়া থাকিতে হইল। একে তো যাতনায় সুনিদ্রা হইবার সম্ভাবনাই ছিল না, তাহাতে আবার সেই গৃহের অনাবৃত গবাক্ষ দিয়া বাতাস আসাতে

তাহার ভিতর এমনি শীতল যে দুই এক বার চক্ষু মুদ্রিত করাও নিতান্ত দুর্ঘট হইয়া উঠিল।

এলিজিবেথ ঘোরতর বিপদ উপস্থিত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন ও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন, অনুসন্ধানদ্বারা জানিতে পারিলেন, যে সারাপুল গ্রামে চিকিৎসকের সহায়তা কোন ক্রমেই পাওয়া যাইতে পারে না। এবং অনুভবদ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, যাহার ঘরে বাসা করিয়াছেন সে রোগীর প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। ইহাতে তিনি রোগীর পক্ষে আপনার কৃতসাধ্যে যত দূর পর্য্যন্ত হইয়া উঠিতে পারে কেবল তাহা করিতেই চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। অগ্রে ইতস্ততোহইতে কতকগুলি ছিন্ন বস্ত্র একত্র করিয়া সেই গৃহের গবাক্ষ প্রভৃতি যে সকল স্থান অনাবৃত ছিল তাহা রুদ্ধ করিলেন। পরে তাঁহার মাতা যে প্রকারে গাছ গাছড়া সংগ্রহ করিয়া, পরিবারদিগের পীড়া হইলে মুষ্টিযোগ করিয়া দিতেন, এলিজিবেথ সেই প্রকার করিতে মানস করিয়া মাঠে মাঠে গাছের অনুসন্ধান করিতে বাহির হইলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইলে ধর্ম্মপিতা মহাশয়ের পীড়ার উপদ্রব বিজাতীয় বৃদ্ধি হইত। এলিজিবেথ সেই ভাব দেখিয়া যৎপরোনাস্তি কাতর হইতেন এবং অনবরত গলিত নয়নজলধারাতে সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিতেন। মুমূর্ষু অবস্থায় সেই পরম হিতৈষী সহায়কে বিরক্ত করিতে অনিচ্ছুক হইয়া, কিছু দূরে যাইয়া রোদন করিতে থাকিতেন, কিন্তু তাহা সেই ধর্ম্মপিতা মহাশয়ের কর্ণগোচর হইত। তিনি তাঁহার মনের দুঃখ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু তখন তাঁহার সে দুঃখ দূর করিবার কিছু মাত্র ক্ষমতা ছিল না। তিনি মনে মনে নিশ্চিত জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহাকে আর বিস্তর দিন এ পৃথিবীতে থাকিতে হইবেক না

এবং যে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন তাহাহইতেও আর উঠিতে হইবেক এমত সম্ভাবনাও ছিল না।

ধর্ম্মপিতা মহাশয় ক্রমাগত ষাটি বৎসর কাল কেবল ঈশ্বরের কার্য্যেই তৎপর থাকিয়া কালক্ষেপ করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি মরণে কিছু মাত্র আর ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। কিন্তু তাঁহার প্রধান আক্ষেপের বিষয় এই যে তিনি যে কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা সুসমাহিত করিয়া তুলিবার অগ্রেই তাঁহাকে লোকান্তরে প্রস্থান করিতে হইল। তিনি অতি কাতর বাক্যে পরমেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে অন্তর্যামিন্! জগদীশ! আপনি সুবিচারদ্বারা আমার প্রতি যে নিদেশ করিয়াছেন, তাহা সম্যক্ প্রকারেই ভাল করা হইয়াছে, আমি আর সে বিষয়ে একটি কথামাত্র কহিতে চাহি না। কিন্তু আমার এক্ষণে বক্তব্য এই যে, যদি আমার এই অসহায়া ও নিরুপায়া বালাকে নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া আপনার অভিমত হইত, তাহা হইলে বোধ করি আমার মরণও যাহার পর নাই সহজ বোধ হইতে পারিত।"

ক্রমে ক্রমে রজনী উপস্থিত ও দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখিয়া এলিজিবেথ একটা মসাল প্রজ্বলিত করিলেন এবং সেই প্রিয়সুহৃদ্বর ও অদ্বিতীয় সহচরের পদতলে যাইয়া উপবেশন করিলেন। এই রূপে রজনী প্রভাতা হইলে এলিজিবেথ সেই মহাশয়ের জন্য কিঞ্চিৎ পানীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া আনিলেন। বিজ্ঞবর মহাশয় অনুভবদ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার চরম কাল উপস্থিত হইয়াছে। লোকলীলা সম্বরণ করিতে আর বড় বিলম্ব নাই, মনে মনে এই রূপ স্থির করিয়া তিনি সেই শয্যাগত অবস্থাতেই মস্তক কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া তাঁহার হস্তহইতে সেই পান-

পাত্র গ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধদৃষ্টে পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে অনাথনাথ! করুণাময়! জগদীশ! আমি এক্ষণে এই বালাটীকে আপনার চরণের শরণার্থিনী করিয়া চলিলাম, আপনি ইহার প্রতি কৃপা বিতরণ করিতে কোন মতেই বিমুখ হইবেন না। আপনার তো এমন কথা আছে যে যদি কেহ আপনাকে উদ্দেশ করিয়া এক ঘটী সুশীতল বারি উৎসর্গ করে, তাহা হইলে সে কখনই তাহার পুরস্কারে বঞ্চিত হইবে না। হে শরণাগতবৎসল! আপনি এই শরণাগত বালিকার প্রতি কৃপা কটাক্ষ পাত করিয়া নিজ নামটীকে চরিতার্থ করুন।"

মহাত্মা ধর্ম্মপিতা মহাশয়ের মুখহইতে এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া, এলিজিবেথ মনে মনে তাঁহার নিয়ত মৃত্যুর প্রতি আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তথাপি এমন প্রত্যয় করিতে পারিলেন না যে তাঁহার অবিলম্বেই প্রাণত্যাগ হইবেক। তাঁহার কেবল এই মাত্র বোধ হইল যে ধর্ম্মপিতা মহাশয় আর অধিক দিন বাঁচিবেন না। তাঁহার অবসান হইলেই তাঁহাকে এককালে নিরুপায়া ও অসহায়া হইতে হইবেক। খানিক ক্ষণ এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি নিতান্ত অভিভূত ও বিচেতনার ন্যায় হইয়া সেই মহাত্মার শয্যারই এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া পড়িলেন, বোধ হইল যেন তিনিও সংসার যাতনার হাতহইতে নিস্তার পাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

এ দিকে ক্রমে ক্রমে তাঁহার হিমাঙ্গ হইয়া উঠিল। নয়নযুগল প্রভাহীন হইল, এবং নাড়ীও স্তম্ভিত হইল। মহাত্মা মহাশয় ভূয়োভূয়ঃ কেবল "হা পরমেশ্বর! কি করিলেন, এই অশরণা বালাকে কৃপাদৃষ্টে অবলোকন করুন। আপনি দয়ার সাগর হইয়া এই নিরুপায়ার উপরি দয়া-

লেশ বিতরণে বিমুখ হইবেন না।” এই সকল প্রার্থনা করিবার সময়ে তাঁহাকে আকারদ্বারা বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহার অন্তঃকরণ করুণারসে নিতান্ত আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে, এবং তিনি মনের সহিতই সেই রূপ কামনা করিতেছেন।

পরে তিনি দেখিলেন যে তাঁহার শোকসাগর ক্রমশঃ উদ্বেল হইয়াই উঠিতেছে, কিছুতেই শান্ত হইতেছে না। ইহাতে তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ বৎসে! আমি তোমাকে পরমেশ্বরের ও তোমার জনক ও জননীর শপথ দিয়া কহিতেছি, তুমি এ অভিভূত ভাব পরিত্যাগ করিয়া সচেতনা হও। এবং আমি যাহা যাহা বলিতেছি, তাহা মনোযোগ দিয়া শুন।”

মান্যবর ধর্ম্মপিতা মহাশয়ের মুখহইতে এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিত হৃদয়া এলিজিবেথ করতলে অশ্রুজল মার্জন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রতি দষ্টিপাত করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিলেন, “ আজ্ঞা করুন্ আমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেছি।” বৃদ্ধবর মহাশয় অবশিষ্ট শক্তির অবলম্বনে অতিশয় কষ্টে গাত্রোত্থান করিলেন এবং শয্যার পার্শ্বস্থিত একখানা কাষ্ঠফলকে ঠেস দিয়া বসিলেন। ক্ষণকাল বিলম্বে শ্রান্তি দূর হইলে পর তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “ বৎসে এলিজিবেথ! পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এখন এই দুর্গম পথের মধ্যে একাকিনী হইয়া তোমাকে ঘোরতর বিপদেই পড়িতে হইল। একে এই দুরন্ত দুঃসময় উপস্থিত হইতেছে তাহাতে তুমি বালিকা, সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তি সহায় নাই। পথিমধ্যে যে কত কষ্ট পাইতে হইবেক, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তদ্ভিন্ন পাথেয়ের অভাব জন্যও তোমাকে যথেষ্ট ক্লেশ পাইতে হইবেক। মনুষ্য কিছু চিরকাল সমান সৌভাগ্যে কালযা-

পন করিতে পারে না। যদি কখন দুরদৃষ্টক্রমে বিপদে পড়িতে হয়, তাহা হইলে সে সাহসের অবলম্বনেই সেই বিপদের হাতহইতে পরিত্রাণ পাইতে চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু সেই সাহস, ধনের ও শক্তির অসদ্ভাব হইলেই, ভঙ্গ হইয়া পড়ে।"

"বৎসে! তোমার সাহস অপর সাধারণের তুল্য নয়। যখন এই সাহস অধিরাজের লোভ দমনে উদ্যত হইয়াছে এবং সেই দুর্নিবার্য্য লোভের প্রতিকূলে অটল ও দৃঢ়ভাবে বর্ত্তমান হইবেক, তখন ইহাকে বিজাতীয় সাহস অবশ্যই বলিতে হয়। এরূপ অসাধ্য সাধনে সাহস করা সচরাচর দেখিতে পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। যাহা হউক, পরে অনেকের সহিত তোমার দেখা সাক্ষাৎ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। আর দেখা হইলে অনেকেই তোমাকে নিরাশ্রয় ও দুরবস্থাগ্রস্ত বোধ করিলেও করিতে পারিবেন, এবং বোধ করিয়াও তোমাকে ধর্ম্মপথহইতে ভ্রষ্ট করিতে কোন অংশেই ত্রুটি করিবেন না। কিন্তু তুমি তাহাদের সে সকল প্রলোভন বাক্যে কদাচ বিশ্বাস করিও না। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ ঐশ্বর্য্যের শোভা দেখিতে পাইবে, কিন্তু সাবধান, যেন সে শোভায় তোমাকে কোন মতে ভুলাইতে না পারে। তোমার ঈশ্বরেতে যেরূপ ভীতি ও পিতা মাতায় যে প্রকার প্রীতি দেখিতেছি, তাহাদ্বারাই তোমার সুচারুরূপে রক্ষা হইতে পারিবেক। অন্য রক্ষকের চিন্তায় তোমাকে কিছুমাত্র চিন্তিত হইতে হইবেক না। তুমি সমস্ত নিগূঢ় বিষয়ে একাগ্র চিত্তে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে। তাহা যেন কোন মতেই স্থানচ্যুত না হয়। প্রয়োজনের বৃদ্ধি অধিক হইতে পারে। কিন্তু তোমারও এ কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে একটা কুকর্ম্ম করিলেই তাহা তোমার জনক জননীর মৃত্যুতুল্য হইবেক।"

নিতান্ত কাতরা এলিজিবেথ এই সকল উপদেশ কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, “ পিতঃ! আপনি এ সকল বিষয়ে কোন ভয় করিবেন না। দৃঢ়বাক্যে কহিতে পারি আপনার ইহাতে কিছুমাত্র ভয় নাই।” এই কথায় ধর্ম্মপিতা মহাশয় কহিলেন, “ বাছা! তোমার যে প্রকার পবিত্রভাব ও শৌর্য্যযুক্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে তাহাতে তোমার মনস্কামনা পরিপূর্ণ ও সিদ্ধ হইবার বিষয়ে আমার কিছুমাত্র ভয় ও সন্দেহ নাই। আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে যে পরমেশ্বর তোমার ধর্ম্মপরীক্ষা করিবার ছলে তোমাকে ধর্ম্মপথ দিয়া আপনিই নির্বিঘ্নে লইয়া যাইবেন।”

“যাহা হউক, গোপনে একটা কথা বলি শ্রবণ কর। মহানুভব তবলস্কের শাসনাধিপতি তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া পাথেয় স্বরূপ গুটিকত টাকা আমার নিকট দিয়াছেন তাহা আমার অঙ্গবস্ত্রেই বদ্ধ রহিয়াছে গ্রহণ করিতে বিস্মৃত হইও না। এবং এই গুপ্ত কথাও কাহার নিকট ব্যক্ত করিও না। এক্ষণে করুণাময় জগদীশ্বর সেই সাধু শাসনাধিপতিকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখুন। আজি অবধি তাঁহার জীবন তোমার হস্তেই রহিল, এ কথা ব্যক্ত হইলেই তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবেক। তিনি যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাথেয় বলিয়া দিয়াছেন তাহাতে তোমার পিটর্সবর্গ পর্য্যন্ত গমনের ব্যয় যথেষ্ট হইতে পারিবেক সন্দেহ নাই।”

“ তুমি তথায় উপস্থিত হইয়াই মহাত্মা দেশহিতৈষী ধর্ম্মগুরুর নিকটে যাইবে, এবং আমার নাম করিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিষয় স্মরণ করাইয়া দিবে। তিনি তোমাকে উত্তম স্থানে রাখিবেন এবং অধিরাজের নিকটে যে সকল আবেদন করিতে হইবেক, তদ্বিষয়ে বিশেষ আনুকূল্যও করিবেন। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি তিনি

তোমাকে আনুকূল্য করিলে অধিরাজ তাহা কখনই অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। আমি কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়াও বারম্বার কহিতেছি তোমার মত সাধুশীলা ও পিতৃমাতৃবৎসলা সরলা বালা আমার জন্মাবচ্ছিন্নেও আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তোমার এই সকল আচরণ দেখিলে শুনিলে তাবৎ জগৎকে মোহিত হইতে হয়। সুতরাং সাধ্যানুসারে ইহার সমুচিত পুরস্কার কে না দিয়া থাকিতে পারে। যে অলৌকিক ধর্ম্মবলে তোমাকে পরলোকে নিশ্চয়ই পুরস্কারের ভাজন হইতে হইবেক, ইহকালে যে তাহাহইতে তোমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক না ইহা অতি অসম্ভব কথা।”

হিতৈষী ধর্ম্মপিতা মহাশয় শ্রান্ত হইয়া আর কিছু কথা কহিতে পারিলেন না। নিশ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত ক্লেশবোধ হইতে লাগিল। নয়নদ্বয় উত্তান হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। এলিজিবেথ সেই শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। খানিক ক্ষণ বিলম্বে সেই মহাত্মা ক্রুশ নামক একটী দারুময় ধর্ম্মধ্বজ আপনার গলদেশহইতে উন্মোচন করিয়া এলিজিবেথের হস্তে দিয়া অতি মৃদু স্বরে কহিলেন, “বৎসে! এই বস্তুটি ধারণ কর। পৃথিবীতে ইহা ব্যতীত আমার আর কোন সম্পত্তিই নাই যে তোমাকে দিয়া যাই, বিষয়, আশয়, ধন, সম্পত্তি, সকলই আমার এই ক্রুশ। যদবৎ এই অমূল্য নিধি আমার হস্তগত হইয়াছে তাবৎ আমার আর কোন বিষয়েই অভিলাষ হয় নাই।”

এলিজিবেথ সেই ক্রুশখানি তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্তহইতে গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহাকে নিতান্ত মুমূর্ষু বুঝিতে পারিয়া তাহা আপনার শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে রাখিয়া চাপিয়া ধরিলেন। ধর্ম্মপিতা মহাশয় সদয়হৃদয়ে পুনর্ব্বার কহিলেন, “বৎসে! তুমি অনাথা ও অভিভাবকশূন্যা হইতেছ

বলিয়া কিছুমাত্র ভীত হইও না। যিনি অনাথের নাথ ও জগতের অভিভাবক, তিনি তোমাকে কদাচ পরিত্যাগ করিয়া ও বিস্মৃত হইয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি বিশ্বের রক্ষিতা ও ভর্ত্তা হইয়া তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে কদাচ বিমুখ হইবেন না। যদি তিনি তোমাকে আপাততঃ ইহা অপেক্ষাও অধিকতর দুরবস্থায় নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলেও পরে তোমাকে সমধিক সুখভাগিনী করিবেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। যিনি গগণবিহারী খেচরগণেরও আঁহার যোগাইতেছেন, এবং যিনি অবলীলাক্রমে সাগরতীরের বালুকা সকল গণনা করিতে সমর্থ হন, তিনি যে তোমাকে পরিত্যাগ করেন কোন মতেই ইহা সম্ভব হইতে পারে না।"

ধর্ম্মপিতা মহাশয় এই বলিয়া এলিজিবেথের দিকে আপনার হস্তখানি প্রসারণ করিলেন। এলিজিবেথ সেই হস্তখানি ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, " পিতঃ! আমি আপনাকে ছাড়িয়া কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিব।" এই কথায় সেই বৃদ্ধবর উত্তর করিলেন, " বৎসে! ইহা আমার ইচ্ছা নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা, কদাচ অন্যথা হইবার নহে। কিন্তু তুমি ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইও না, ধৈর্য্য পূর্ব্বক তাঁহার নিয়ম পালনে প্রবৃত্ত হও। আর আমিও অবিলম্বে স্বর্গরাজ্যে গমন করিতেছি। তথায় গমন করিয়াই অগ্রে পরমেশ্বরের চরণে শরণ লইব, এবং তোমার ও তোমার পিতা মাতার জন্য সাধ্যানুসারে প্রার্থনা করিতে ত্রুটি করিব না।"

এই সকল কথা কহিয়া ধর্ম্মপিতা মহাশয় আর কোন কথা স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার ওষ্ঠাধর কেবল স্পন্দিত হইতে লাগিল, কিন্তু কোন শব্দই শ্রুত হইল না। দেখিতে দেখিতে সেই তৃণশয্যায় উত্তান

হইয়া শয়ন করিলেন এবং অবশিষ্ট শক্তির সহকারে স্বর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, সেই নিরুপায়া অনাথা বালাকে পরমেশ্বরের আশ্রয়ে সমর্পণ করিলেন। জীবজ্যোতিঃ দেহ-হইতে বহির্গত হইলেও তাঁহাকে বোধ হইতে লাগিল যেন তিনি তখন পর্য্যন্তও সেই রূপ প্রার্থনাহইতে বিরত হন নাই। সেই মহাত্মার অন্তঃকরণ দয়াসাগরে এত দূর নিমগ্ন ছিল, এবং পরের উপকারের জন্য তিনি এমনি আত্মবিস্মৃত ছিলেন, যে, যে সময়ে তাঁহাকে বিশ্বের বিচারপতির সম্মুখে বিচারার্থ প্রবেশিতে হইতেছে এবং যৎকালে তাঁহার প্রতি চরম আদেশ প্রচারিত হইবেক, সে সময়েও তিনি আপনার বিষয়ে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপও করিলেন না।

গৃহের লোকেরা শুনিতে পাইলেন, এলিজিবেথ উন্মত্ত প্রায় হইয়া অতি মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছেন। শুনিবামাত্র, তাঁহারা তাহাদের কি বিপদ হইল, দেখিবার নিমিত্ত সত্বর হইয়া আগমন করিল, এবং কি হইয়াছে, কেন রোদন করিতেছ বলিয়া জিজ্ঞাসা করাতে এলিজিবেথ সঙ্কেত-দ্বারা সেই পরমহিতকারীর মৃত দেহটী প্রদর্শন করাইলেন। ক্রমে ক্রমে শবের চতুর্দ্দিক্ মহাজনতায় বেষ্টিত হইল। কতগুলি লোক স্বভাবতঃ অতি দয়াবান্ ছিলেন। তাঁহারাই কেবল এলিজিবেথের কাতরতা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। পান্থগৃহের কর্ত্তারা কি রূপে সেই ভগ্ন গৃহের ভাড়া আদায় করিবেক কেবল এই চিন্তাতেই নিতান্ত ব্যগ্র ছিল, কোথায় কি আছে কেবল তাহাই অন্বেষিতে লাগিল। পরে সন্ধান পাইয়া আনন্দিত মনে সকলের সাক্ষাতেই সেই শবের বস্ত্রহইতে সেই টাকার পোঁটলীটি খুলিয়া লইল। এলিজিবেথ শোকে এমনি অভিভূত হইয়াছিলেন যে তিনি সে বিষয়ে কিছুই মনোযোগ করিলেন না। তাহারা টাকাগুলি হস্তসাৎ করিয়া

এলিজিবেথকে তখন এই মাত্র জানাইয়া রাখিল, এক্ষণে আমাদিগের নিকট তোমার গুটিকত টাকা পাওনা রহিল। ঘরভাড়া, আহারাদির খরচ পত্র এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ন্যায্য ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তুমি তাহা ফিরিয়া পাইবে।

রুশরাজ্যে পাপা নামক এক জাতি আছে। শবের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াতে তাহারাই রীত্যনুসারে নিযুক্ত হইয়া থাকে। কিয়ৎ ক্ষণ পরে ঐ সকল ব্যক্তি কতিপয় মশালধারী লোক সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল এবং রীতিমত শবের আপাদ মস্তক পর্য্যন্ত সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া প্রস্তুত করিল। এলিজিবেথ তখন পর্য্যন্তও শবের হাত ধরিয়া রহিয়াছেন, কোন মতেই বাহির করিয়া লইয়া যাইতে দেন না। কারণ তিনি যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সেই অপরিচিত দুর্গম ভূমিভাগে গমন করিতেছিলেন এবং যিনি কায়মনোবাক্যে যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তিনিই কালগ্রাসে পতিত হইয়া তাঁহাকে নিতান্ত অসহায়িনী করিয়া গমন করিলেন, পুনর্ব্বার তাঁহাকে দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব জন্মশোধ কিঞ্চিৎ কাল তাঁহার মুখ দেখিয়া আপনার হৃদয়ের তাপ শান্ত করিবেন, ইহাই তাঁহার নিতান্ত মানস হইয়াছিল।

পাপারা অধিক বিলম্ব হইতে লাগিল দেখিয়া শেষে তাঁহার হস্ত শবহইতে বল পূর্ব্বক ছাড়াইয়া ফেলিল। এলিজিবেথ শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া অতিশয় চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং সেই গৃহের কোণে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বিস্তর অশ্রুপাত হওয়াতে শোকেরও তাদৃশ দুঃসহ বেগ রহিল না। অনন্তর তাঁহার এমনি শ্মশান বৈরাগ্য উদয় হইল যে তিনি যেন আর উৎসন্ন জগতে দৃষ্টিপাত করিতে চাহেন না এমনি ভাবে বস-

নাঞ্চলে বদন আচ্ছাদন করিয়া জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন এবং নিতান্ত ব্যাকুলিত ভাবে পরমেশ্বরের নিকট মুক্তকণ্ঠে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে করুণাকর অনাথনাথ জগদীশ্বর! এই অকিঞ্চনা অশরণা দীনা বার বার আপনার চরণের শরণ লইতেছে। ইহার প্রতি কৃপা বিতরণে কৃপণতা প্রকাশ করিবেন না।" এই রূপ প্রার্থনার পর তিনি "হা পিতঃ! হা মাতঃ! আপনারা কোথায় রহিলেন। আপনাদের এ অভাগিনী তনয়া যে নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া দুর্দ্দশাপন্ন ও বিপদ্সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে, তাহা এক বার দেখিয়া যাউন।" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ধর্ম্মসঙ্গীত আরম্ভ হইল। শবও সমাধিস্থলে নীত করিবার জন্য খট্টার উপরি আরোপিত হইল। এলিজিবেথ নিতান্ত ক্ষীণ ও কাতর ছিলেন, তথাপি সেই পরম হিতৈষী আশ্রয়দাতার শবানুগমনে উদ্যত হইলেন। কামা নদীর উত্তর ধারে একটা ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। সারাপুলের লোকেরা তাহারই প্রস্থ প্রদেশে শব সকল সমাহিত করিয়া থাকেন। ঐ সমাধিস্থল রাজধানীহইতে বড় অধিক দূরবর্ত্তী নয়। ইহার চতুর্দ্দিক্ সুচারুরূপে আবৃত। মধ্যভাগ মন্ত্রপাঠার্থে তরুচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন এবং শবসমূহের সমাধিমণ্ডলে মণ্ডিত। আর ঐ সকল সমাধির প্রত্যেকের মৃত্তিকারাশির উপরি এক এক দারুময় ক্রুশ অর্থাৎ ঢেরা যন্ত্র অবস্থাপিত আছে।

সেই মহাত্মা ধর্ম্মপিতা মহাশয়ের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময়ে তদ্দেশস্থ অসংখ্যেয় লোকের সমারোহ হইল। পারসী, তুরকী, আরবী প্রভৃতি নানা জাতীয় সম্ভ্রান্ত মনুষ্যগণ এক এক জ্বলন্ত বাতী হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সকলেই সেই সাধুশীলের শবের উপরি পরম

যত্ন পূর্ব্বক পরম শক্তি প্রকাশ করিতে এবং পাপাদিগের সহিত শোক সঙ্কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে তাপিতহৃদয়া এলিজিবেথ আবৃত বদনে ও মৌনাবলম্বনে এমনি ভাবে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন, যেন তিনিই সাক্ষাৎ শোকের মূর্ত্তি। ফলে মৃত ব্যক্তির জন্য তাঁহার হৃদয়ে যাদৃশ ভাবের উদয় হইয়াছিল, উপস্থিত জনগণের কাহারও তেমনটি হয় নাই।

শব গর্ত্তমধ্যে নিহিত হইলে পর, পাপারা তাহার উপরি বিধি পূর্ব্বক কএক মুষ্টি মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিয়া তাহা সম্পূর্ণ রূপে সমাহিত করিল। যিনি নিরন্তর পরের হিত ও অভীষ্ট সাধনে ব্রতী ছিলেন। এবং যিনি এক দিবসও অনর্থক ক্ষেপ করা সহ্য করিতে পারিতেন না, সেই মহাত্মাকে দেখিতে পাওয়া এই পর্য্যন্তই অবসান হইল। যেমন বৃক্ষাদির বীজ সকল সর্ব্বত্রগামী বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়া নানা স্থানে ব্যাপ্ত হয়, এবং ভূমিকে প্রচুরশস্যশালিনী করিয়া উর্ব্বরা করিতে থাকে, তেমনি সেই মহাত্মা মহাশয় ভূমণ্ডলের অর্দ্ধেকের অধিকাংশ ভ্রমণ করিয়া সেই সকল স্থানের লোকদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে সত্য ও জ্ঞানের বীজ সকল বপন করিয়াছিলেন। অবশেষে কালসহকারে তাঁহাকে এমনি ভাবে লোকলীলা সম্বরণ করিতে হইল যে সেই মহোপকৃত ব্যক্তিদিগের কেহই তাহা অবগত হইতে পারিল না। তাঁহার ন্যায় প্রশংসনীয় গুণশালী ও বিজাতীয় যশস্বী ভূ-মণ্ডলে প্রায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলে তিনি পরোপকার করিয়া যে প্রকার যশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অতি বড় দিগ্বিজয়ী রাজা ভিন্ন অন্য ব্যক্তিতে দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা নাই। হায়! ঐহিক সুখ সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্য ভোগ৹ সকলই অনিত্য! মানব জাতির মান, সম্ভ্রম, সমস্তই বৃথা! যাহা হউক, পরম করুণাকর পরমেশ্বর সেই

মহাত্মা ব্যক্তিকে বিশেষ পুরস্কার না দিয়া কদাচই ক্ষান্ত থাকিবেন না। ফলে ইনিও ধর্ম্মবলে আরও অধিক পুরস্কারের ভাজন হইতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

এলিজিবেথ এই সংস্কৃত শ্মশানভূমিতে প্রায় সমস্ত দিন অবস্থিতি করিলেন। মনে মনে বিস্তর শোক সন্তাপ করিয়াছিলেন কিন্তু কেহই জানিতে পারে নাই। শেষে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া আপনিই আপন সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিলেন। ফলতঃ এই প্রকার শোকে অন্তঃকরণ নিতান্ত অভিভূত হইলে মৃত্যুচিন্তার সহিত স্বর্গীয় সুখভোগের চিন্তা অবশ্যই জন্মে, সুতরাং তাহাতে মহোপকারও উৎপন্ন হয়। মৃত্যু বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের ম্লানভাবাপন্ন শৌর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি বৃত্তি সকল উত্তেজিত হইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গীয় সুখের চিন্তাতে সাহস ও সান্ত্বনার উদয় হয়। আর প্রথমে যে ক্লেশ সহ্য করা নিতান্ত কঠিন বোধ হইয়াথাকে, ক্রমে ক্রমে তাহা তত ভয়ঙ্কর অনুভব হয় না। বিশেষতঃ সেই ক্লেশ ধৈর্য্য পূর্ব্বক সহ্য করিতে পারিলে, পরে উৎকৃষ্ট পুরস্কার লাভ হইবেক, ইহা ভাবিলে তাহা তখন লঘুতর বোধ হয়।

এলিজিবেথ ধর্ম্মপিতা মহাশয়ের জন্য মনে মনেই শোক সম্বরণ করিলেন, মৌখিক আর কিছুমাত্র প্রকাশ করিলেন না। তিনি তখন বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, পরমেশ্বর আমার প্রতি নিতান্ত সানুকূল ও যৎপরোনাস্তি প্রসন্ন ছিলেন, তাহাতেই আমার এই অর্দ্ধেক পথ আসা হইয়াছে। এক্ষণে তিনি তত অনুগ্রহ বিতরণ করা উপযুক্ত বোধ করিলেন না, সুতরাং আমাকে নিতান্তই অসহায়িনী হইতে হইল। মনে মনে এই রূপ বিবেচনা করিয়া তিনি একান্তচিত্তে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, কিন্তু পুনর্ব্বার অধিক

কৃপা প্রার্থনা করিতে আর সাহস করিলেন না। তিনি একাকিনী ও অসহায়িনী হইলেন বটে, তথাপি তাঁহার সাহস ভঙ্গ হইল না এবং নৈরাশ্যে তাঁহার আত্মাকে কোন মতেই অভিভূত করিতে পারিল না। তিনি তখন উচ্চ স্বরে পিতা ও মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ও পিতঃ! ও মাতঃ! আপনারা কদাচ ভীত হইবেন না। আমার প্রতি যখন যে বিপদ্পাত হইবেক, পরমেশ্বর আমাকে তাহা-হইতে তখনই উদ্ধার করিবেন, চিন্তা নাই।"

এলিজিবেথ বোধ করিয়াছিলেন যেন তিনি জনক ও জননীর নিকটেই রহিয়াছেন, সুতরাং যাহাতে তাঁহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায় তাহারই চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে তাঁহার দুরবস্থার কিছুই জানিতে পারেন নাই এ কথা তখন তাঁহার মনে উদয় হইল না। ক্ষণকালের মধ্যে তাঁহার অন্তঃকরণে এক প্রকার গূঢ় ভয়ের সঞ্চার হইলে পর, তিনি পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিলেন, এবং সম্বোধন করিয়া তাঁহাদিগের ভয় ভঞ্জন করিয়া দিবার কথা কহিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ধর্ম্মপিতা মহাশয়ের সমাধির নিকট দণ্ডায়মান হইয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "হে স্বর্গীয় ধর্ম্মপিতৃ মহাশয়! আপনি আমাদিগকে জীবদ্দশায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এই জন্যই আমার পিতা ও মাতাহইতে ধন্যবাদ পাইতে পারিবেন না। কিন্তু আপনি অকপট হৃদয়ে তাঁহাদের সন্তানকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়া যেরূপ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা আপনার মঙ্গলচিন্তায় যথাসাধ্য চেষ্টা পাইবেন সন্দেহ নাই।"

সূর্য্য অস্তাচল গমন করিলেন। দিঙ্মণ্ডল ক্রমে ক্রমে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে আরম্ভ হইল। এলিজিবেথ অনিচ্ছা পূর্ব্বক সেই পবিত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া আইলেন। কিন্তু

পরিত্যাগ করিয়া আসিবার পূর্ব্বে সেই চিরস্মরণীয় ব্যক্তির স্মরণার্থ কিঞ্চিৎ রাখিয়া আসিতেও ত্রুটি করিলেন না। মহাত্মা মহাশয়ের সমাধির উপর যে একটি দারুময় ক্রুশ যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল, এলিজিবেথ এক খানি তীক্ষ্ণাগ্র পাষাণখণ্ড কুড়াইয়া লইয়া তাহার উপরি শক্তি অনুসারে কেবল এই মাত্র লিখিয়া রাখিলেন যে, "হায়! এখন প্রকৃত সাধু ও যথার্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তিটি কালগ্রাসে পতিত হইলেন, কোন ব্যক্তি তাহা মনেও আনিলেন না।" অনন্তর সেই সমাহিত শবের নিকটে বিদায় লইয়া সেই শ্মশানভূমি পরিত্যাগ করিলেন, এবং অত্যন্ত চিন্তিত মনে সারাপুলে ফিরিয়া আসিয়া, যে ভগ্ন কুটীরে থাকিয়া পূর্ব্ব কএক রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, তাহাতেই পুনর্ব্বার প্রবেশ করিলেন।

রজনী প্রভাতা হইলে পর, এলিজিবেথ গাত্রোত্থান করিলেন, এবং প্রস্থান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। গৃহের অধিকারী জানিতে পারিয়া নিকটস্থ হইয়া তাঁহার হাতে তিনটী টাকা দিয়া কহিলেন, "আমি নিশ্চয় কহিতেছি, স্বর্গীয় মহাশয়ের গাত্রবস্ত্রহইতে যে টাকার পোটলীটি লইয়াছিলাম, তাহাহইতে এই ঘর ভাড়া, আহারের ব্যয় এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার খরচ পত্র বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট ছিল, তোমাকে প্রদান করিলাম।" এলিজিবেথ অতি সমাদর পূর্ব্বক তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং বোধ করিলেন যে সেই স্বর্গীয় মহাশয় স্বর্গহইতেই তাহা তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। মনে মনে এই প্রকার উদ্বোধ হওয়াতে তিনি তখন উচ্চ স্বরে কহিয়া উঠিলেন, "হে রক্ষক! হে পালক মহাশয়! এই প্রসাদ দানেই আপনাকে দীর্ঘজীবী করিতেছেন। আপনার সহিত আমার আর দেখা সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই সত্য বটে, কিন্তু আপনি আমাকে এখনও প্রতিপালন করিতে নিবৃত্ত হন নাই।"

নিরুপায়। এলিজিবেথ পরমেশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াও বাষ্পবারি মোচনে নিবৃত্ত হইতে সমর্থ হইলেন না। দুর্গম পথে একাকিনী চলিতে আরম্ভ করিয়া যে সকল বিষয় তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইতে লাগিল, সকলেতেই তিনি সেই পরলোকনবপ্রবাসী পরম হিতৈষী মহাশয়কে স্মরণ করিতে লাগিলেন। কখন কোন কৃষক বা পথিক তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কিছু অসভ্যতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেই সম্ভ্রান্ত অভিভাবকের স্মরণ ও তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইলে পথের ধারেই বসিয়া বিশ্রাম করিতেন। পাছে কোন অসভ্যতার বশীভূত হইতে হয়, এই ভয়ে তিনি কোন শূন্য শকট বা অন্য কোন যানে আরোহণ করিতে কোন মতেই ইচ্ছা করিতেন না।

এলিজিবেথের সম্বলের মধ্যে কেবল সেই তিনটি টাকা মাত্র ছিল। কখন্ কোন্ আপদে পড়িতে হয়, এই ভয়ে তিনি সতত সাবধান পূর্ব্বক তাহা রক্ষা করিতে যত্ন করিতেন। যখন দেখিতেন যে ভিক্ষা না করিলে আর কোন মতেই চলিতে পারে না, তখনই তাহার কিঞ্চিৎ ব্যয় করিতেন। এই রূপ অল্পমাত্র সম্বল থাকাতে তিনি যেটি নহিলে নয়, সেইটি ভিন্ন আর সকল অনর্থক ব্যয় করিতে নিবৃত্ত হইয়া ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে সাধুবর ধর্ম্মপিতা মহাশয়ের সহিত আসিতে যত ক্লেশ হইয়াছিল, এক্ষণে একাকিনী যাইতে তাঁহার সেই ক্লেশ তদপেক্ষা অনেক গুণেই অধিক হইল। ব্যয়ের লাঘব হইবে বলিয়া তিনি যৎসামান্য কুটীরে থাকিতে ও অপকৃষ্ট আহারদ্বারা কেবল প্রাণ ধারণমাত্র করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন।

এই রূপে এলিজিবেথ সত্বর গমনে অসমর্থ হওয়াতে

কার্ত্তিক মাসের অর্দ্ধেক হইলেও কাসানে যাইয়া উপস্থিত হইতে পারিলেন না। এ দিকে কয়েক দিনাবধি ঈশান কোণ-হইতে দিবারাত্র প্রবল বায়ু বহন হইতেছে। হিমানী সকল ক্রমশঃ উড়িয়া আসিয়া বল্‌গা নদীর উপরে সংহত হইয়া রহিতেছে এবং সেই রাশীকৃত সংহত হিমানীর জন্য তা-হার পারাপারের পথ সকলও রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কে-বল এক ধার দিয়া একটি পথমাত্র প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহাও সকল জলপথ নয়। খানিক দূর নৌকায় যাইতে হইত, এবং অবশিষ্ট ভাগ এমনি হিমানীময় দুর্গম পথ দিয়া চলিয়া যাইতে হইত, যে তাহাতে পদে পদে দুর্ঘটনা ঘটি-বার সম্ভাবনা। আর চলিতেও পরিশ্রমের সীমা পরিশেষ থাকিত না। যে সকল সুনিপুণ নাবিক সেই নদীতে সর্ব্বদাই নৌকা চালাইত, তাহারাও তখন অধিক পুরস্কার না দিতে চাহিলে কদাচ তথায় নৌকা চালাইতে সম্মত বা প্রবৃত্ত হইত না। এবং এমন কোন পথিককেও দেখিতে পাওয়া যাইত না, যে সেই দুঃসময়ে প্রাণ হারাইবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছে।

এলিজিবেথ সেই দারুণ ক্লেশেও ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, তিনি ব্যগ্র হইয়া একখানা নৌকায় আরোহণ করিতে চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তাহার কর্ণধার তাঁহাকে হাত ধরিয়া ফিরাইয়া দিল এবং কহিল, "যে পর্য্যন্ত এ নদী বরফে সম্পূর্ণরূপে জমাট না হইয়া উঠিবে তাবৎ ইহাতে গতিবিধি করিবার চেষ্টা পাওয়া বিফল।" এলিজিবেথ জিজ্ঞাসিলেন, "নদী জমিবার আর কত বিলম্ব আছে?" নাবিকেরা উত্তর করিল, "অন্ততঃ এক পক্ষ হইবেক।" এলিজিবেথ এই উত্তর শুনিবামাত্র মনে মনে গমন করাই স্থির বিবে-চনা করিলেন এবং বিনয় পূর্ব্বক নাবিকদিগকে কহিলেন, "যদি তোমরা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে পার করিয়া দাও,

তাহা হইলে আমার পরমোপকার করা হয়। আমি তব-লস্কের ওদিক্‌হইতে আসিতেছি। রুশিয়াধিনাথের নিকট আবেদনপত্র প্রদান করিবার জন্য পিটর্সবর্গ পর্য্যন্ত যাইতে হইবেক। তিনি আমার পিতামাতাকে সাইবিরিয়ার জঙ্গলে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে অতি কষ্টে দিনপাত করিতে দেখিয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আবেদন করিলেই তিনি ক্ষমা করিতে পারেন। আমার নিকট যৎকিঞ্চিৎ সম্বল আছে বটে, কিন্তু তাহা অতি অল্প। যদি এক পক্ষ কাল এই কাসানে থাকিয়া বিলম্ব করিতে হয়, তাহা হইলে পিটর্সবর্গ যাইবার জন্য কিছুমাত্র পাথেয় থাকা ভার হইবেক।”

এলিজিবেথের এই রূপ কাতর ও সকরুণ বচন শ্রবণ করিয়া এক জন নাবিকের চিত্ত দয়ারসে আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে তৎক্ষণমাত্র তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিল, “তোমাকে বড় ভাল বোধ হইতেছে, আইস, আমি তোমাকে পার করিয়া দিতেছি। তোমার যেরূপ পিতৃমাতৃভক্তি ও ঈশ্বরে ভীতি দেখিতেছি, নিশ্চয় বোধ হইতেছে পরমেশ্বরই তোমার সহায় হইবেন সন্দেহ নাই।” এই কথা বলিয়া সে তাঁহাকে লইয়া নৌকায় আরোহণ করিল এবং অতি কষ্টসৃষ্টে নদীর অর্দ্ধেক পথ নৌকা চালাইয়া লইয়া গেল। পরে আর আর সকলে নৌকা আর চালাইতে নিষেধ করাতে সে এলিজিবেথকে পৃষ্ঠে করিয়া পদব্রজে বরফের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। যেখানে যেখানে হিমানী অধিক পড়িয়া রাশীকৃত ছিল, সে সেই নৌকাদণ্ডে নির্ভর করিয়া লম্ফ দিয়া যাইতে লাগিল। এই রূপে সেই সাধু নাবিক বিস্তর কষ্ট পাইয়াও এলিজিবেথকে বিনা-ব্যয়ে উত্তীর্ণ করিয়া দিল।

যৎপরোনাস্তি উপকার বোধ হওয়াতে এলিজিবেথের

হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ হইল। দয়াবান্ নাবিককে মনের সহিত বিস্তর সাধুবাদ ও ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট যে তিনটি টাকা ছিল, এলিজিবেথ ব্যগ্রতার সহিত তাহাহইতে যৎকিঞ্চিৎ বাহির করিয়া তাহাকে শ্রমের পুরস্কার বলিয়া দিতে চাহিলেন। দয়ালু নাবিক তাহা দর্শন করিবামাত্র কহিয়া উঠিল, "ও দুঃখিনি বালিকে! পিটর্সবর্গ যাইবার জন্য তুমি কি কেবল এই মাত্র সম্বল লইয়া আসিয়াছ? ইহাহইতে কি আমি এক পয়সাও লইব বোধ কর? লওয়াতো হইতেই পারে না, বরং কিছু দিয়া ইহা বাড়াইতে পারিলেও মনের তৃপ্তি জন্মে।" এই কথা বলিয়া সে তাঁহার সম্মুখে একটি সিকি নিক্ষেপ করিয়া দিল এবং ফিরিয়া যখন নৌকায় উঠিতে যায় তখন বলিয়া গেল, "ভদ্রে! ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিবেন এবং ঈশ্বরই তোমাকে পালন করিবেন, তোমার কিছু চিন্তা নাই।"

এলিজিবেথ সিকিটী তুলিয়া লইলেন এবং বহুমান ও বিস্তর যত্ন পূর্ব্বক কহিলেন, "এই আমার লক্ষ টাকা। আমি প্রাণপণ চেষ্টায় ইহা তুলিয়া রাখিতে চেষ্টা পাইব এবং তুলিয়া রাখিয়া আমার পিতাকে দেখাইব। তিনি দেখিবামাত্র জানিতে পারিবেন যে তাঁহার প্রার্থনা সকল গ্রাহ্য এবং সফল হইয়াছে। তিনি স্বয়ং সশরীরে আমাকে কোন্ সাহায্য দিতে পারিতেছেন না বটে, কিন্তু আমি এক তিলার্দ্ধের জন্যও তাঁহার যত্নের ফলভোগে বঞ্চিত হইতেছি না।"

বায়ুবেগের যে গোলমাল উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে স্থগিত হইল এবং আকাশমণ্ডলও মেঘশূন্য হইয়া পরিষ্কৃত হইল। কিন্তু উত্তরীয় বায়ু যেমন তেমনি প্রবল ভাবে বহিতে থাকিল। এলিজিবেথ ক্রমাগত চারি ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। আশ্রয় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিকটে

কোন লোকালয়ই দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে এক পর্ব্বতের প্রস্থদেশে যাইয়া উপবেশন করিলেন। শৃঙ্গের উচ্চতাহেতু তিনি আপাততঃ সেই দুঃসহ বায়ুর হাত-হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

কিয়দ্দূর অন্তরে এক রমণীয় ওক বন ছিল, এলিজিবেথ গিরিপ্রস্থে বসিয়া সেই বন দেখিতে পাইলেন। বল্‌গা নদীর যে ধার আশিয়াখণ্ডের অন্তর্গত, ওক গাছ সে খানে কদাচই জন্মে না। সুতরাং এলিজিবেথ দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না যে সে কোন্ বন। পাতা সকল প্রায় ঝরিয়া পড়িয়াছিল, তথাপি তাহা দেখিতে অতি সুন্দর ও মনোহর। এলিজিবেথ বনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তখন এমনি বোধ করিলেন যে এই সকল গাছ ইয়ুরোপখণ্ডেই জন্মিয়া থাকে। যদি তখন তাঁহার মনে এরূপ ভাবের উদয় না হইত, তাহা হইলে তিনি সেই ওক বনের শোভা দেখিয়াই বিস্ময়াপন্ন হইতেন। অনায়াসেই মনে হইতে পারিত, যে তিনি পিতা মাতাহইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং তদ্দর্শনে আর তাঁহার কিছুমাত্রই সন্তোষের প্রত্যাশা থাকিত না। ওক বন না হইয়া যদি দেবদারু বনে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইত, তাহা হইলে বরং তাঁহার মন প্রসন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল। তিনি যে খানে ছিলেন সে স্থানে কেবল ঐ সকল বৃক্ষই অধিকাংশ জন্মে। সুতরাং সে সকল বৃক্ষ তাঁহার নিতান্ত পরিচিত। যদি দৈবাৎ এ স্থানেও সে সকল বৃক্ষ দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তিনি তাহার তলে যে সমস্ত বাল্যখেলা করিতেন এবং তাঁহার পিতা পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইলে তথায় যেরূপে বিশ্রাম করিতেন, তাহা অবশ্যই স্মরণ হইত এবং স্মরণ হইবামাত্র তাঁহার অন্তঃকরণেও বিজাতীয় আনন্দ উৎপন্ন হইত সন্দেহ নাই।

এই রূপে বনের শোভা দেখিয়া চিন্তা করিতে করিতে এলিজিবেথের নয়নদ্বয় বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চ স্বরে কহিতে লাগিলেন, "আহা! আমি কত দিনে জনক জননীকে দেখিতে পাইব? এবং দেখিয়া আপনার ব্যাকুলচিত্তকে সান্ত্বনা করিব? কবে তাঁহাদের সুধাময় মিষ্ট বচন শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর সুশীতল করিব? কত দিনে তাঁহাদের সস্নেহ আলিঙ্গনের স্পর্শসুখ অনুভব করিব?" এলিজিবেথ আপনা আপনি এই রূপ বলিতে বলিতে তন্ময়ভাবে কাসানের অভিমুখে বাহুদ্বয় প্রসারিত করিলেন, এবং প্রসারণ করিবামাত্র সহসা দেখিতে পাইলেন, অতি দূরে অট্টালিকা সকল বিরাজমান রহিয়াছে, খানিক ক্ষণ এক দৃষ্টে থাকিতে থাকিতে একটি প্রাচীন দুর্গও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল।

তখন এলিজিবেথ ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে প্রায় সর্ব্বদাই নানা প্রকার ক্ষোভের বিষয় সকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তিনি আপনার দুঃখে যে প্রকার দুঃখিত ছিলেন, কোন কোন লোকের দুঃখ দেখিয়াও প্রায় সেই রূপ অনুভব করিলেন। একদা তিনি দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি লোক বেড়ীপায়, ধাতুর খনিতে কর্ম্ম করত জীবন যাপন করিতেছে। কতকগুলি ব্যক্তি কোন মরুভূমিতে বাস করিয়া রহিয়াছে। আরো কতক দূর অন্তরে গিয়া দেখিতে পাইলেন, অধিরাজের সৈনিক পুরুষেরা তাঁহার নিদেশানুসারে তাঁহার একটী নবনির্ম্মিত নগরে প্রজা বসাইবার জন্য কতকগুলি লোক জন সঙ্গে লইয়া গমন করিতেছে। ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে অধিকাংশই বধের যোগ্য অপরাধী। যাহাদিগকে বধ করিতে হইবেক, অধিরাজ তাহাদিগকেই জীবন্মৃত করিয়া ঐ শহরে বাস করিতে পাঠাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, এলিজিবেথ সেই অপরাধিগণের দুরবস্থা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তন্মধ্যে যে যে ব্যক্তির সঙ্গে রক্ষার্থ রাজকীয় সৈনিক পুরুষ প্রেরিত হইয়াছে, এবং আকার প্রকারও দেখিতে অতি ভদ্র লোকের মত, তাহাদিগকে তিনি অতি বড় পদস্থ ও মহামহিমশালী বলিয়া বোধ করিলেন এবং সেই রূপ আকার প্রকার দেখিয়া তখনই তাঁহার পিতাকে স্মরণ হইল এবং স্মরণ হইবামাত্র অনর্গল নয়নজলধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। কখন কখন তিনি সেই অপরাধীদিগকে সমাদর পূর্ব্বক নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। দুঃখী ব্যক্তির দুঃখ দূর করিতে যত দূর পর্য্যন্ত দয়া প্রকাশ করা আবশ্যক, এলিজিবেথ তাহা করিতে কোন অংশেই ত্রুটি করেন নাই। ফলে তাঁহার নিজের উৎকৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে দয়াই ছিল। সুতরাং উপস্থিত মতে তিনি তাহা অনায়াসেই বিতরণ করিতে সমর্থ হইতেন। আর সেই অকৃত্রিম দয়ার প্রভাবে তাঁহার প্রতিও লোকে দয়া প্রকাশ করিতে ত্রুটি করে নাই।

অনন্তর এলিজিবেথ বল্‌দোমিরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার নিকট একটি টাকা ভিন্ন আর কিছুমাত্র সম্বল ছিল না। সারাপুলহইতে উক্তস্থানে উপস্থিত হইতে পথিমধ্যে তাঁহার তিন মাস অতিবাহিত হয়। সুতরাং যাহা যৎকিঞ্চিৎ তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল, সমস্তই ব্যয় হইয়া নিঃশেষপ্রায় হইয়াছিল। এখন তিনি এমনি দুরবস্থায় পতিত হইলেন, যে সেই অবশিষ্ট টাকাটি না ভাঙ্গাইলে আর কোন ক্রমেই তাঁহার নির্ব্বাহ হইতে পারে না। কিন্তু তথাকার এক জন দয়াবান্ গৃহস্থ তাঁহার সে রূপ দুরবস্থা দেখিয়া সাধ্যানুসারে আনুকূল্য করিতে মনস্থ করিলেন। এলিজিবেথের আহার করিতে যাহা ব্যয়

হইল, সে ব্যক্তি তাহা আর তাঁহার নিকটহইতে গ্রহণ করিলেন না। সুতরাং তখন সে টাকাটি তাঁহাকে ভাঙ্গাইতে হইল না। এলিজিবেথ তখন এমনি কষ্টে পড়িয়াছিলেন, যে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র, গাত্রবস্ত্র, শিরস্ত্রাণ, করত্রাণ, পাদত্রাণ প্রভৃতি পরিচ্ছদের কিছুমাত্রই ছিল না। এককালে সমস্তই জীর্ণ ও ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

এ দিকে অতি দুঃসহ শীতকাল উপস্থিত। নভোমণ্ডল সতত কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন রহিতেছে। দিন দিন অধিক হিমানী পড়িতে আরম্ভ হইতেছে। ভূমিপৃষ্ঠে প্রায় দেড় হাত উচ্চ হিমানী জমিয়া গিয়াছে। কখন কখন ভূমিতে পতিত হইবার পূর্ব্বেই শূন্যমার্গে ঐ হিমানী জমিয়া পড়িতেছে। তৎকালে নিবিড় কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হওয়াতে আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যে কোন ইতর বিশেষই করিতে পারা যায় না। কখন কখন বৃষ্টির জন্যও তাঁহার পথ চলা ভার হইয়া উঠিতেছে। আর মধ্যে মধ্যে প্রবল ঝড়ের বেগেও তাঁহার গমনের ব্যাঘাত জন্মিতেছে। একদা এমনি ভয়ানক ঝটিকা উপস্থিত হইল যে তিনি তাহার বেগহইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সেই হিমশিলা কাটিয়া একটি গর্ত্ত প্রস্তুত করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ দেবদারু বৃক্ষের ছাল লইয়া একটি শিরস্ত্রাণ নির্ম্মাণ করিয়া আপনার মস্তক আবৃত করিয়া সেই গর্ত্তমধ্যে প্রবেশিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন। এলিজিবেথের সাইবিরিয়ায় থাকিতে এই রূপ শিরস্ত্রাণে মাথা ঢাকিয়া আত্মরক্ষা করা বিলক্ষণ অভ্যাস ছিল।

আর এক দিন এই রূপ ভয়ানক ঝড় হইতেছে এবং দিঙ্মণ্ডল মেঘসমূহে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, এমন সময়ে হিমানী সকল প্রচণ্ড বায়ুবেগে উৎক্ষিপ্ত হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে অন্ধকার এত নিবিড় ও ঘোরতর হইয়া উঠিল, যে কোন ক্রমেই পথ দেখিতে সমর্থ হইলেন না।

প্রত্যেক পাদক্ষেপেই পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে অগত্যা গমন করা রহিত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অনতিদূরে একটা উচ্চ পর্ব্বত ছিল, তিনি আপাততঃ তাহারই তলে যাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পরে যথাশক্তি খানিক দূর পর্য্যন্ত বহিয়া উঠিয়া সেই ভয়ানক প্রবল বেগবান্ ঝড়ের আঘাতহইতে নিস্তার পাইলেন। এবং খানিক ক্ষণ পর্য্যন্ত অবনত মস্তকে অতি কষ্টে দণ্ডায়মান থাকিয়া দুঃসহ বর্ষার ক্লেশহইতেও উত্তীর্ণ হইলেন।

ঝড় ও বৃষ্টি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল। এলিজিবেথ অনতিদূরেই লোকের কোলাহল ও অব্যক্ত গোলমাল হইতেছে শুনিতে পাইয়া, সাহস পূর্ব্বক বোধ করিলেন, যে অদূরেই লোকালয় আছে, উত্তম আশ্রয় পাওয়া যাই-বেক সন্দেহ নাই। মনে মনে এই রূপ ভাবিয়া তিনি অতি কষ্টে সেই পিচ্ছল পর্ব্বত বহিয়া নামিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। পরে নামিয়াই অদূরে একখানি কুটীর দেখিতে পাইলেন। এলিজিবেথ নিকটস্থ হইয়া কুটীরের দ্বার খুলিয়া দিতে প্রার্থনা করিলে পর, এক বৃদ্ধা আসিয়া দ্বার মোচন করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত দুর্দ্দশায় পতিত দেখিয়া সদয় ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আহা বৎসে! তুমি কোথাহইতে আসিতেছ? কি জন্যই বা একাকিনী এই ভয়ানক দুঃসময়ে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছ?" এলি-জিবেথ, এই কথায় প্রকৃত উত্তর করিলেন, "মা! আমি অনেক দূরহইতে আসিতেছি, তবলস্কের ওদিকে আমার বাড়ী। মানস করিয়াছি, পিটর্সবর্গ পর্য্যন্ত গমন করিব এবং অধিরাজের নিকট আমার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব।"

এক জন পুরুষ সেই ঘরের কোণে বসিয়া করার্পিতবদনে

চিন্তা করিতেছিলেন, সহসা এই সকল কথা শুনিতে পাইয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং এলিজিবেথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসার ছলে কহিলেন, "আহা! কি বলিলে! তুমি এত দূর দেশহইতে একাকিনী এই দুরবস্থায় এমন ভয়ানক দুঃসময়ে পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছ? আহা! আমার কন্যা এখানে থাকিলেও সে এই রূপ করিতে পারিত। সে আমার নিকটহইতে অপসারিত হইয়াছে, আমি কোন্ স্থানে আনীত ও রক্ষিত হইয়াছি, সে ইহার কিছুই জানিতে পারে নাই। সুতরাং আমার নিমিত্ত তাহার রাজসমীপে কোন প্রার্থনা করিবারও সম্ভাবনা নাই। আমি যে তাহাকে আর দেখিতে পাইব না, এই শোকেই আমার নিঃসন্দেহ প্রাণ নাশ হইবেক। ফলে পিতা হইয়া এমন সন্তানের বিরহে কে কোথায় অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হয়।"

এলিজিবেথ সসম্ভ্রমে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, মহাশয়! "ভরসা করি, সন্তান দূরে থাকিতে পিতার পক্ষে কিছু কাল বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব বোধ হয় না।" এই কথায় সে অসুখী ব্যক্তি কহিলেন, "যাহা বলিতেছ সত্য বটে, কিন্তু আমার ভাগ্য তেমন নয়। যদি তেমন হইত, তবে আমি সেই কন্যাকে সংবাদ পাঠাইতে পারিতাম। সেও সংবাদ পাইয়া আমি জীবিতাবস্থায় আছি জানিতে পারিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত। ফলে কন্যাকেও সন্দেহের যাতনা আর ভোগ করিতে হইত না। বৎসে! দুঃখের কথা কত কহিব! কন্যার নিকট পাঠাইবার জন্য একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়াছি। কেবল সঙ্গতির অভাবে তাহা পাঠাইতে সমর্থ হইতেছি না। সে এখন রিগাতে আছে, কালি এখানহইতে এক জন লোকও তথায় যাইবে শুনিতে

পাইতেছি, তাহাকে কিছু দিতে পারিলে, সে অনায়াসে এই পত্রখানি লইয়া তাহাকে দিতে পারিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার এমন কিছুমাত্র সঙ্গতি নাই, যে আমি তাহাকে দিতে সমর্থ হই। নিষ্ঠুর দুরাত্মা অধিরাজ আমার যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াছে। বিবাসন করিবার সময়ে একটি পয়সাও সঙ্গে লইয়া আসিতে দেয় নাই।”

এলিজিবেথ এই সমস্ত দুঃখের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার নিকটস্থ টাকাটি খুলিয়া বাহির করিলেন এবং অতি বিনয় পূর্ব্বক সেই বিবাসিত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, “মহাশয়! ইহা দিবার উপযুক্ত নহে, যদি এই যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলে, আপনার এ বিষয়ে কোন উপকার বোধ হয়, তবে গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হউক।” বিবাসিত ব্যক্তি অতিশয় আহ্লাদের সহিত তাহা প্রতিগ্রহ করিলেন এবং পত্রবাহকের সহিত বন্দোবস্ত করিবার জন্য সত্বর হইলেন।

এই রূপে সেই অকিঞ্চনের ধনও পরিগৃহীত হইল। পরমেশ্বর এই রূপ দয়া দর্শনে যাহার পর নাই প্রসন্ন হইলেন। বিবাসিত ব্যক্তি এত ক্ষণ পর্য্যন্ত বিমর্ষ ছিলেন, এখন কন্যার নিকট আপনার সংবাদ প্রেরণ করিবেন এবং তাঁহার কন্যাও তাহাতে সন্দেহের যাতনাহইতে পরিত্রাণ পাইবে, এই সমস্ত অনুভব করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে অসীম আনন্দের সঞ্চার হইল। স্বচ্ছহৃদয়া এলিজিবেথও এতাদৃশ পরোপকার করিয়া তৃপ্ত ও পরিতুষ্ট হইলেন। তিনি মনে করিলেন, আমার পক্ষে ইহা উচিত কর্ম্মই করা হইল। এ প্রকার ব্যাকুল ও সন্ততিবৎসল জনক, এবং তাদৃশ নিরুপায়া তনয়ার আশীর্ব্বাদই আমার অমূল্য, পুরস্কার হইবেক সন্দেহ নাই।

ক্ষণকাল বিলম্বে আকাশমণ্ডল পনর্ব্বার নির্ম্মল হইয়া

উঠিল, এলিজিবেথ প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে মাতার ন্যায় আদর ও যত্ন করিয়াছিলেন, এজন্য এলিজিবেথ তাহাকে সপ্রেম আলিঙ্গন করিয়া, সেই নির্ব্বাসিত ব্যক্তি না শুনিতে পান, এমনি ভাবে আস্তে আস্তে তাহাকে কহিলেন, "মা! আমি তোমার কোন প্রত্যুপকারই করিতে পারিলাম না। তুমি আমার প্রতি যে স্নেহ ভাব প্রকাশ করিলে, আমার জনক ও জননী তোমাকে অবশ্যই আশীর্ব্বাদ করিবেন সন্দেহ নাই। আমার নিকট এমন কিছুমাত্রই নাই, যে তোমার প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হই।" বৃদ্ধা উচ্চ স্বরে কহিয়া উঠিলেন, "বৎসে! কি বলিলে! তুমি কিছুমাত্র সম্বল রাখ নাই, আমাদিগকে সমস্তই দিয়াছ? এলিজিবেথ সলজ্জ ভাবে অধোবদন হইয়া রহিলেন।

নির্ব্বাসিত ব্যক্তি ইহা শুনিতে পাইয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং পরমেশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এলিজিবেথের সম্মুখেই জানু পাতিয়া মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "বাছা! তুমি ঈশ্বরের প্রেরিত হইয়াই আমার উপকার করিতে আসিয়াছিলে এবং যথাসর্ব্বস্বদ্বারা আমার উপকার করিয়া চলিলে। কিন্তু আমি এমনি হতভাগ্য যে আমাহইতে তোমার কোন প্রত্যুপকারই হইতে পারিল না।"

এলিজিবেথ সম্মুখে একখানি ছুরিকা দেখিতে পাইয়া তাহা তৎক্ষণাৎ তুলিয়া লইলেন এবং আপনার মস্তকহইতে একগোছা কেশ ছেদন করিয়া সেই ব্যক্তির হস্তে দিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনি এক্ষণে সাইবিরিয়া দেশে গমন করিতেছেন, বোধ করি, তবলস্কের শাসনাধিপতির সহিত আপনকার সাক্ষাৎ হইতে পারিবেক। আমি আপনকার নিকট বিনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি,

আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই কেশগোছাটি তাঁহার হস্তে দিয়া কহিবেন, যে এলিজিবেথ তাহার জনক ও জননীকে দিবার জন্য এই কেশগোছাটি আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছে। ইহা তাঁহার হস্তগত হইলে, যেরূপে আমার পিতা মাতা পাইতে পারিবেন, তিনি তাহার উপায় বিধানে যত্ন করিবেন। অবশেষে তাঁহাদের হস্তগত হইলে তাঁহারা নিশ্চিত জানিতে পারিবেন, যে তাঁহাদের এ অনুগৃহীত সন্তানের কোন অনিষ্ট হয় নাই।"

বিবাসিত ব্যক্তি এলিজিবেথের নিকট এই কর্ম্মের ভার পাইয়া কহিলেন, "আমি বড়ই তুষ্ট হইলাম, ইহা অবশ্যই করিব সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ যে জঙ্গলে আমাকে থাকিবার আদেশ হইবেক, যদি সেখানে কোন ক্ষমতা পাই, তবে তোমার জনক ও জননীর গৃহও অনুসন্ধান করিয়া লইব এবং তুমি এখানে আজি আমাকে যে উপকার করিলে, তাঁহাদিগকে অবগত করিতে ত্রুটি করিব না।"

এই রূপে, জনক ও জননীর মনে সান্ত্বনা হইবেক, এই ভাবনা করিতে করিতে এলিজিবেথ যেরূপ অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন, তিনি তখন সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরী হইলেও তাঁহার তদ্রূপ অনুভব হইতে পারিত না। তাঁহার নিকট তখন সেই নাবিকের দত্ত সিকিটী ভিন্ন আর কিছুই সম্বল রহিল না। তথাপি তিনি আপনাকে প্রচুরধনবতী বলিয়া বোধ করিলেও করিতে পারিতেন। কারণ ধনদ্বারা যে পর্য্যন্ত সুখসম্ভোগ করা সম্ভব, ক্ষণকাল পূর্ব্বেই তাঁহার সে সুখের আস্বাদন হইয়াছিল। মনুষ্য হইয়া মনুষ্যের সুখ সম্পাদন করিতে হয়, তাহা সুচারু রূপে করা হইয়াছিল। সন্তানের জন্য নিতান্ত কাতর ব্যক্তির হৃদয়ে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন। চিন্তাকুলা রোরুদ্যমানা অনাথার রোদনকে শমতা প্রাপ্ত করাইয়া

ছিলেন। ফলে যৎসামান্য ধন সৎপাত্রের হস্তগত হইলে এই রূপ অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব ফল উৎপন্ন করিতে পারে সন্দেহ নাই।

বল্‌দোমী গ্রামহইতে বাহির হইয়া পোক্‌রফ গ্রাম পর্য্যন্ত যাইতে, এলিজিবেথকে কেবল বন, জঙ্গল, জলা, কাদা, হেঁটরা প্রভৃতি দুর্গম স্থান সকল উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। তিনি সেই সকল পথের মধ্যে সর্ব্বদাই চোর ডাকাইতের অত্যাচারের কথা শুনিতে লাগিলেন, কিন্তু শুনিয়া বড ভীত হইলেন না। কারণ চোর ডাকাইতের লোভ জন্মিতে পারে এমন বস্তু তাঁহার নিকট কিছুমাত্রই ছিল না। ফলে যাহাকে ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিতে হইত, তাহার দস্যু ভয়েরই বা সম্ভাবনা কি? যাহা হউক, এলিজিবেথ এই রূপে অতি কষ্টে দিনপাত করত নির্বিঘ্নেই সেই দুর্গম জঙ্গল সকল উত্তীর্ণ হইলেন।

এলিজিবেথ পোক্‌রফ্‌হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া দেখিতে পাইলেন যে প্রবলতর ঝটিকায় পথ সকল এককালে রুদ্ধ ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং মস্কো যাইতে তিনি কাজে কাজেই জলার পথ ধরিয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সকল স্থান বলগা নদীর জলপ্লাবনে প্লাবিত হয়, এবং হিমানী পডিলে বিজাতীয় শক্ত হওয়াতে তথায় লোকের গমনাগমন করা অত্যন্ত ভার হইয়া উঠে। এলিজিবেথ যখন সেই স্থান দিয়া গমন করেন তখন তাহা যৎপরোনাস্তি কঠিন হইয়াছিল। সুতরাং যাইতে অসমর্থ হইয়া পূর্ব্বে যে পথ দিয়া যাইতেছিলেন, পুনর্ব্বার সেই পথই অবলম্বন করিতে মনস্থ করিলেন। ক্রমাগত এক ঘন্টা কাল সেই জঙ্গলময় স্থান দিয়া যাইতে যাইতে এমনি হইল, যে, তিনি সেই রুদ্ধপথের কিছুমাত্র চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে আর একটা জলার মধ্যে গিয়া উপস্থিত

হইলেন। সে সকল স্থান পূর্ব্বোক্ত জলার ন্যায় অত্যন্ত কঠিন ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহার সে পথ দিয়া যাইবার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়া পড়িল। অবশেষে অনেক আয়াসের পর তিনি একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

পথশ্রমে এলিজিবেথ এমনি ক্লান্ত ও অভিভূত হইয়াছিলেন, যে তাঁহার আর এক পা চলিবারও ক্ষমতা ছিল না। তিনি খানিক বিশ্রাম করিবার জন্য একখানা প্রস্তরফলকের উপরি উপবেশন করিলেন। সেই স্থানহইতে কোন লোকালয় দেখিতে পাওয়া যাইত না। আশপাশের নিকটবর্ত্তী স্থান সকলও জন মানব বিহীন। চতুর্দ্দিক্ কেবল শূন্য ও নিতান্ত স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। এলিজিবেথ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে তিনি রাজপথ ছাড়িয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। মনে মনে এইরূপ উদ্বোধ হওয়াতে তাঁহার সমুদায় সাহস এককালে লুপ্তপ্রায় হইল, ক্রমশঃ ভয়ও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন তিনি আপনাকে অসামান্য দুঃখভাগিনী ও যৎপরোনাস্তি বিপদ্‌গ্রস্ত বলিয়া বোধ করিলেন। ফলে এক দিকে প্রকাণ্ড জলা ও অন্য দিকে দুরবগাহ ঘোরতর নিবিড় অরণ্য, দৃষ্টিগোচর করিলে কাহার মন না বিকল ও উদাস হইয়া উঠে?

এ দিকে সন্ধ্যাচ্ছায়াতে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইতে আরম্ভ হইল। দুর্ভাগ্যবতী এলিজিবেথ চিন্তাসাগরে মগ্ন হইতে লাগিলেন। অত্যন্ত পথশ্রান্ত ছিলেন, তথাপি তিনি তথাহইতে আর অগ্রসর না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। মনে মনে আশা করিয়াছিলেন কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই রাত্রিকালে থাকিবার জন্য আশ্রয় পাইতে পারিবেন, অথবা সাক্ষাৎ হইলে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে, যে থানে

গেলে আশ্রয় মিলিতে পারে তাহাও বলিয়া দিতে পারিবেন। মনে মনে এই প্রকার আশা করিয়া তিনি অতিশয় ব্যগ্রতা পূর্ব্বক কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সমস্ত চেষ্টাই এককালে বিফল হইয়া পড়িল। নানা পথ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। এখন তিনি কোন্ পথ ধরিয়া চলিবেন তাহা স্থির জানিতে না পারিয়া কখন এ পথ, কখন সে পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন।

এই রূপে নানা পথ অবলম্বন করাতে, তিনি যে কোন আশ্রয় দেখিতে পাইবেন আশা করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্তই বিফল হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ, একটী শব্দও কর্ণগোচর হইতেছে না। এলিজিবেথ তখন এমনি ব্যাকুল ও ভরসাহীন হইয়া পড়িলেন, যে কোন একটি শব্দ শুনিতে পাইলেও তাঁহার তখন আশা ভরসা উত্তেজিত হয়, এবং মনুষ্যের শব্দ বুঝিতে পারিলে আর আনন্দের সীমা পরিশেষ থাকে না।

তিনি এই রূপে মহাব্যাকুল হইয়া চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ শুনিতে পাইলেন যেন অধিক দূরে কতগুলি লোক কোলাহল শব্দে কথাবার্ত্তা করিতেছে। কিঞ্চিৎ পরেই বোধ করিলেন জন-কত লোক দলবদ্ধ হইয়া বনের মধ্যহইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। এই রূপ বোধ হওয়াতে আপাততঃ তাঁহার অন্তঃকরণে সাহসেরও সঞ্চার হইল। ক্রমে ক্রমে তাহাদের নিকটেই উপস্থিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর যখন নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার অন্তঃকরণ ভয়ে অত্যন্ত বিহ্বল হইল। তাহাদিগের অত্যন্ত অসভ্য আকার প্রকার ও অতি কদর্য্য রীতি দেখিয়া বনদর্শন অপেক্ষাও সমধিক ভীত হইলেন।

এলিজিবেথ পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন যে ভয়ানক দস্যুদলের উপদ্রবে সেই নিকটস্থ স্থান সকল সর্ব্বদাই উত্ত্যক্ত ও অপহৃত হয়। এখন হঠাৎ সেই কথাটি তাঁহার স্মরণ হইল এবং স্মরণ হইবামাত্র তাঁহার উদ্বোধ হইল যে, বিশ্বপাতা পরমেশ্বর সতত আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন এ বিষয়ে অনুধাবন না করাতেই এই সমুচিত দণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। মনে মনে এই রূপ ভাবের উদয় হওয়াতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ পাতিতজানু হইয়া বদ্ধকরপুটে পরমেশ্বরের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতে তৎপর হইলেন। এবং সেই সময়ে সেই দস্যুদল আসিয়াও উপস্থিত হইল।

দস্যুগণ এলিজিবেথকে দেখিবামাত্র দণ্ডায়মান হইল এবং বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? কোথাহইতে আসিতেছ? এবং একাকিনী এই স্থানে রহিয়াছ কেন?" ভয়বিহ্বলা এলিজিবেথ কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর করিলেন, "আমি ভবলস্কের ওদিক্হইতে আসিতেছি। এত দূর আসিবার কারণ এই যে, রুশিয়াধিনাথের নিকট আমার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবেক। সম্প্রতি পথহারা হইয়া এই মহাজলার মধ্যে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। রাত্রি যাপনের জন্য কোন আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছিলাম, কিন্তু পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছি, এখন কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম না করিলে আর চলিতে পারি না।" দস্যুরা চমৎকৃত হইল এবং সন্দিগ্ধভাবে তাঁহাকে দৃঢ়রূপে সেই সকল কথা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল। তখন এলিজিবেথের মুখে পুনরায় সেই উত্তর শুনিয়া আর এক বার জিজ্ঞাসিল, "ভাল তুমি যে এত দূরদেশে যাত্রা করিয়াছ, তুমি পথের সম্বল কি আনিয়াছিলে? এবং তোমার নিকটেই বা এক্ষণে কি আছে?"

এলিজিবেথ, বলগা নদীর নাবিক তাঁহাকে যে সিকিটি দিয়াছিলেন তাহাই মাত্র তাহাদিগকে দেখাইলেন। দলপতি জিজ্ঞাসিল, "তোমার নিকট কি কেবল এই সিকিটি বই আর কিছুই নাই?" এলিজিবেথ উত্তর করিলেন, "হাঁ কেবল এইমাত্র।"

দস্যুরা তাঁহার উত্তর করিবার সময়ে তাঁহার অতি নির্ম্মল ভাব দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং বিস্মিত ভাবে আপনারা পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিল। তাহারা তাঁহার কথার সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ করিল না সত্য বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ কিছুমাত্র লোল ও বিচলিত হইল না। যাবজ্জীবন অপকর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাহাদের অন্তঃকরণ এত কঠিন ও নিষ্ঠুর হইয়াছিল যে এলিজিবেথের প্রাণপণ চেষ্টায় তত বড় মহৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার বিষয়ে তাহারা কিছুমাত্র অনুধাবন করিল না। বস্তুতঃ এ কর্ম্ম যে কত দূর প্রশংসার উপযুক্ত তাহা তাহারা বোধ করিতেই সমর্থ হইল না। তাহারা তখন এইমাত্র বোধ করিল যে তিনি পরমেশ্বরের অনুগৃহীত। মনে মনে এই রূপ ভাবের উদয় হওয়াতে তাহারা সহসা তাঁহার অনিষ্ট করিতেও সাহসী হইল না। বরং পরস্পর কহিতে লাগিল, "না ভাই! এ ঈশ্বরের রক্ষিত, ইহার গায় হাত তোলা হইবেক না।"

দস্যুদল এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিবামাত্র এলিজিবেথ গাত্রোত্থান করিলেন এবং তথাহইতে চলিয়া যাইতে সত্বর হইলেন। কিয়দ্দূর গিয়া বনমধ্যে প্রবেশিবামাত্র দেখিতে পাইলেন, সম্মুখে অনতিদূরেই এক চতুষ্পথের চারি শাখাপথ চতুর্দ্দিক্ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই সকল পথ ঠিক সোজা নয়, প্রায় কোণাকার। তাহার মধ্যে এক পথের এক কোণের ধারে একটি ক্ষুদ্র ভজনালয় বিরাজমান রহি-

য়াছে। এলিজিবেথ নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, যে চতুষ্পথের মধ্য স্থানে একটি স্তম্ভের উপর চারি দিকে চারি রাজপথের অভিমুখে চারিখানি কাষ্ঠফলক সংলগ্ন করা এবং তাহার প্রত্যেকের উপর, কোন্ পথ দিয়া গেলে কোথায় যাইতে পারা যায়, তাহার সবিশেষ বিবরণ লেখা রহিয়াছে।

এলিজিবেথ সেই নিদর্শন দর্শন করিবামাত্র আনন্দে পুলকিত হইলেন, এবং নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন, যে অতি ত্বরায় কোন নগরে উপস্থিত হইতে পারিবেন। মনে মনে এই রূপ ভাবনা করিয়া তিনি তখন পরমেশ্বরকে বারম্বার ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার প্রসাদে তিনি যে নিরাপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ইহার জন্য বিস্তর স্তব করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে দস্যুরা তাঁহার বিষয়ে, তিনি যে ঈশ্বরের অনুগৃহীত পাত্র বলিয়া অনুভব করিয়াছিল, ফলে সে কথা কিছুই বিফল নয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহ নহিলে এমন সকল আপদ্‌হইতে উত্তীর্ণ হওয়া কদাচ সম্ভব হয় না।

এলিজিবেথ এখন প্রকৃত পথ ধরিয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। আশা ভরসা সমস্তই পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হইল। যখন তিনি পোক্রফ গ্রামের পথে উত্তীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহার উৎসাহ উদ্যোগ প্রভৃতি যেমন তেমনিই হইয়া উঠিল। এলিজিবেথ অতি সত্বরেই সেই গ্রামের উপান্তবাহিনী বলগা নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন নিকটেই একটি কুমারীদিগের ধর্ম্মমঠ রহিয়াছে। তিনি তথায় অতি দ্রুত গমন করিয়া শরণার্থিনী হইলেন। তাঁহার প্রার্থনাও তৎক্ষণাৎ অঙ্গীকৃত হইল। অনন্তর মঠবাসিনী চিরকুমারীব্রতধারিণী যোগিনীদিগের নিকটে আপনার তাবৎ ক্লেশ ও দুঃখের কথা আদ্যোপান্ত, বর্ণনা করিয়া, উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার কতদূর পর্য্যন্ত সাহায্য গ্রহণের আবশ্যকতা আছে তদ্বিষয়েও

জিজ্ঞাসা করিলেন। যোগিনীরা তাঁহার প্রতি ভগিনীবৎ ব্যবহার ও তাঁহাকে অতি স্নেহ পূর্ব্বক সমাদর করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের তাদৃশ যত্ন দেখিয়া এলিজিবেথের মনে জননীর অকপট স্নেহ ও সাতিশয় যত্ন স্মরণ হইতে লাগিল। খানিক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার এমনও বোধ হইল, যেন তিনি জননীর নিকটেই রহিয়াছেন।

এলিজিবেথের এই যৎসামান্য বিবরণ শ্রবণ করিয়া যোগিনীগণের বোধ হইল, যেন তাহাই তাঁহাদের উপদেশের মূল আদর্শ স্বরূপ। তাঁহার তাদৃশ অদ্ভুত বীরতা ও তদ্রূপ দৃঢ় অধ্যবসায়, যাহার প্রভাবে তিনি এত ক্লেশেও ক্লেশ বলিয়া বোধ করেন নাই, এবং এত কঠিন ও দুঃসহ বিপদ্‌পাতেও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, তাহার কথা শুনিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন ও অবাক্ হইয়া রহিলেন।

তৎকালে সেই ধর্ম্মশালার অতিশয় হীন অবস্থা ছিল। যোগিনীগণের নির্ব্বাহের জন্য আর কোন নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিও ছিল না, কেবল লোকের ঐচ্ছিক দানের প্রতি নির্ভর করিয়াই তাঁহাদিগকে দিনপাত করিতে হইত, এইমাত্র। তাঁহাদের নিকট এমন কিছু ছিল না যে এলিজিবেথকে অবশিষ্ট পথ গমনের জন্য কিঞ্চিৎ পাথেয় বলিয়া সাহায্য প্রদান করেন। সুতরাং তাহাতে তাঁহাদের অন্তঃকরণে অত্যন্ত দুঃখ বোধ হইল। মুখেও যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, যোগিনীরা অর্থ দিয়া তাঁহার সহায়তা করিতে সমর্থ হইলেন না বটে, কিন্তু এলিজিবেথ যে পরিধেয় বস্ত্র ও গাত্রবস্ত্র প্রভৃতি বিহীন হইয়া প্রস্থান করিবেন ইহা তাঁহারা কোন মতেই সহিতে পারিলেন না। সকলে একবাক্য হইয়া পরামর্শ করিলেন যে, আপন আপন বস্ত্রহইতে এক এক অংশ দিয়া তাঁহাকে এক প্রস্থ পরিধেয় বস্ত্র

প্রস্তুত করিয়া দেওয়া অতি কর্ত্তব্য। এই রূপ পরামর্শ স্থির হইলে তাঁহারা এক একখানা করিয়া তাঁহাকে এক প্রস্থ বস্ত্র প্রদান করিলেন। এলিজিবেথ যোগিনীদিগকে অঙ্গ-হইতে আবশ্যক বস্ত্র ত্যাগ করিয়া দিতে দেখিয়া, আপাততঃ তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না। ইহাতে তাঁহারা মঠের ভিত্তি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আমরা দুঃখিনী বটি, কিন্তু তুমি আমাদের অপেক্ষাও অধিক দুঃখিনী। অতএব আমাদের নিকটহইতে তোমার কিঞ্চিৎ সাহায্য গ্রহণ করা উচিত।"

অনন্তর এলিজিবেথ তথাহইতে বিদায় লইয়া মস্কো যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং উপস্থিত হইয়া তথাকার স্বাভাবিক গোলযোগ ও গলি গলি লোক জন ও গাড়ি ঘোড়ায় পরিপূর্ণ দেখিয়া চমৎকার বোধ করিলেন। তিনি যত অগ্রসর হইয়া যাইতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর জনতারও তত বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। বিশ্রামার্থ নিকটস্থ এক গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তাহাও জনতায় পরিপূর্ণ। অতি যৎসামান্য ঘরেরও এত অধিক ভাড়া, যে দীনহীন এলিজিবেথের পক্ষে তথাকার অত্যন্ত অধম ঘর পাওয়াও অতি সুকঠিন হইয়া উঠিল। তিনি অতি কষ্টে যৎকিঞ্চিৎ যে আহার দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন, তাহা অতি কদাকার। তাঁহার গাত্রবস্ত্রখানি অত্যন্ত অপকৃষ্ট, তত হিমে ও তদ্রূপ শীতে অনাবৃত স্থানে থাকিতে হইলে সে গাত্রবস্ত্রে কোন মতেই চলিতে পারে না। দানের অবস্থা যেমন ইচ্ছা তেমন হউক, তাহা যদি প্রসন্ন বদনে প্রদত্ত হইত তাহা হইলেও অন্তঃকরণে তুষ্টি ও পরিতোষ জন্মিতে পারিত। কিন্তু তাহা দিবার সময়েও তুচ্ছ তাচ্ছল্য-ভাবে নানা কটুভাষা প্রয়োগ ও যৎপরোনাস্তি ঘৃণা প্রকাশ পাইয়াছিল।

এলিজিবেথ এই রূপ অপার ক্লেশে ও মনের ক্ষোভে আর রোদন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। আপাততঃ রোদন করিলেন বটে কিন্তু অধিক ক্ষণ অসন্তুষ্ট রহিলেন না। তাঁহার অন্তঃকরণে তখন এমনি উদ্বোধ হইল, যে তিনি যে কার্য্য সাধন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছেন এবং চেষ্টা করত তাঁহাকে যে সমস্ত দুঃসহ ক্লেশ সহিতে হইতেছে, তাহা সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বরের অগোচর ও অবিদিত হইতেছে না। ইচ্ছা করিলে সেই পরমেশ্বর তাঁহার পিতা মাতাকে পুনর্ব্বার পদস্থ করিয়া তাঁহাকে উচিত পুরস্কার দিলেও দিতে পারেন, কিছুই বিচিত্র নহে। তাঁহার মনে তো অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না। ফলে অহঙ্কার কাহাকে বলে তিনি তাহাও জানিতেন না। তিনি তৎকালে ভাবিয়া দেখিলেন যে পিতা মাতা তাঁহার এমনি স্নেহের পাত্র যে তিনি তাঁহাদের হিতার্থিনী হইয়া, যাহা যাহা কর্ত্তব্য তদ্ভিন্ন আর কখনই কিছু করেন নাই। এই রূপে স্নেহের ভাব উদয় হওয়াতে, তাঁহার মনে সেই দুঃসহ ক্লেশ সহিতেও সন্তোষের আবির্ভাব হইল।

এলিজিবেথ সেই নগরে উপস্থিত হইবামাত্র শুনিতে পাইলেন চতুর্দ্দিকে ঘন্টাধ্বনি হইতেছে এবং নগরস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি সমস্ত ব্যক্তিই উচ্চ স্বরে মহারাজাধিরাজ আলিক্‌জণ্ডরের জয় উৎকীর্ত্তন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে দুর্গমধ্যে কামানের শব্দ হইতেছে। তিনি ইতিপূর্ব্বে আর কখনই এমন অদ্ভুত ব্যাপার দেখেন নাই এবং এমন ভয়ঙ্কর শব্দও শ্রবণ করেন নাই। সুতরাং সহসা সেই প্রকার দেখিয়া শুনিয়া নিতান্ত বিস্মিত ও ভীত হইলেন। অনতিদূরে অনেকগুলি ভদ্র লোক উত্তম উত্তম পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন হইয়া এক একখান ভগ্ন গাড়ির উপরি মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান আছেন। এলিজিবেথ কাঁপিতে কাঁপিতে

তাঁহাদিগকে এই ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন, "ইনিই কি পিটর্সবর্গের অধিরাজ?"

এলিজিবেথের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহারা আপাততঃ তাঁহার প্রতি সদয় ভাবে নিরীক্ষণ করিলেন এবং নিরীক্ষণ করিয়াই ঘৃণাপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি? অধিরাজ আলিক্জণ্ডর অভিষেক-মহোৎসব সম্পাদন করিবার জন্য মস্কোতে আগমন করিতেছেন, এ কথা কি তুমি শুনিতে পাও নাই?" এলিজিবেথ আহ্লাদে পুলকিত হইয়া বোধ করিলেন, যেন পরমেশ্বর প্রসন্ন ও সাক্ষাৎ হইয়াই তাঁহার প্রতি বাহু প্রসারণ করিতেছেন। তিনি যে অধিরাজের হস্তে জনক জননীর তাবৎ সুখ সৌভাগ্য সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করিয়াছিলেন, পরমেশ্বর যেন তাঁহাদের অনুকূলে সুবিচার করাইবার জন্যই অধিরাজকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিতেছেন। তিনি তখন সুবিধামতে অধিরাজের সমক্ষে তাবৎ মনের কথা নিবেদন করিতে সমর্থ হইবেন এবং তাহা শুনিয়া তাঁহারও অন্তঃকরণে বিশেষ দয়া হইতে পারিবেক, মনে মনে এই রূপ ভাবনা করিয়া তিনি পিতা মাতার বিবাসন ভূমির দিকে চাহিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এই আনন্দের আশা ও ইহার সুখ কেবল আমাকেই অনুভব করিতে হইল। আপনারা এ সুখের কিছুই জানিতে পারিলেন না।"

ইং ১৮০১ শালের মার্চ মাসে এলিজিবেথ মস্কোর অতি বিস্তারিত রাজধানীতে প্রবিষ্ট হইলেন। অতঃপর যে আর ভয়ানক ক্লেশে পড়িতে হইবেক, এ কথা অগ্রে জানিতে না পারাতে তাঁহার বোধ হইল, যে, তাঁহার ক্লেশের এই পর্য্যন্তই শেষ হইয়াছে। মনে মনে এই প্রকার ভাবনা করিয়া তিনি নগরের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন, এবং যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন যে বড় বড় প্রাচীন অট্টালিকা

সকল অবস্থিত রহিয়াছে। অট্টালিকাগুলি নানা প্রকার চিত্রদ্বারা সুশোভিত বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে ভাঙ্গা চোরা কামরাই অধিক। কোন ঘরের কবাট ভাঙ্গা, কাহারো বা তাহাও নাই, কাহার জানেলা খানিকটা আছে খানিক নাই, কোনটার ছাদ দিয়া জল পড়ে, কতকগুলার ভিতরে বাতাসের জন্যে থাকা ভার। কোন কোনটার বা এমনি ভাব যে কখন্ কাহার ঘাড়ে ভাঙ্গিয়া পড়ে। পথমাত্রই অতি অপ্রশস্ত। জনতার জন্য পা বাড়ান ভার। এলিজি-বেথকে সে রূপ পথ দিয়া গমন করিবার সময়ে অনেক কষ্ট পাইতে হইল। দুই এক পা অগ্রসর হইতে না হইতেই ভিড় আসিয়া পড়ে, সুতরাং আর যাইতে পারেন না।

এই রূপে খানিক ক্ষণ চলিয়া একখানি ক্ষেত্র তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। এবং দেখিবামাত্র বোধ করিলেন যে, তিনি পুনর্ব্বার আর কোন গ্রাম্য স্থানে আসিয়া উপ-স্থিত হইলেন। মনে মনে এই প্রকার বোধ হওয়াতে তিনি নিকটস্থ রাজপথের উপরি বিশ্রাম করিতে বসিলেন। এবং দেখিলেন, কতকগুলি লোক ভাল ভাল পোশাক পরিচ্ছদ পরিয়া পরস্পর অধিরাজের অভিষেকের কথাবার্ত্তা করিতে করিতে গমন করিতেছে। আগে এবং পাছে নানা প্রকার দ্রব্য সামগ্রী সকল যাইতেছে। এবং গমন কালে ঐ দ্রব্য সকল পরস্পর লাগালাগি হইয়া ঝন্ ঝন্ ঠন্ ঠন্ শব্দ হইতেছে। প্রধান ধর্ম্মশালায় অনবরতই ঘন্টাধ্বনি হই-তেছে। ছোট ছোট গীর্জার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘন্টা সকল সেই ধ্বনিকে আরো পুষ্ট করিয়া তুলিতেছে। দুর্গমধ্যে রীতিমত উৎসবের কামানধ্বনি হইতেছে। এই রূপ শহরের চতু-র্দ্দিকই ধূমধামময় হইয়া উঠিতেছে।

অনন্তর এলিজিবেথ তথাহইতে উঠিয়া রাজধানীর প্রা-চীন প্রাসাদ ক্রিমিলাইনের নিকট যাইয়া দেখিলেন যে,

সেখানে জনতার জন্য আর কোন মতেই অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই। নিকটেই একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছিল, তিনি ব্যাকুল ও কাতর হইয়া আপাততঃ তাহারই নিকটে গিয়া উপবেশন করিলেন। এলিজিবেথ সমস্ত দিনের পথ-শ্রমে এত ক্লান্ত ও দুরন্ত শীতপ্রভাবে এমত অস্পন্দ হইয়াছিলেন, যে প্রাতে তাঁহার যে হর্ষ বোধ হইয়াছিল, তখন তাহা বিষাদেই পরিণত হইল। মস্কোর প্রত্যেক রাস্তাতেই ভ্রমণ করিয়াছিলেন। অনেক অনেক ধনাঢ্য লোকের অট্টালিকা ও বিস্তর অপর লোকের বাড়ী দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, কিন্তু কুত্রাপিও আশ্রয় প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই। নানা প্রকার বয়ঃক্রমের লোক ও নানাবিধ পদস্থ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি তাঁহাদের মধ্যে আপনার আত্মীয় ও আশ্রয়স্বরূপ কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি বসিয়া বসিয়া দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি লোক পথ হারাইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষিয়া বেড়াইতেছে এবং মহাব্যাকুল হইয়া যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। এলিজিবেথ তাহাদের অবস্থাকেও আপনাহইতে ভাল বোধ করিলেন, এবং কহিলেন, " যাহারা বাড়ী অন্বেষণ করিলে বাড়ী পায় তাহারাও সুখী। আমি এমনি অভাগিনী যে আমার বাড়ী নাই, বাসা নাই এবং কোন আশ্রয়ও নাই। সুতরাং পথ হারাইবারও আশঙ্কা নাই।"

এ দিকে রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে শীতের প্রভাব অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। এলিজিবেথ সমস্ত দিনের মধ্যে কিছুমাত্র আহার করেন নাই। সুতরাং উদরের জ্বালায় ও তাদৃশ শীতের কঠোরতায় তাঁহাকে নিতান্ত অবসন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি অগত্যা অনুগ্রহ পাইবার প্রত্যাশায়, নিকট দিয়া যে যায় তাহারই মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অগণ্য বলিয়া কেহই তাঁহার

প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিল না। অবশেষে তিনি অতি দীন দরিদ্রদিগের আলয়ে যাইয়া যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা করিয়া খাইতে মনস্থ করিলেন। মনস্থ করিলেন বটে, কিন্তু যে যে দ্বারে যাইতে লাগিলেন, সর্ব্বত্রই অতি নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক তাঁহাকে গলহস্ত দিয়া বিদায় করিতে লাগিল।

উপস্থিত মহোৎসব উপলক্ষে দেশের তাবৎ লোকই উপার্জ্জন করিতে বসিয়াছে। ঐ সময়ে লাভ ছাড়া কেহ কোন কথাই কহে না। অন্যের দুঃখে দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা লাভের গন্ধ না পাইলে সে দিকেই মুখ ফিরায় না। বিশেষতঃ দেশের প্রথা এই যে, লোকেরা যাবৎ আপনাদিগকে ধনী বলিয়া বোধ না করে, তাবৎ কাহার অভাব বা অপ্রতুলে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করে না, এবং করিতে ইচ্ছুকও হয় না।

অবশেষে এলিজিবেথ কিছু করিতে না পারিয়া ক্রিমিলাইনের চকেই ফিরিয়া আইলেন, এবং আসিয়া বিস্তর রোদন করিলেন। ক্রমাগত খানিক ক্ষণ অশ্রুধারা পড়াতে আপাততঃ তাঁহার হৃদয়ে কিঞ্চিৎ শান্তি বোধ হইল। ইতিপূর্ব্বে এক জন বৃদ্ধা তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া এক খণ্ড রুটী আনিয়া দিয়াছিল। তিনি তাহাও গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ হন নাই। দুঃখাবেগে তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্টা কিছুমাত্র ছিল না।

যাহা হউক, প্রস্থান করিয়া অবধি এত দিন এলিজিবেথকে ভিক্ষার্থ কাহার নিকট হাত বাড়াইতে হয় নাই। এক্ষণে তাহারও সূত্রপাত হইল। তাঁহার দুরবস্থা এখন এত বর্দ্ধমান হইল যে যাহারা এক বার ঘৃণা করিয়া তাঁহার যাক্ত্রায় কর্ণপাত করে নাই, তিনি উপায়ের অভাবে তাহাদিগেরই নিকট পুনর্ব্বার যাক্ত্রা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তথাপি অনেকে তাহা গ্রাহ্য করিতে সম্মত হয় নাই। দুই এক জন গ্রাহ্য করিয়াছিল বটে,

কিন্তু তাহাতে ঘৃণা এবং বিরক্তি প্রকাশের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই।

এলিজিবেথ এমত দুঃসময়ে নিতান্ত নিরুপায় হইয়াও বিনা সঙ্কোচে সহসা কাহার নিকট হাত বাড়াইতে পারিলেন না। অগত্যা মনে করিলেন, হাত পাতিয়া ভিক্ষা করি, কিন্তু পূর্ব্বতন অভিমানে তাঁহাকে তাহা কোন রূপেই সহসা করিতে দিল না। এক বার ভাবেন যদি এই দুর্দ্দান্ত শীতের প্রাদুর্ভাবে কাহারও আশ্রয় ভিন্ন কোন অনাবৃত স্থানে পড়িয়া রাত্রি যাপন করি, তাহা হইলে অবশেষে আমার প্রাণ রক্ষা করা অত্যন্ত ভার হইয়া উঠিবেক। মনে মনে এই রূপ ভাবনা করাতে তাঁহার সেই অভিমানের কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা হইয়া পড়িল। এবং তৎক্ষণাৎ এক হস্তে দুই চক্ষু ঢাকিয়া অপর হস্ত পথিকদিগের সম্মুখে প্রসারিত করিলেন, এবং শুনিবামাত্র আর্দ্র হইতে হয় এমনি করুণ স্বরে কহিলেন, "তোমরা আপন আপন মহামান্য পরমগুরু জনক ও পরম হিতকারিণী গর্ব্ভধারিণী জননীর প্রীতির জন্য আমাকে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান কর, আমি যেন তাহাদ্বারা এই রাত্রিটি যাপন করিবার জন্য একটু স্থান পাইতে পারি।" প্রথমেই তিনি সেই অগ্নিকুণ্ডের ধারে যে ব্যক্তি বসিয়াছিল, তাহারই নিকটে যাচ্ঞা করিলেন। সে ব্যক্তি তাঁহার আকার প্রকার বিলক্ষণ রূপে নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইল। পরে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "বালিকে! তোমার এ ব্যবসায় অতি কদর্য্য, তুমি কাজ কর্ম্ম করিতে পার না? কাজ কর্ম্ম করিতে শিখিলে তোমার পরে কোন ক্লেশ পাইতে হইবেক না। পরমেশ্বর আছেন, তিনিই তোমার সহায়তা করিবেন। আমার মতে ভিক্ষুদিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত কর্ম্ম বোধ হয় না।"

এলিজিবেথ এই রূপে কাহাকেও সহায় দেখিতে না পাইয়া নিতান্ত নিরাশ ও মহাব্যাকুল হইয়া স্বর্গেও যদি কাহাকে দেখিতে পান, এমনি ভাবে ঊর্দ্ধে পরমেশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ আশ্বাসের আভা প্রকাশ পাইতে লাগিল। সাহস নিতান্ত ভগ্ন ও মগ্ন হইয়াছিল, তাহাও কিঞ্চিৎ সতেজ হইয়া উঠিল। তাহাতে তিনি পথিকদিগের নিকট পুনর্ব্বার কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। যাহারা গমনাগমন করিতেছিল তাহাদের অনেকেই তাহাতে কর্ণপাত করিল না। কেহ কেহ কিঞ্চিৎ দিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহা সমগ্র একত্র করিয়াও তাহাদ্বারা সেই রাত্রিটির জন্য বাসা পাওয়া ভার হইয়া উঠিল।

এই রূপে রাত্রি অধিক হইল, বাহিরে যে যেখানে ছিল সকলেই আপন আপন বাটীতে গমন করিল। অগ্নিকুণ্ডও ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাণ হইয়া গেল। এ দিকে রাজপুরুষেরা ও চৌকীদারগণ নগরের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বাহির হইয়াছিল। তাঁহাকে একাকিনী পথিমধ্যে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ করিল, এবং অতি অসভ্যতা পূর্ব্বক বারম্বার জিজ্ঞাসিতে লাগিল, “তুই কে বল্! বল্ বেটি, তুই একেলা এখানে এত রাত্রিতে বসিয়া কি করিতেছিস্।” নিরুপায়া এলিজিবেথ রক্ষিগণের সেই ভয়ানক মুর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। উত্তর করিবেন কি, ভয়ে মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির করিতে পারিলেন না। কেবল অনবরত রোদন করিয়া সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন, এই মাত্র।

চৌকীদার বালাগস্তী প্রভৃতি ইতর লোকদিগের কঠোর কর্ম্ম করাই অভ্যাস। তাহাদের দয়া মায়া প্রায়ই থাকে না। এলিজিবেথের সে প্রকার দুঃখ দেখিয়া তাহাদের অন্তঃকরণ আর্দ্র হইবার বিষয় কি? তাহারা সে রোদনে বিন্দুমাত্রই ভ্রূক্ষেপ করিল না। বরং চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া

দাঁড়াইয়া অতি ইতর ও অপভাষায় বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কম্পমানা এলিজিবেথ অনেক ক্ষণের পর কিঞ্চিৎ সাহসে নির্ভর করিয়া গদ্গদস্বরে উত্তর করিলেন, "আমার বাড়ী এখানে নয়, তবলস্কের ওদিক্ হইতে আসিতেছি, অধিরাজের নিকট পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব, এই আমার মানস। আমি বরাবর চলিয়া আসিয়াছি, সঙ্গে যাহা কিছু ছিল সকলই খরচ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে নিকটে এমন কিছু সম্বল নাই, যে, এই রাত্রিকালে কোন আশ্রয়ে গিয়া থাকিতে পারি।"

এলিজিবেথের এই প্রকার অকপট বিবরণ শেষ হইবামাত্র প্রহরীরা হো, হো, করিয়া হাসিয়া উঠিল। এবং এ কোন কাজের কথা নয়, সব মিথ্যা, সকলই প্রতারণা, এই কথা বলিয়া তাঁহাকে ঘোর প্রতারক স্থির করিল। এলিজিবেথের ভয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে ছাড়াইয়া যাইতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু সেই নির্দ্দয়েরা কোন মতেই তাহাতে সম্মত না হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, এবং গোলমাল করিতেও নিষেধ করিল। এলিজিবেথ উচ্চ স্বরে কহিলেন, "হা পরমেশ্বর! হে পিতঃ! আপনারা আমাকে সাহায্য করিতে আসিবেন না! আপনারা কি এ অভাগিনী এলিজিবেথকে নিতান্ত ভুলিয়া রহিয়াছেন!" এই কথা বলিয়া তিনি ত্রাসে ও নৈরাশ্যে নিতান্ত অভিভূত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

ইতিমধ্যে এলিজিবেথের আর্ত্তনাদ শুনিয়া জন কতক লোক আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহাদিগকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। অনেকেই সেই অসভ্যতা দেখিয়া প্রহরীদিগকে ধমকাইতে এবং চেঁচাচেঁচি করিতে লাগিল। এলিজিবেথ কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাদিগের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগি-

লেন, এবং কহিলেন, "দোহাই পরমেশ্বর! আমি সত্য ভিন্ন কিছুই বলি নাই। আমি পিতার উপরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে তবলস্কের ওদিক্‌হইতে আসিতেছি। আপনারা কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। অন্ততঃ অধিরাজের অনুমতি পাওয়া পর্য্যন্ত আমাকে প্রাণে বিনষ্ট করিবেন না।"

এলিজিবেথের মুখহইতে এই রূপ খেদোক্তি শুনিতে শুনিতে শ্রোতাদিগের মন বিচলিত হইয়া উঠিল। অনেকেই তাঁহাকে মুক্ত করাইবার জন্য সকল ঝুঁকি লইতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তির দয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। তিনিই চৌকীদারদিগকে কহিলেন, "শুন হে রক্ষিগণ! চকের মধ্যে সেন্ট বেসিন নামক যে সরাই আছে, আমি তাহার অধিকারী। আমি এই বালিকাকে এই রাত্রিকালে সেখানে রাখিতে চাই, ইহার বিবরণ শুনিয়া বড়ই দুঃখবোধ হইতেছে, ইহাকে আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব।" তাঁহার নিতান্ত ক্লেশের কথা শুনিয়া প্রহরীদিগেরও অন্তঃকরণ কিছু লোল হইয়াছিল, সুতরাং সেই প্রস্তাবে তাহারা সম্মত হইল এবং তখনি সেই স্থানহইতে প্রস্থান করিল।

এলিজিবেথ যৎপরোনাস্তি উপকৃত হইয়া সেই সদয় প্রাণরক্ষক মহোদয়ের পা দুখানি আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। উপকারক ব্যক্তিও অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে হাত্ত ধরিয়া তুলিলেন এবং তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আইস বলিয়া চকের ভিতর দিয়া আপনার বাটীর দিকে গমন করিতে লাগিলেন। গমন করিতে করিতে তাঁহাকে কহিলেন, "দেখ! আমি তোমাকে স্বতন্ত্র একটী ঘর ছাড়িয়া দিতে পারি না। আজি আমার ঘর একখানিও খালি নাই, সব কয়েক খানিই যোড়া আছে। তুমি গিয়া আমার স্ত্রীর ঘরে শয়ন করিয়া থাক। তাঁহার দয়ার স্বভাব। তিনি

লোকের উপকার করিতে বড়ই সন্তুষ্ট। এক রাত্রির জন্য তোমাকে বিশেষ যত্ন ও সমাদর করিয়া রাখিবেন। যদি এক ঘরে ভাল রূপ সম্পোষ্য নাও হয়, তথাপি তিনি সে ক্লেশকে ধর্ত্তব্য করিবেন না।"

এলিজিবেথ নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও যৎপরোনাস্তি ম্লান হইলেন, কাঁপিতে কাঁপিতে চুপ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল বিলম্বে সেই আতিথেয় ব্যক্তি তাঁহাকে একখানি ছোট ঘরের ভিতরে লইয়া উপস্থাপিত করিলেন। এলিজিবেথ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটী অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক আপন শিশু সন্তান ক্রোড়ে করিয়া অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া রহিয়াছেন। যাইবামাত্র তিনি উঠিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। এবং তাঁহার পতি সেই হতভাগা বালিকাকে যেরূপ ভয়ানক দুর্গতিহইতে মুক্ত করিয়া আনিয়াছিলেন, এবং মুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট অনুগ্রহ পূর্ব্বক যেরূপ আশ্রয় দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিবরণ করিবার সময়ে, তিনি অত্যন্ত মনঃসংযোগ পূর্ব্বক শুনিতে লাগিলেন। এবং শুনিয়া কহিলেন, "আহা! বালিকাটি কতই ক্লেশ পাইয়াছে, ইহার মুখ খানি ম্লান ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। উদ্বেগে ও ত্রাসে সর্ব্বাঙ্গটা এখনও কাঁপিতেছে।" এই সকল কথা বলিয়া সহাস্য বদনে ও সদয় ভাবে কহিলেন, "এখন আর তোমার ভয় কি? নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পাইবে এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। কিন্তু এই অবধি সাবধান হও, যেন অতঃপর আর এমন রূপে একাকিনী অসময়ে রাজপথে থাকা না হয়। এত বড় বৃহৎ শহরে অধিক ক্ষণ বাহিরে বাহিরে থাকা কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়। বিশেষতঃ তোমার মত অল্পবয়স্কা বালিকার গলীগলীতে বেড়ান বড় উৎপাত। প্রকাশ

পাইলেই একটা নয় একটা বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা।” এলিজিবেথ কহিলেন, “আমার এমন স্থান নাই যে, আমি সেখানে থাকি। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোন আশ্রয় পাইতে পারি নাই।” এই রূপে অতি সরল ভাবে আপনার দীন ভাবই ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত দুঃসহ কায়ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে অসাধারণ সাহস ও বীরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য কিছুমাত্র অভিমান প্রকাশ করিলেন না।

তাঁহার এই সমস্ত দুঃখের কথা শুনিয়া সেই আশ্রয়-দাতা গৃহস্থেরা স্ত্রী পুরুষেই রোদন করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার সমস্ত বিবরণই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। ফলে আরোপিত কথা শুনিলে কখন তেমন সাধু লোকের মন লোল হইতে পারে না। এলিজিবেথের বিবরণ তো তাঁহাদের আরোপিত বলিয়া বোধ হয় নাই। সত্য ও পবিত্র বোধ হওয়াতেই তাঁহাদের অন্তঃকরণ লোল ও দয়ারসে আর্দ্র হইয়া উঠিল।

এলিজিবেথের কথা শেষ হইবামাত্র সেই ভূম্যধিকারী রোজী মহাশয় উত্তর করিলেন, “শুন, এই শহরে আমার কিঞ্চিৎ ক্ষমতা আছে, অঙ্গীকার করিতেছি, সেই ক্ষমতা যত দূর পর্য্যন্ত খাটান সম্ভব, আমি তোমার পক্ষে তাহা খাটাইতে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করিব না।” এই কথা বলিবামাত্র তাঁহার স্ত্রী অমনি আহ্লাদে পতির হাত দুখানি চাপিয়া ধরিলেন এবং ভঙ্গিক্রমে এমনি ভাব প্রকাশ করিলেন, যে তাঁহার পতি যাহা বলিলেন, তাহাতে তিনি সম্মত আছেন। অনন্তর তিনি এলিজিবেথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি যে অধিরাজের নিকটে প্রার্থনা করিতে আসিয়াছ, ইহার সহায় কে? এখানে তোমাকে সাহায্য করিতে পারিবেন, এমন কোন ব্যক্তির সহিত আলাপ

পরিচয় আছে?” তিনি উত্তর করিলেন, “না, আমার আলাপী ও পরিচিত কেহই নাই। পাছে যুবক স্মোলফের নাম করিলে তাঁহার কোন বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় তিনি তখন তাঁহার নাম উল্লেখ করিলেন না। বিশেষতঃ তিনি নিশ্চিত জানিতেন, যে স্মোলফ মহাশয় লিবোনিয়ায় গমন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাহইতে কোন সাহায্য পাইবার প্রত্যাশাই নাই।”

রোজী কহিলেন, “দূর হউক, আলাপ পরিচয় থাকা না থাকা কোন কাজের কথা নয়। আমাদের স্বচ্ছাশয় মহোদয় মহারাজ তেমন নহেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তির দুঃখেই তাঁহার কৃপাদৃষ্টি হইয়া থাকে। তোমার পক্ষে ধর্ম্মই প্রবল ও প্রধান প্রবর্ত্তক হইবেন সন্দেহ নাই। কালি মহারাজাধিরাজ আলিক্জণ্ডরের অভিষেক হইবেক। এখানকার প্রধান ভজনালয়ে তাঁহার অধিষ্ঠান হইবেক এবং সেখানেই সকল উৎসব সমাহিত হইবেক। অধিরাজ যে পথ দিয়া গমন করিবেন, তুমি সেই পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকিও, যখন তাঁহার শুভযাত্রা হইবেক, তুমি তখনি তাঁহার পায়ের উপরি পতিত হইয়া পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিও। আমি তোমার সঙ্গে যাইব এবং নিকটেই থাকিব। রক্ষার ভার আমার প্রতি রহিল, তোমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা নাই।”

এলিজিবেথ কৃতজ্ঞতারসে ও আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে কহিতে লাগিলেন, “আপনার যে কত দূর অনুগ্রহ তাহা আমি কি বলিব, বিশ্বসাক্ষী পরমেশ্বরই দেখিতে পাইতেছেন। আর আমার পিতা মাতা যাবজ্জীবন আপনাকে যে কত আশীর্ব্বাদ করিবেন তাহা বলা বাহুল্য। যাহা হউক, তবে আপনি আমার সঙ্গে যাইবেন, অধিরাজের সম্মুখে আপনি আমাকে রক্ষণ করিবেন।

যাবৎ পর্য্যন্ত তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া থাকিব তাবৎ আপনি আমাকে উৎসাহ প্রদান করিবেন। ঈশ্বরেচ্ছায় হয় তো আমার সুখ আপনার দৃষ্টিগোচর হইবেক। মনুষ্যশরীরে যে পরিমাণে শান্তি লাভ হওয়া সম্ভব, আপনি আমাকে ততই শান্তি ভোগ করিতে দেখিবেন। প্রার্থনা করি তবে অনুগ্রহ করিয়া আর এক কর্ম্ম করিতে হইবেক, যদি আমি পিতার জন্য ক্ষমা পাইতে পারি, তাহা হইলে আমার পিতা মাতার নিকট আপনাকে স্বয়ং এই শুভসংবাদ দিতে যাইতে হইবে। যদি তথায় এ শুভসংবাদ দিতে যাওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ তাহা প্রত্যক্ষেই দেখিতে পাইবেন।”

অনন্তর এলিজিবেথ আর একটি কথাও কহিতে পারিলেন না। ভাবি সুখের মনোরথে আরোহণ করিয়া সম্পূর্ণ রূপেই অভিভূত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার ভাগ্যে যে তত দূর পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠিবে, এ আশা করিতেও তখন সাহস করা ভার হইয়া উঠিল। এমন কি, তিনি যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন তাহাদ্বারা তিনি আপনাকে তাহার আশা করিবার উপযুক্ত বলিয়াই প্রত্যয় করিতে পারিলেন না। অনেক ক্ষণের পর গৃহস্থ ব্যক্তির মুখহইতে মহারাজাধিরাজ আলিক্‌জণ্ডরের অনুগ্রহ বিষয়ে বিস্তর স্তব ও প্রশংসা শুনিতে শুনিতে তাঁহার সেই বিষণ্ণ ও বিমর্ষ ভাব দূর হইল, এবং আশা ও ভরসাও পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ ও প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তাঁহারা যে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহার পোষকতার জন্য বিস্তর কারণ প্রদর্শিত হইল। বিশেষতঃ গৃহস্থ ব্যক্তি নিজে যে রীতিতে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মহিমা যৎপরোনাস্তিই বৃদ্ধি পাইল। এলিজিবেথ ব্যগ্র হইয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে লাগিলেন এবং পরস্পর কথাবার্ত্তা করিতে করিতে

পরম সুখে রাত্রিকাল যাপন করিলেন। ক্রমশঃ রাত্রি অধিক হইল দেখিয়া সেই দয়াবান গৃহস্থেরা তাঁহাকে পরদিন কিছু পরিশ্রম করিতে হইবে বলিয়া শয়ন করিতে ও একটু নিদ্রা যাইতে অনুরোধ করিলেন। অনন্তর রোজী এলিজিবেথকে আপনার স্ত্রীর নিকট রাখিয়া আপনি আর এক ঘরে যাইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন।

এলিজিবেথ মনের চাঞ্চল্য প্রযুক্ত অধিক ক্ষণ নিদ্রা যা-ইতে পারিলেন না। এত যে কষ্ট পাইয়াছিলেন, তথাপি তিনি মনে মনে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। এবং নিশ্চিত বোধ করিলেন যে, পরমেশ্বর যদি তাঁহাকে এত দূর পর্য্যন্ত বিপদে না ফেলিতেন, তাহা হইলে তিনি কদাচ এরূপ অসম্ভবনীয় অনুগ্রহ পাইতে পারিতেন না। এই রূপে ক্ষণকাল ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রার মত কিঞ্চিৎ নিদ্রা উপস্থিত হইল। এলিজিবেথ নানা প্রকার শুভ স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিলেন। এক এক বার বোধ হইতে লা-গিল যেন তিনি আপনার পিতা মাতাকে নিকটেই দেখিতে পাইতেছেন। আনন্দে তাঁহাদের মুখ প্রফুল্ল ও নয়নদ্বয় প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কখন বা এমন বোধ হইতে লা-গিল, যেন অধিরাজ তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিয়াছেন, এবং গ্রাহ্য করিয়া যৎপরোনাস্তি দয়া প্রকাশের কথা সকল কহিতেছেন। পরিশেষে তাঁহার এমন উদ্বোধ হইল যেন আর একটী মূর্ত্তিও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কিন্তু স্পষ্টরূপে মনেতে ধারণ করিতে পারিতেছেন না। ক্ষণ-কাল বিলম্বে তাহাও অদৃশ্য হইল, কুজ্ঝটিকাবৃতের ন্যায় কেবল অস্পষ্ট দর্শন হইয়াই শেষ হইল, এবং তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে অতি সুমধুর অথচ ক্লেশকর এমনি একটি আ-শ্চর্য্য সংস্কার উৎপন্ন হইল।

রজনী সুপ্রভাতা হইলে নগরীমধ্যে মহামহোৎসব ও

আনন্দের ব্যাপার সকল হইতে আরম্ভ হইল। এ দিকে গোলন্দাজেরা বজ্রের ধ্বনির ন্যায় অনবরত তোপধ্বনি করিতেছে। ভেরী, তুরী, দমামা প্রভৃতি নানা প্রকার বাদ্যোদ্যম হইতেছে। প্রজালোকেরা জয়ধ্বনি করিতেছে। প্রধান ও অপ্রধান ভজনালয়ে অবিরত ঘন্টাধ্বনি হইতেছে। এই রূপে মহারাজাধিরাজ আলিক্‌জণ্ডরের অভিষেকোৎসবের শুভ দিন প্রকাশ হওয়াতে, এলিজিবেথ আপনার আতিথেয়ীর নিকটহইতে এক প্রস্থ পরিচ্ছদ ধার চাহিয়া লইলেন এবং সেই দয়াবান্ আতিথেয় মহোদয়ের বাহু অবলম্বন করিয়া যাত্রীদিগের সহিত, যে প্রধান ভজনালয়ে সেই মহামহোৎসব হইবেক, তথায় গমন করিলেন।

এলিজিবেথ গমন করিয়া দেখিলেন যে, সেই পবিত্র ভজনালয় বহুমূল্য মণি মুক্তা প্রবালাদিতে এমত বিরাজমান রহিয়াছে, বোধ হয় যেন সহস্র সহস্র দীপমালাতে প্রদীপ্ত হইয়া যাহার পর নাই শোভা বিস্তার করিতেছে। তাহার মধ্যস্থলে এক অপূর্ব্ব বহুমূল্য রত্নসিংহাসন। তাহার উপরিভাগে অতি আশ্চর্য্য নানাজাতীয় মণিগণখচিত ও মুক্তাদামসুশোভিত মখমলের চন্দ্রাতপ খাটান। সেই রত্ন সিংহাসনের উপর অধিরাজ স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন, এবং চতুর্দ্দিকে অতি আশ্চর্য্য পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন পাত্র মিত্র অমাত্য প্রভৃতি পারিষদ্বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, ইন্দ্রের সভার শোভা বিস্তার করিতেছেন। ফলতঃ তাঁহাদের তদ্রূপ অসামান্য রূপলাবণ্য, এবং সে প্রকার দেদীপ্যমান অলঙ্কার ও অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ দেখিলে কে না বলিবে যে তাঁহাদের আকার প্রকার স্বর্গীয় লোকের মত নয়। এই প্রকার অপূর্ব্ব সভার মধ্যস্থলে মহারাণী নিজ নাথ সেই বিরাজমান রুশিয়াধিনাথের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত হইলে পর, অধিরাজ

স্বহস্তে তাঁহার মস্তকে সাম্রাজ্যে দীক্ষিত হইবার চিহ্নস্বরূপ একখানি অপূর্ব্ব মণিময় মুকুট পরাইয়া দিলেন। রাজ্ঞী স্বস্থানে উপবেশন করিলেন।

সম্মুখে অদূরেই স্বতন্ত্র একখানি চৌকী পাতা ছিল। তদ্দেশহিতৈষী মান্যবর প্লেটো মহোদয় আসিয়া তাহার উপরি উপবেশন করিলেন, এবং উপবেশন করিয়াই অধিরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক ভবিষ্যতে কোন অনিষ্ট না হইতে পায়, এই অভিপ্রায়ে রাজ্যতন্ত্রের পক্ষে কতকগুলি হিতোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি নানা দেশ দেশান্তরহইতে যে সমস্ত লোক স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে নানা প্রকার দ্রব্য সামগ্রী লইয়া উপঢৌকন দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল, অধিরাজকে একে একে সেই সমস্ত লোককে দেখাইয়া এবং তাহাদিগের সবিশেষ পরিচয় দিয়া কহিলেন, "হে মহারাজাধিরাজ! হে বৃহত্তম রাজেশ্বর! আজি আপনাকে এই বিস্তারিত সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য আবাহন করা হইয়াছে। সম্প্রতি এই উপস্থিত মহাজনমণ্ডলীর মধ্যে আপনাকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক এই শপথ করিতে হইবেক, যে আপনি কায়মনোবাক্যে এই সাম্রাজ্যের সুখ স্বচ্ছন্দ বিষয়ে যত্ন করিতে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করিবেন না। সবিনয় প্রার্থনা করিতেছি, আপনার আর এক বিষয় বিশেষরূপে স্মরণ করা কর্ত্তব্য, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, একদা অবশ্যই তাঁহার সন্নিধানে আপনাকে আহূত হইয়া উপস্থিত হইতে হইবেক। এবং তাঁহার সৃষ্ট লক্ষ লক্ষ প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে আপনাকেই উত্তর দিতে হইবেক। সে সময়ে আপনার পক্ষ হইয়া আর কেহই কোন উত্তর দিতে সমর্থ হইবেন না। বিশেষতঃ আপনার অনুজ্ঞা ও অনবধানতাতে রাজ্যের নিরুপায়গণের প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার ঘটিলে, পরে যে

এজন্য কোন সদ্বিচারের অধীনে আসিতে হইবেক এ কথা আপনার মনে রাখাও অতি কর্ত্তব্য।" এই সকল বক্তৃতা হইবার সময়ে বোধ হইতে লাগিল, যুবরাজ অধিরাজের অন্তঃকরণ আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যিনি পিতার প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য সেই ভজনামন্দিরের এক ধারে কম্পিত হৃদয়ে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহার অন্তঃকরণকে আর অধিক লোল ও আর্দ্র করিয়া তুলিল।

অনন্তর অধিরাজ, উপস্থিত জনমণ্ডলীর সমক্ষে যখন এই বলিয়া শপথ করিলেন, যে উত্তরকালে যাহাতে প্রজালোকের সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি হয়, আমি কেবল সেই চেষ্টাতেই কাল হরণ করিব, তখন এলিজবেথ তদ্গতচিত্তে যেন এমনি কথাটী শুনিতে পাইলেন যে মূর্ত্তিমতী দয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অধিরাজকে এই আদেশ করিতেছেন, যে, যাহাদিগকে তুমি অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, তাহাদিগকে শীঘ্র মুক্ত করিয়া পূর্ব্বের মত পুনর্ব্বার সুখ স্বচ্ছন্দে স্থাপন কর।

এলিজিবেথ আর অধিক ক্ষণ মনের ভাব সম্বরণ করিয়া থাকিতে সমর্থ হইলেন না, পরমেশ্বরের কেমন ইচ্ছা! তত জনতার মধ্য দিয়া যাইতেও ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, অনায়াসেই সৈন্য শ্রেণীর মধ্য দিয়া পথ করিয়া অতি দ্রুত যাইয়া "দোহাই মহারাজ, দোহাই মহারাজ," বলিয়া সেই সিংহাসনস্থ অধিরাজের চরণে শরণাগত ও অবনত হইয়া পড়িলেন। উপস্থিত গোলযোগে মহোৎসবের ব্যাঘাত হইয়া উঠিল, এবং সেই উপলক্ষে সাধারণ লোকের কলরবেরও ইয়ত্তা রহিল না। রক্ষকগণ ধর্ ধর্ করিয়া দ্রুত আসিতে লাগিল। রোজী হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া পড়িলেন, এবং আপত্তিও বিস্তর করিতে লাগিলেন। এলিজিবেথও কৃতসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু তাহারা না মানিয়া না শুনিয়াই তাঁহাকে লইয়া বাহির করিল।

অধিরাজ এমন শুভ মহোৎসবের দিন শরণাগত ব্যক্তিকে বিমুখ করিয়া দেওয়া সহিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ জনেক সেনাপতিকে ডাকিয়া সেই বালিকার প্রার্থনা কি, তাহার তথ্য জানিতে আদেশ করিলেন।

সেনাপতি অধিরাজের আদেশানুসারে ভজনালয়ের বাহিরে আসিয়া যেখানে সেই নিরুপায়া বালার চতুর্দ্দিকে কতকগুলি লোক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং উপস্থিত হইয়াই শুনিতে পাইলেন, বালিকাটী অতি করুণ স্বরে কাকুতি বিনীত করিয়া রাজপুরুষদিগের কাছে অধিরাজের নিকট ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছে। সেনাপতি সেই স্বর শুনিবামাত্রই তাহা পূর্ব্বের পরিচিত বলিয়া বোধ করিলেন এবং বলদ্বারা অতি দ্রুত বেগে সেই জনতার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নিকটস্থ হইয়া বিশেষ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। এবং সহসা বিস্ময় ও আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া কহিয়া উঠিলেন, "এ কি, সেই এলিজিবেথ!"

এলিজিবেথ স্মোলফকে দেখিলেন কিন্তু কোন মতেই চিনিতে পারিলেন না। যিনি মধ্যস্থ হইয়া তাঁহার জন্য অধিরাজের নিকট আনুকূল্য করিবেন, এবং যাঁহার আনুকূল্যে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইবার আর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না, তিনিই আসিয়া যে তখন উপস্থিত হইয়াছেন, আপাততঃ ইহা তাঁহার মনে উদ্বোধই হইল না। তিনি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত একদৃষ্টে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, এবং স্বরও অনুভব করিয়া দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রান্তি আর অধিক ক্ষণ থাকিতে পারিল না। হঠাৎ এত আনন্দের উদয় হইল, যে তিনি একটী কথাও কহিতে পারিলেন না। খানিক ক্ষণ অবাক্ হইয়া দেখিলেন, পরে ঈশ্বরপ্রেরিত

বন্ধু বোধ করিয়া তাঁহার প্রতি দুটি বাহু বিস্তার করিলেন। স্মোলফ সত্বরে যাইয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন এবং ধরিয়া, আপনার ভ্রম হইল কি না, সে বিষয়ে মনে মনে সন্দেহ করিয়া কহিলেন, "এলিজিবেথ! তুমি যথার্থ এলিজিবেথ তো বটে, কোন দৈবী মায়া আসিয়া আমাকে তো মোহিত করে নাই? আমি বিনয় করিয়া কহিতেছি, তুমি কোথাহইতে আসিতেছ, আমার নিকট সত্য করিয়া কহ?"

এলিজিবেথ শুনিবামাত্র, "আমি তবলস্কহইতে কেবল একাকিনী অসহায়া হইয়া চলিয়া আসিতেছি," বলিয়া উত্তর করিলেন। স্মোলফ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি পিতার উপরি ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য এত পথ এত কষ্টে চলিয়া আসিয়াছ? এলিজিবেথ উত্তর করিলেন, "হাঁ আমি এত কষ্টে এত পথ চলিয়া আসিয়াছি, ইহারা আমাকে অধিরাজের নিকট যাইতে দেয় না, গেলেও জোর করিয়া তাড়াইয়া দেয়।" এই কথা শুনিয়া স্মোলফ সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, "আমিই তোমাকে পুনর্ব্বার অধিরাজের নিকট লইয়া যাইতেছি। রীতিমত তাঁহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতেছি। তুমি আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কহিয়া শুনাইবে। এমন উপায় করিব যে তিনি তোমার কাকুতি বিনীতিতে কর্ণপাত না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। প্রার্থনা অবশ্যই গ্রাহ্য করিবেন সন্দেহ নাই।" অনন্তর স্মোলফ সৈনিক পুরুষদিগকে সরিয়া দাঁড়াইতে অনুমতি দিয়া এলিজিবেথকে ভজনালয়ের মধ্যে লইয়া চলিলেন।

এ দিকে সভা ভঙ্গ হইয়াছে, রাজপুরুষেরা ক্রমে ক্রমে প্রধান দ্বার দিয়া বাহির হইতেছেন। ক্ষণকাল বিলম্বে অধিরাজও সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্মোলফ অতি দ্রুত তাঁহার নিকটস্থ হইলেন এবং এলিজিবেথের

হাত ধরিয়া আপনি তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ! কৃপা করিয়া ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রমুখাৎ ক্লেশভোগের আবেদন শুনিতে আজ্ঞা হউক। দুর্ভাগ্যবান্ ষ্টানিস্লাশ পোটোস্কির কন্যার দুর্গতি স্বচক্ষেই অবলোকন করুন। বার বৎসর হইল ইহার পিতা মাতা ইসিমের জঙ্গলে বিবাসিত হইয়াছেন। ইনি এখন সেখানহইতে আসিতেছেন। সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, সহায় নাই, সম্বল নাই, সমস্ত পথ কেবল ভিক্ষার উপরি নির্ভর করিয়া এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। পিতা মাতার ক্লেশ দেখিতে না পারিয়া কেবল ভিক্ষামাত্র অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিয়াছেন, দুঃসহ অপমান সহ্য করিয়াছেন। অতিশয় প্রবল ঝড় বৃষ্টিতেও কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। সম্প্রতি সেই পিতার উপরি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আপনার চরণের শরণ লইতেছেন। কৃপা করিয়া এই সাধুশীলা অবলার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিতে আজ্ঞা হউক।"

এলিজিবেথ অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টে এই কথা কহিলেন, "আমি আমার পিতার প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হউক।" এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিই প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। অধিরাজও সেই সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিতে লাগিলেন। ষ্টানিস্লাশ পোটোস্কির বিরুদ্ধে তাঁহার অন্তঃকরণে যে সকল কুসংস্কার ছিল, ক্ষণকালের মধ্যে সে সমুদায়ই বিলুপ্ত হইল। তখন তাঁহার এমনি বোধ হইল, যে সমস্ত দোষ দেখাইয়া দোষী করা গিয়াছে, বাস্তবিক এমন কন্যার পিতা কখন তেমন দোষে দোষী হইবার উপযুক্ত পাত্র হইতে পারেন না। তবে এমন হইতে পারে বিপক্ষেরা একবাক্যে চক্রান্ত করিয়া তাঁহার প্রতি সেই দোষ আরোপ করিয়া থাকিবেক। এই রূপ ভাবিয়া মহামহিম আ-

লিকজাণ্ডর তাঁহাকে ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি কহিলেন, "তোমার ক্ষমা প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল, তোমার পিতা মুক্ত হইলেন।" এলিজিবেথ 'ক্ষমা' এই কথাটী শুনিবামাত্রই আনন্দে অভিভূত হইয়া স্মোলফের বাহুতে পতিত হইলেন। মহাত্মা রোজী মহাশয় তাঁহাকে সেই অচৈতন্যাবস্থাতেই আলয়ে লইয়া চলিলেন। এত যে জনতা, তথাপি তাহার মধ্য দিয়া পথ পাইবার আর কিছুই ব্যাঘাত হইল না। সকল লোকেই সেই বালার অসামান্য বীরতার প্রশংসা করিতে এবং অধিরাজকে ভুয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ দিতে লগিলেন।

পরে এলিজিবেথ চেতনা হইবামাত্রেই প্রথমে দেখিতে পাইলেন, যে স্মোলফ তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া, অধিরাজের মুখহইতে যে সমস্ত কথা নির্গত হইয়াছিল তাহাই পুনঃ পুনঃ শুনাইতেছেন, "এলিজিবেথ! ক্ষমা হইয়াছে, তোমার পিতা মুক্ত হইয়াছেন।" এই রূপ সুখজনক শুভ সংবাদ শুনিয়া এলিজিবেথের ইন্দ্রিয় সকল জড়ের মত অস্পন্দ ও ক্রিয়াশূন্য হইয়া উঠিল। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত মুখ দিয়া একটী কথাও নির্গত হইল না। কেবল আকৃতিতেই আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। ফলতঃ বাক্য অপেক্ষাও তাহাতে তাঁহার ভাব অধিক ব্যক্ত হইয়াছিল। তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ক্ষণকাল বিলম্বে তিনি পার্শ্বস্থিত স্মোলফের দিকে ফিরিয়া করুণ স্বরে পিতা ও মাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমরা কি তোমাদিগকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইব?" পুনর্ব্বার আরো কিছু যোগ করিয়া কহিলেন, "আমরা আর কি তোমাদিগকে পুনর্ব্বার দেখিতে ও তোমাদিগকে সুখভোগ করাইতে পারিব?" এই কথা গুলি শুনিবামাত্রেই যুবক স্মোলফের হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এলিজিবেথ

যে কেবল তাঁহার প্রীতি গ্রাহ্য করিয়া তাহারই প্রতিদান করিলেন তাহা নহে, কিন্তু আমরা এই শব্দদ্বারা পরস্পর এক আত্মা হইবেন, এবং যদি সৌভাগ্যক্রমে পরম সুখ স্বচ্ছন্দ ভোগ করা তাঁহার অদৃষ্টে থাকে, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে তাহারও অংশী করিবেন, ইহারই আভাসমাত্র ব্যক্ত করিলেন। স্মোলফও তদবধি মনে মনে এমন আশা করিতে লাগিলেন যে, আমাদিগের এই অভাবনীয় মিলন ভবিষ্যতে অবশ্যই চিরস্থায়ী হইতে পারিবেক।

মুক্তির আদেশ হইবার পরে মুক্তিপত্র প্রস্তুত হইয়া অধিরাজের স্বাক্ষরিত হইতে কতিপয় দিবস অতীত হয়। সেই অবকাশের মধ্যে ষ্টানিস্লাশের কোন্ অপরাধে সেই গুরুতর দণ্ড বিধান হইয়াছিল, তাহারও পুনর্ব্বার উত্থাপন ও আন্দোলন হইয়া বিচার হয়। মহামহিম আলিকজাণ্ডর পরীক্ষাদ্বারা নিশ্চিত বুঝিতে পারিলেন যে ষ্টানিস্লাশ ন্যায়বিচারে কোন মতেই আর নির্ব্বাসিত থাকিবার উপযুক্ত হইতে পারেন না। কিন্তু এই বিচার করিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহাকে মুক্ত করিবার আদেশ করিয়া যৎপরোনাস্তি দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। নির্ব্বাসিতদিগকেও তাঁহার গুণে এমনি বদ্ধ হইতে হইল যে তাঁহারা যাবজ্জীবন তাঁহার সেই দয়া আর বিস্মৃত হইতে পারিলেন না।

যুবক স্মোলফ প্রতিদিন রোজীর বাটী যাইয়া এলিজিবেথের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন। এক দিন অতি প্রত্যূষে তাঁহার নিকটে গিয়া, “এই দেখ তোমার পিতাকে মোচন করিয়া পাঠাইবার জন্য আমার পিতার উপরি অধিরাজের অনুমতি হইয়াছে,” বলিয়া অধিরাজের স্বাক্ষরিত ও মুদ্রিত একখানি অনুমতিপত্র দেখাইলেন। এলিজিবেথ আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া পত্রখানি গ্রহণ করিলেন, এবং বার বার ওষ্ঠাধরে চাপিয়া নয়নজলে অভিষিক্ত

করিতে লাগিলেন। স্মোলফ কহিলেন, "আমি কেবল তোমার নিকটে অধিরাজের দয়ার কিঞ্চিন্মাত্র উল্লেখ করিয়াছি, এখনও সমুদায় জানান হয় নাই। আমাদের মহাত্মা অধিরাজ তোমার পিতাকে মোচন করিয়া কেবল স্বাধীন করিয়াছেন এমন নয়, তাঁহাকে স্বপদেও পুনর্ব্বার স্থাপিত করিয়াছেন। এই অনুপযুক্ত আপদে পতিত হইবার পূর্ব্বে তোমার পিতার যে পদ, যে প্রকার মান সম্ভ্রম, যদ্রূপ বিষয়ের অধিকার, যেমন প্রভুতা ও ঐশ্বর্য্য ছিল, পুনর্ব্বার সেই সমস্তই হস্তগত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে এক জন পদাতিক এই অনুমতিপত্রখানি লইয়া আমার পিতাকে দিবার জন্য কালি এখানহইতে যাত্রা করিবে। অধিরাজ সেই সঙ্গে আমাকেও যাইতে আদেশ করিয়াছেন।"

এলিজিবেথ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সঙ্গে আমিও কি যাইতে পারি না?" স্মোলফ উত্তর করিলেন, "হাঁ, অবশ্যই যাইতে পার। তোমার পিতা তোমার মুখহইতে এই শুভ সংবাদ পাইলেই সর্ব্ব প্রকারে ভাল হয়। তাঁহার নিকট এই শুভ সমাচার দিতে তোমার মনে যেমন সুখ হইবে, তেমন আর কাহার হইতে পারে? আমি মনে মনে নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তোমার এই বিষয়ে অবশ্যই ইচ্ছা হইবেক। অধিরাজের নিকট এ কথা উত্থাপন করিয়াছিলাম, তাঁহারও সম্মতি হইয়াছে। এক দিবসেই সকলের যাওয়া হয়, এজন্য তুমি কালিই গাড়িতে উঠ, ইহাও তাঁহার ইচ্ছা। তিনি পাথেয়ের জন্য তোমাকে দুই সহস্র টাকা দিবেন ও তোমার পরিচর্য্যার নিমিত্ত দুই জন দাসীও সঙ্গে পাঠাইবেন, স্বীকার করিয়াছেন।"

এলিজিবেথ অনিমিষ নয়নে খানিক ক্ষণ পর্য্যন্ত স্মোলফের প্রতি দৃষ্টি দিয়া রহিলেন, এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরে কহিতে লাগিলেন, "যে দিন আপনার সহিত আমার

প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই দিন অবধিই আমি আপনার নিকট উপকৃত ও বাধিত হইয়া ঋণী হইয়া রহিয়াছি। যদি আপনি এ বিষয়ে হস্তার্পণ বা মনোযোগ না করিতেন, তাহা হইলে আমি কখনই আমার পিতাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইতাম না। আপনি ছিলেন বলিয়াই আমার পিতা পুনর্ব্বার স্বদেশ দেখিতে পাইবেন, তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছে। ফলতঃ আপনিই আমার পিতাকে উদ্ধার করিবার মূলীভূত কারণ। আপনি আমাকে যেরূপ ঋণে বদ্ধ করিয়াছেন, তাহা প্রাণান্তেও আমাহইতে পরিশোধ হইবার নহে। তবে আপনি আমাহইতে কেবল এই প্রত্যুপকার ও পুরস্কার পাইতে পারেন, যে আমি যাবৎ জীবদ্দশায় থাকিব তাবৎ আপনাকে আমার পিতার উদ্ধারকারী বলিয়া প্রচার করিতে ত্রুটি করিব না।”

স্মোলফ এই সকল কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, “না, এলিজিবেথ! এ কথা বলাতে আমার সুখ অবশ্যই হইতে পারে, কিন্তু আমি ইহা অপেক্ষাও অধিক পুরস্কার পাইবার বাসনা করি।” এলিজিবেথ কহিয়া উঠিলেন, “অধিক পুরস্কার! সে কেমন? তবে স্পষ্ট করিয়া বলুন, আপনি ক বাসনা করেন?” স্মোলফ প্রথমতঃ মনের যেরূপ ভাবি উত্তরও সেই রূপ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু খানিক ক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে বিবেচনা করিয়া সেই ভাবটি গোপন ও সম্বরণ পূর্ব্বক কহিলেন, “এলিজিবেথ! এ কথার উত্তর কেবল তোমার পিতার নিকটেই করিতে পারি অন্যত্র নয়।”

স্মোলফ এলিজিবেথকে পুনর্ব্বার পাইয়া এমনি সুখী হইলেন যে একটি দিনও তাঁহার সহিত দেখা না করিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি প্রত্যহই দেখা করিতে আসিতেন এবং আসিয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত নানা প্রকার কথাবার্ত্তা করিতেন। প্রতিদিন প্রীতি বর্দ্ধ-

মান হইতেছে, তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে তাঁহাতে যৎপরোনাস্তিই আসক্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যথার্থ অভিভাবকে যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে তাহার কিছুমাত্র অন্যথা করিতে ইচ্ছা করিতেন না। তিনি বিলক্ষণ রূপে বিবেচনা করিয়াছিলেন, যে তিনি এলিজিবেথের যেরূপ উপকার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণান্তেও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি দৈবাৎ কখন কোন কথা কহিলে এলিজিবেথের লজ্জিত ভাব বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে আপনাকে ধিক্কার দিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না।

পরদিন উভয়েই যাত্রা করিলেন। স্মোলফ এলিজিবেথের প্রতি অতি সাবধান পূর্ব্বক সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা নিকটেই থাকিতেন এবং দেখিতেন শুনিতেন, কিন্তু মুখব্যাদানে কখনই কোন বিরুদ্ধ কথা কহিতেন না। এলিজিবেথ ভগিনীর মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। স্মোলফ মহাশয়ও এমনি স্নেহ ও মমতা এবং তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন যে সহোদরেও প্রায় তত দূর পর্য্যন্ত করিতে সমর্থ হইয়া উঠে না। স্মোলফের স্বভাব যেমন সুকোমল তেমনি দৃঢ়ও ছিল। তিনি শঙ্কিত ও অদূষিত মনে বিশ্বাস জন্মাইতে পারিতেন, এবং আশা যত ইচ্ছা তত বড় হউক না কেন, তাহাকে আয়ত্ত রাখিতে সমর্থ হইতেন। ফলে তিনি আপনার মনের ভাব গোপনে রাখিতে যে সমস্ত চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি কেহই সন্দেহ করিতে পারিত না। তিনি বন্ধুর মত আলাপ করিতেন এবং নিস্তব্ধ থাকিলেই তাঁহার আন্তরিক প্রেম অনুমান হইত।

এলিজিবেথ মস্কোহইতে যাত্রা করিবার পুর্ব্বে তাঁহার আশ্রয়দাতাদিগকে বিশেষরূপ পুরস্কৃত করিলেন। যখন

তিনি কাসানের পরপার বলগা নদীর ধারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহার মনে, যে নাবিক তাঁহাকে প্রাণপণে নদী পার করিয়া দিয়াছিল, তাহার কথা স্মরণ হইল। অন্যান্য নাবিকদিগকে নিকোলাসের কথা জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলেন, সে দুর্ভাগ্যক্রমে পীড়িত হইয়া শয্যাগত আছে, অনেক দিন অবধি কাজ কর্ম্ম কিছুই করিতে পারে না, গুটি ছয় শিশু সন্তান লইয়া অন্নাভাবে বড়ই ক্লেশ পাইতেছে। এলিজিবেথ তৎক্ষণাৎ তাহার বাটীতে গমন করিলেন। নাবিক তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল না। কারণ, পূর্ব্বে সে যখন তাঁহাকে দেখিয়াছিল, তখন তিনি অত্যন্ত দীনহীন এবং মলিন ছিলেন, পোসাক পরিচ্ছদ কিছুই ছিল না, কেবল খান কতক তক্তসার মলিন নেকড়ামাত্র পরিধান ছিল। এখন তাঁহার সে সকল ভাব কিছুই নাই। ধন হইয়াছে, আহ্লাদে মন প্রসন্ন হইয়াছে, মুখশ্রী প্রফুল্ল হইয়াছে, শরীরে লাবণ্য হইয়াছে। ফলতঃ তাঁহার অবস্থা সর্ব্বাংশেই পরিবর্ত্ত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। এলিজিবেথ তাহার দত্ত সেই সিকীটী বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইলেন এবং কহিলেন, “অমুক দিন তুমি অসময়ে আমাকে নদী পার করিয়া আমাকে এই সিকিটী দিয়াছিলে মনে হয়?” এই কথা বলিয়া থৈলীহইতে এক শত টাকা লইয়া তাহার শয্যাতে রাখিয়া কহিলেন, “দেখ! ইহা তোমার সেই দানের পুরস্কার হইল। ধর্ম্ম ভাবিয়া আমাকে অসময়ে দান করিয়াছিলে, এখন তাহার শতগুণ হইতেও অধিক পাইলে।” নাবিক এত অধিক আনন্দ ও বিস্ময় রসে নিমগ্ন হইল, যে তাঁহার নিকট কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইল না।

এলিজিবেথ পিতা মাতাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া দিবারাত্র চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এত ত্বরা করি-

য়াও তিনি সারাপুলের গোরস্থানে সেই ধর্ম্মপিতা মহাশয়ের সমাধি না দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি এই কৃতজ্ঞতার লক্ষণকে যেন সন্তানের কর্ত্তব্য বলিয়াই বিবেচনা করিলেন, এবং সুতরাং তাহা পরিপূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ধর্ম্মপিতার সমাধির উপর গুণাঙ্কিত যে দারুময় ক্রুশ পোতা ছিল, এলিজিবেথ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাতে দৃষ্টি দিয়া রহিলেন এবং পূর্ব্বে যেমন ব্যাকুল হইয়া রোদন করিয়াছিলেন, তখনও তেমনি রোদন করিতে লাগিলেন। রোদন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার এখনকার রোদন আর এক প্রকার বলিতে হইবেক। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, ধর্ম্মপিতা এখন স্বর্গরাজ্যে বিরাজমান আছেন। তিনি তাঁহার শান্তি ও সুখ স্বচ্ছন্দ দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদ করিতেছেন এবং ঈশ্বরের নিকট থাকিয়া যেরূপ সুখ সম্ভোগ করিতেছিলেন, এখন সে সুখের আরও বৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে।

এক্ষণে এই ইতিহাসের শেষ করা যাইতেছে। এলিজিবেথকে যত শীঘ্র তাঁহার পিতা মাতার নিকটে লইয়া যাইতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য। স্মোলফ আপনিই এলিজিবেথকে লইয়া আপনার পিতার নিকটে যাইতেছেন, অতএব তবলস্কে বিলম্ব করা, ও তাহার বিবরণে বৃথা কালক্ষেপ করায় কোন প্রয়োজন নাই। তবলস্কের শাসনাধিপতি বৃদ্ধ স্মোলফ মহাশয়ের নিকট এলিজিবেথ উপকৃত হইয়া যেরূপ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহারও বর্ণনা করার আবশ্যক নাই। এক্ষণে এলিজিবেথের বিরহে যে কুটীরে দিন গণনা হইতেছিল এবং তিনি স্বয়ং যাহাতে যাইবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও ব্যস্ত হইয়াছিলেন, আমাদের সেই স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য সত্বর হওয়াই কর্ত্তব্য।

এলিজিবেথ তবলস্কে থাকিয়া পিতার নিকটে প্রত্যাগমনের কোন সংবাদ পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি সেখানেই তাঁহাদের কুশলসংবাদ পাইলেন, এবং সেইস্কোভেও ঐ কথা শুনিলেন। এই হেতু প্রসন্ন ভাবে তিনি তাঁহাদিগকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিতে মানস করিয়া, কেবল যুবকবর স্মোলফ মহাশয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহাদের নিকট গমন করিলেন। বন জঙ্গল পার হইয়া সেই হ্রদের নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং প্রত্যেক বৃক্ষ ও পর্ব্বত সকল চিনিতে পারিলেন। তখন তাঁহার শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দূরহইতে আপনাদের ঘরের চাল দেখিতে পাইয়া অতি দ্রুত বেগে তাহার দিকে চলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু উৎসুকতাতে তাঁহাকে এমনি অভিভূত করিয়া ফেলিল, যে তিনি আর এক পাও চলিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ আহ্লাদ এত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যে তাঁহার অন্তঃকরণের মধ্যে স্থান পাওয়াও সুকঠিন হইয়া উঠিল।

হায়! কি দুঃখের বিষয়! মনুষ্যের স্বভাব যে কি পর্য্যন্ত দুর্ব্বল, ইহা তাহারই একটী বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থল। দেখ, আমরা প্রথমে সুখের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হই। এবং আহ্লাদ আমোদের অতিশয় বৃদ্ধি হউক, ইহাও বাসনা করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের সেই মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইবামাত্রই আমরা তাহাতে একেবারে মগ্ন হইয়া পড়ি। ফলে আমোদ আহ্লাদ অতিশয় বাড়িয়া উঠিলে, তাহা শোক অপেক্ষাও অসহ্য হইয়া উঠে।

এলিজিবেথ মোহিতপ্রায় ও শিথিল হইয়া স্মোলফের বাহুদেশে ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন, এবং অতি কাতর ও যৎপরোনাস্তি মৃদু স্বরে কহিলেন, "যদি আমি গিয়া মাকে অসুস্থ দেখিতে পাই।" এই রূপে দুঃখের ভাব উপস্থিত হওয়াতে, তাঁহার তত সুখ ও শান্তির হ্রাস হইয়া পড়িল,

এবং তখনই তাঁহার শক্তি সামর্থ্য পূর্ব্বের মত সতেজ হইয়া উঠিল। তিনি পুনর্ব্বার চলিতে সত্বর হইলেন এবং অবিলম্বেই আপনাদের গৃহের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এলিজিবেথ বাহিরহইতে স্বর শুনিতে পাইয়া জানিতে পারিলেন, যে তাঁহারা গৃহের মধ্যেই রহিয়াছেন। তিনি তখন এমনি ব্যাকুল যে কি করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। তথাপি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া ডাকিলেন। তাঁহার পিতা উঠিয়া দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন এবং দেখিলেন এলিজিবেথ আসিয়াছেন।

স্প্রিঙ্গর দেখিবামাত্র উচ্চ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ফেডোরা সেই শব্দ শুনিয়া দৌড়িয়া আইলেন। এলিজিবেথ তাঁহাদের স্পর্শসুখে নিতান্ত অভিভূত হইয়া তাঁহাদের ক্রোড়েই পতিত হইলেন। স্মোলফ অগ্রসর হইয়া আইলেন এবং কহিলেন, "দেখুন, আপনাদের সন্তান আসিয়াছেন। আপনাদের উদ্ধারপত্র তাঁহার নিকটে রহিয়াছে। অনেক অনেক ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছিল, উনি সকলহইতেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং অধিরাজের নিকটহইতে সমুদায় অভীষ্ট লাভ করিয়াছেন।" নির্ব্বাসিতেরা তখন সুখেতে এমনি মগ্ন হইয়াছিলেন যে, সে সকল কথাতে তাঁহাদের আর অধিক আমোদ বোধ হইল না।

তাঁহারা প্রাণাধিক প্রিয়তম সন্তানকে দেখিতে পাইলেন। সন্তান তাঁহাদের নিকট পুনর্ব্বার আসিয়াছেন, আর কখন পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না, ইহাই তাঁহাদের পক্ষে পরম শান্তি বোধ হইল। তাঁহারা খানিক ক্ষণ পর্য্যন্ত আনন্দে মগ্ন হইয়া কেবল প্রলাপ বাক্যই কহিতে লাগিলেন। কতক অসঙ্গত ও অসম্বদ্ধ কথাও কহিলেন। কিন্তু মুখদিয়া কি বাহির হইল, তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। কি বলিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিবেন তাহা ভাবিতে

ও স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইল। অনন্তর তাঁহারা আনন্দভরে রোদন করিতে ও থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। অবশেষে অশক্তি ও অস্পন্দ হইলেন এবং বুদ্ধি শুদ্ধিও লুপ্ত হইয়া পড়িল।

স্মোলফ, ষ্টানিস্লাশ্ ও ফেডোরার পায়ের উপর পড়িয়া কহিলেন, "এই পরম সুখের সময়ে আমি আপনাদের নিকট এই এক নিবেদন করি যে, আপনাদের একটি সন্তান আছে, এখন অবধি দুই সন্তানের পিতা মাতা হউন। এলিজিবেথ এ পর্য্যন্ত আমাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু ভরসা করি আমাকে ইহাহইতেও প্রিয়তর সম্বোধন করিতে বলিলেও তাঁহার অসম্মতি হইবেক না।"

এলিজিবেথ পিতা ও মাতার হাত ধরিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন ভাবে তাঁহাদের মুখের প্রতি দৃষ্টি দিয়া কহিলেন; "যদি স্মোলফ মহাশয় দয়া করিয়া আমাকে তত সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে হয় তো আপনারা আর আমাকে এখানে দেখিতে পাইতেন না। অধিরাজের সমীপে আমাকে যত দূর পর্য্যন্ত আনুকূল্য করিবার আবশ্যক, এই মহাশয় তাহা করিতে ক্রুটি করেন নাই। ইনিই আমার হইয়া তাঁহার নিকটে আবেদন করেন এবং ইনিই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ক্ষমা লাভ করিয়াছেন। অধিক কি কহিব, ইনি আপনাকে তাবৎ বিষয় ও নিজ অধিকার দেওয়াইয়াছেন এবং আমাকেও এখান পর্য্যন্ত সঙ্গে করিয়া আনিয়া আপনাদের ক্রোড়ে সমর্পণ করিলেন। মা! এখন কি করিলে ইহাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় তাহা আমাকে বলিয়া দিউন এবং কি করিলে এ ঋণের কিঞ্চিৎ পরিশোধ হয় পিতাও অনুগ্রহ করিয়া আদেশ করুন।"

ফেডোরা স্নেহের সহিত কন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া

কহিলেন, "বৎসে! তার আর ভাবনা কি? প্রণয় কর, তাহা হইলেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইবে। যেমন আমি তোমার পিতার প্রণয়িনী, তুমিও স্মোলফ মহাশয়ের তেমনি প্রণয়িনী হইয়া এ ঋণহইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা পাও।" ষ্টানিস্লাশ্ ফেডোরার মতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। সরলা বালা এলিজিবেথ লজ্জিত ভাবে স্মোলফের হস্তখানি ধারণ করিয়া হাতে হাতে পিতা মাতাকে সমর্পণ করিয়া অতি বিনীত ভাবে কহিলেন, "আপনি আমার পিতা মাতাকে কখন পরিত্যাগ করিবেন না। প্রতিজ্ঞা করিয়া বলুন, আপনি ইহাঁদিগকে কখন পরিত্যাগ করিবেন না।" স্মোলফ কহিয়া উঠিলেন, "হে পরমেশ্বর! আমি স্বকর্ণে শুনিলাম এবং মনে মনে বুঝিতে পারিলাম, ইহাঁরা আপন কন্যা আমাকে দান করিলেন, এবং ইহাঁদের কন্যাও স্বয়ং সম্মতি প্রকাশ করিলেন।" এই কথার পরে তিনি আর কিছু কহিতে পারিলেন না। কিন্তু অবনতমুখে আনন্দাশ্রুদ্বারা এলিজিবেথের বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে এলিজিবেথের এমনি বোধ হইতে লাগিল, যে স্বর্গেতেও এত দূর পর্য্যন্ত সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই। আনন্দসাগরে এমনি মগ্ন হইয়াছিলেন, যে তাঁহার কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান ছিল না। এলিজিবেথের মাতা, আহ্লাদে তাঁহাকে পুনর্ব্বার আলিঙ্গন করিলেন, কিন্তু তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না। এবং পিতাও কন্যার অসাধারণ চেষ্টায় স্বাধীনতা লাভ করিয়া এবং কন্যাকে কৃতকার্য্য ও এত দূর পর্য্যন্ত সুখদায়িনী বিবেচনা করিয়া যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন, তিনি তাহাও অনুধাবন করিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর সেই জনক ও জননী কন্যার নিকট তাঁহার দীর্ঘকাল বিরহে যে কষ্টে ও যে প্রকার দুঃখে দিন পাত

করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন। এবং কন্যাও যাত্রা করিয়া অবধি যে সমস্ত দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রমুখাৎ সে সকল কথাও অতিশয় মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে লাগিলেন। যে যে ব্যক্তি এলিজিবেথকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সন্ততিবৎসলা ফেডোরা, আপনার বক্ষঃস্থল খুলিয়া এলিজিবেথকে দেখাইলেন এবং কহিলেন, "বৎসে! তুমি যে মস্তকের কেশ পাঠাইয়া দিয়াছিলে, এই দেখ, তাহা আমি বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। যখন যখন অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়া আমাকে কাতর করিত, তখন ইহা দেখিয়াই প্রাণ ধারণ করিতাম। ফলে ইহা পাইয়াছিলাম বলিয়াই এ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া রহিয়াছি।" এই রূপে পরস্পর দুঃখের কথোপকথন হইতে লাগিল।

অনন্তর তাঁহারা যে স্থানে বিবাসিত হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, অবিলম্বেই তথাহইতে কন্যাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন, এবং কয়েক মাস পরে পোলেণ্ড রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। এলিজিবেথ পৈতৃকপদে আরোপিত হইলেন, এবং তাবৎ সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্য তাঁহার হস্তেই সমর্পিত হইল। তৎপরে ষ্টানিস্‌লাশ্‌ ও ফেডোরা মহা সমারোহ পূর্ব্বক মনের মত যোগ্য পাত্র স্মোলফ মহাশয়ের হস্তে প্রাণাধিক প্রিয়তমা কন্যাকে সম্প্রদান করিয়া চরিতার্থ হইলেন, এবং যাবজ্জীবন সকলেই একত্র থাকিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।